হিন্দু বিবাহ সমালোচন।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

বল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি দ্বারা

প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৩১।

উৎসর্গ।

মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয় অতুল গুণনিধানেষু।

আন্তরিক শ্রদ্ধাপুরঃসর নিবেদন।

আপনি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে বিবাহ রীতি সংশোধিত ও উন্নত করিতে যেরূপ যত্নবান হইয়াছেন, তাহাতে বিবাহবিষয়ক পুস্তক আপনার নামেই উৎসর্গিত হওয়া উচিত। বাস্তবিক বিবাহপ্রথার প্রতি সামাজিক আভ্যন্তরিক মঙ্গলামঙ্গল যতদূর নির্ভর করে, এমন অন্য কোন প্রথার প্রতি করে না। কিন্তু আমি বর্ত্তমান পুস্তক খানিকে আপনার গ্রহণোপযোগী করিতে পারিয়াছি কি না, তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। ভরসা করি, আপনার ঔদার্য্য গুণে দোষগুলি উপেক্ষা করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করিবেন। সে গুণেরও মূল আপনি, যেহেতু আপনার প্রণীত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া আমার এই গ্রন্থ রচনা করিবার বাসনার উদ্রেক হয়, এবং আপনার গ্রন্থ হইতেই উল্লিখিত রচনায় বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতি।

চিরানুগত ভৃত্য

গ্রন্থকার।

অশুদ্ধ সোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	২	গ্রহণ করা	গ্রহণ করা এককালেই
১৪	১	যদি	যদি সাধারণতঃ
১৪	৭।৮	অপর শাস্ত্রান্তরে	শাস্ত্রান্তরেও
১৭	১	শাস্ত্র সিদ্ধ হইতে	শাস্ত্র-সিদ্ধ বলা হইতে
১৮	২১	উপলব্ধি	সম্ভাবিত
১৯	৭	গর্ভ ধারণের	রমণীর গর্ভধারণ
২১	৭	পদার্থ	উপায়
২৪	১২	বর্ষে	বর্ষে
২৬	৬	ঋতুমতি	ঋতুমতী
২৮	২	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান্
২৯	৩	গুণবান	গুণবান্
২৯	১০	গর্ভ ধারণের	রমণীর গর্ভধারণ
৩০	১২	ভেদ	বেদ
৪২	৬	নিবৃত্তির	নিবৃত্তি
৫৩	৯।১০	পূর্ব্বাপর	অনেক দিন হইতে
৫৬	১৫	ক্রমাগত	ক্রমাগত শিশুমুখ দ্বারা
৫৬	২০	Tanner's Diseases	Tanner's Signs & Diseases

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	১৩	১।	ক।
৬৩	১৬	নীতান্ত	নিতান্ত
৬৪	১১	উহাদের	বালকের
৬৭	১৫	এই কালে মানস ক্ষেত্রে যে	যদি এই কালে মানস ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট
৭৩	৭	রোগবিবারণী	রোগনিবারণী
৭৩	১০	আজম্মতঃ	আজন্মতঃ
৭৪	২১	আহার্যের	আহার্য্যের
৭৫	৭	পোযণের	পোষণের
৭৬	৪	পুত্র	সন্তান
৭৭	৮	সাধারণ	সাধারণতঃ
৮৪	৭	প্রবৃত্তি মূলক	উদ্দেশ্য সাধক
৯৩	১০/১১	উদয় হইলেই	উদয়

ভূমিকা।

হিন্দু শব্দের অর্থ অতি বিস্তীর্ণ। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী তাবৎ ভারত-বাসীকে সচরাচর হিন্দু কহা যায়। যদিও আদিমকালে হিন্দুজাতি এক প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রে শাসিত ছিলেন, কিন্তু দেশভেদে ও কাল পরিবর্ত্তনে এবং সামাজিকগণের প্রবৃত্তিগত বিভিন্নতায় উহঁাদের মধ্যে এক্ষণে আচার ব্যবহারের অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। ইদানীন্তন কালে ইহাঁদের বিবাহব্যাপার ভারতের নানা স্থলে নানা প্রকার ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়। পরন্তু বঙ্গদেশে উহার যত প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হয়, অন্য স্থানে ততদূর বিদ্যমান আছে কি না সন্দেহ। অতএব প্রধানতঃ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য এবং ইহার বৈবাহিক রীতি নীতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এই পুস্তক রচিত হইল।

আধুনিক হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিষয়িণী যে কয়েকটী পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায় তাহা সর্ব্বত্র সমান নহে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিবাহ রীতি যেরূপ, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ নহে। আবার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে উদ্বাহকার্য্য সর্ব্বত্র তুল্যভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। এক জন যে বয়সে বা যে প্রণালীতে স্ত্রী পুরুষের বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করে, অপর ব্যক্তি সে বয়সে বা সে প্রণালীতে তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য নহে। যাহা হউক ঐ সকল প্রচলিত নানাপ্রকার বিবাহ-প্রথা হইতে সমাজে বহুল অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে, ইহা এক প্রকার অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, এই অনর্থ

নিচয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসায় আমরা উহাদিগকে সহজে অনুভব করিতে পারি না, কিম্বা কখন কখন অনুভব করিয়াও উদাসীন থাকি। বিবাহ-প্রথা-সম্ভূত নানা প্রকার অনর্থ সমূহ চিকিৎসা ব্যবসা উপলক্ষে নিরন্তর আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। একদা অন্তঃকরণে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে, কথিত বৈবাহিক অনর্থ সকল অপনেয় কি না? পরিশেষে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, উহা নিরাকার্য্য বটে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ বর্ত্তমান বিবাহ রীতির কতকাংশ পরিবর্ত্তন এবং সাংপ্রতিক অপ্রচলিত বিবাহ প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনা প্রয়োজনীয়। দেখা যায়, শাস্ত্রের প্রতি সামাজিকগণের চির আস্থা, অতএব প্রচলিত ও আধুনিক অপ্রচলিত বৈবাহিক আচার শাস্ত্রসম্মত কিনা তাহা অগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক বোধ হইল। কথিত আছে শাস্ত্রীয় উপদেশ যুক্তিবিহীন নহে, এমন কি, যাহা যুক্তিহীন তাহা শাস্ত্র বলিয়াই গণ্য ও গ্রাহ্য হয় না। অতএব প্রচলিত এবং ইদানীন্তন অপ্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি কতদূর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অনুরূপ এবং কতদূর যুক্তির অনুগত, তাহা জানিবার নিমিত্ত মনে কৌতূহল জন্মিল। পরন্তু এই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সহজ কথা নহে, তথাপি আমি বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা সকল পর্য্যালোচনা করিতে এবং উহাদিগের যৌক্তিকতার বিষয় অনুশীলন করিতে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইলাম। শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য সকল, যাহা তাঁহাদিগের বৈবাহিক ব্যবস্থার অন্তর্নিবিষ্ট আছে, প্রকাশ করিতে যত্ন করিলাম। অবশেষে দেখিলাম প্রচলিত বৈবাহিক রীতি অনেক স্থানেই শাস্ত্রানুমত নহে, এমন কি কোথাও বা উহা এককালে শাস্ত্রবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কোন কোন স্থানে ন্যায়গত ও সমাজিক হিতকর বলিয়াও বোধ হইতে থাকে, স্থানান্তরে উহা যুক্তিসঙ্গত বা বর্ত্তমান সমাজের হিতপ্রদ নহে বলিয়া উপলব্ধি হয়। আর

ইদানীন্তন অপ্রচলিত বিবাহ-প্রথাও শাস্ত্রানুমোদিত, যুক্তিসঙ্গত এবং বর্ত্তমান কালের ও সমাজের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। কিন্তু এদিকে সমাজের অনেক লোকের সংস্কার এই যে, সামাজে যে সকল বৈবাহিক পদ্ধতি অধুনা প্রচলিত আছে তৎসমুদয়ই শাস্ত্রানুমোদিত, আর যাহা অপ্রচলিত, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, অপিচ যে রীতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহা শাস্ত্র বা যুক্তির বিরোধী হইলেও অনুষ্ঠেয়। এই সকল ভ্রম ও কুসংস্কার সমাজ হইতে দূরীকরণ করিতে পারিলে উদ্দেশ্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব আশা করিয়া এই "হিন্দু বিবাহ সমালোচন" নামক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে প্রচলিত বাল্য-বিবাহ, অসম-বিবাহ, বহু-বিবাহ এবং অধিবেদন; আর সাম্প্রতিক অপ্রচলিত বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের শাস্ত্রীয়তা ও যৌক্তিকতার যথাসাধ্য বিচার করা গিয়াছে। তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক প্রমাণ, তথা আধুনিক ও পুরাকালের শারীরতত্ত্বজ্ঞদিগের মত পর্য্যালোচিত হইয়াছে। বিবাহ রীতির দোষবশতঃ সমাজে যে সকল অনিষ্টরাশি উদ্ভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা বিষয়বিশেষের বর্ণনস্থলে প্রদর্শিত এবং তথায় তাহাদিগের নিবারণোপায়ও প্রস্তাবিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মুসলমান ও খৃষ্টীয় সমাজ ও তত্তৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। তদ্দ্বারা যে কেবল ঐ ঐ সমাজের বৈবাহিক পদ্ধতির আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে, হিন্দু বিবাহ রীতির ও তদন্তর্গত ইষ্টানিষ্ট ফলের তত্ত্বনির্ণয়ে, উহা পোষক স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। অপিচ আমাদিগের দেশ কাল পাত্রের উপযোগিনী একটী বিবাহ ব্যবস্থা সঙ্কলিত করিয়া এই পুস্তকের শেষভাগে সংযোজনা করা হইয়াছে। ইহাতে বর পাত্রীর যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিবার রীতি ও উপায় বিধায়ক উপদেশ সকল স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এক্ষণে হিন্দু, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, সমাজের নিকট আমার এই অনুরোধ যে, সকলে যেন পক্ষপাত শূন্য হইয়া এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করেন এবং বৈবাহিক অনর্থ সকল হইতে আপনাদিগকে অব্যাহত রাখিতে যত্নবান্ হন। এই পুস্তক পাঠে যদি সমাজের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার বোধ হয়, তবে আমার যাবতীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বাহুল্য ভয়ে আপাততঃ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। অবিলম্বে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

মেদিনীপুর।
৩০এ বৈশাখ ১২৮২।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

হিন্দু বিবাহ সমালোচন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্য বিবাহ।

বালক বালিকার পরস্পর বিবাহের নাম বাল্য-বিবাহ। মুসলমান জাতি মধ্যে ইহা প্রায় প্রচলিত নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বর কন্যার বয়সের কোন নির্দ্দেশ দেখা যায় না, কিন্তু পূর্ব্বাপর যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তাহাতে বাল্য-বিবাহ যে উহাদিগের মধ্যে আদরণীয় বিষয়, ইহা বোধ হয় না। কেবল বঙ্গদেশীয় হিন্দু-প্রকৃতি-প্রাপ্ত কোন কোন মুসলমানকে এই বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখা যায়।

কিন্তু, হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহ নিতান্ত সাধারণ। বালক বালিকার ত কথা নাই, দুগ্ধপোষ্য, এমন কি, কথন কখন গর্ভস্থ সন্তানেরও পরিণয় সম্বন্ধ অবধারিত হইয়া থাকে। অধুনা সমাজে যে সমস্ত পরিণয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই স্ত্রী-পুরুষের বাল্যাবস্থায় ঘটিয়া থাকে।

এই বাল্য-বিবাহ প্রথা হইতে সমাজে নানাপ্রকার অনিষ্টোদ্ভব হইতেছে, পরন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা অনুভব করিতে না পারিয়া সমাজিকগণ ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন। যাহা-

হউক, এই বিবাহের দোষ গুণ বিচারের পূর্ব্বে প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে, উল্লিখিত বিবাহ কতদূর [হিন্দু] শাস্ত্রানুমোদিত এবং উহা পুরাকাল হইতে আমাদিগের সমাজে আচরিত হইয়া আসিতেছে, অথবা অধুনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বাক্যের মীমাংসা করিতে গেলে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিকে প্রমাণ স্থলে আনিলেই প্রচুর হইতে পারে; যেহেতু দেখা যায় হিন্দু আচার মাত্রেই প্রায় শাস্ত্র-নিঃসৃত। সামাজিক সামান্য আচার ব্যবহারও যখন শাস্ত্র-বহিভূ‍ত নহে, তখন বাল্য বিবাহও যে শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা সহসা অনুমিত হইতে পারে। ফলতঃ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাল্য বিবাহ [বালক বালিকার] কখনই চির আচরিত অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে। পূর্ব্বতন সমাজে পাত্রী ও পাত্র বয়ঃস্থ না হইলে প্রায় উহাদিগের বৈবাহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত না। ইহার প্রমাণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। পরন্তু ধর্ম্ম প্রযোজক মুনিরা সময়ে সময়ে যে সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে এই অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে অন্যূন অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার সহিত পূর্ণযুবকের বিবাহ অনুমোদিত, কিন্তু নিতান্ত বালিকা এবং বালকের পরস্পর পরিণয় এক কালেই প্রতিষিদ্ধ ছিল। এই শেষ বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-বিষয়িণী ব্যবস্থা সকল এস্থলে প্রদর্শিত করা আবশ্যক, অতএব তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। মনু কহিয়াছেন [১]—

[১] গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ ৩অঃ। ৪ শ্লো০॥

১। দ্বিজ বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর গুরুর আজ্ঞা লইয়া সুলক্ষণা ও স্বজাতীয়া ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২। দ্বিজ জীবনের আদ্য চতুর্থাংশ গুরুকুলে, এবং দ্বিতীয় চতুর্থাংশ কৃতদার হইয়া গৃহে বাস করিবে। [২]

৩। স্থানান্তরে কহিয়াছেন [৩]—যে ত্রিংশদ্বর্ষ, সে দ্বাদশ-বর্ষীয়াকে ও যে চতুর্বিংশতি বর্ষ-বয়স্ক, সে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবেক। সত্বরে পরিণয় করিলে গার্হস্থ্যধর্ম্মে অবসন্নতা উপস্থিত হয়।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন [৪]—যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাধান-পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিয়া যশ, শীল, বয়স্ ও গুণের স্বসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

আশ্বলায়ন বলিয়াছেন [৫]—পণ্ডিত ব্যক্তি, সৎকুলজাতা, সুমুখী, শোভনাঙ্গী, সুকেশা, মনোহরা, সুনেত্রা ও সুভাগা কন্যা দেখিয়া তাহার পাণি গ্রহণ করিবেক।

---

[২] চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥৪অঃ ১শ্লো॥

[৩] ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ ৯। ৯৪ ॥

[৪] বেদানধীত্য বিধিনা সমাবৃত্তোঽপ্লুতব্রতঃ।
সমানামুদ্বহেৎ পত্নীং যশঃশীল বয়োগুণৈঃ ॥
চতুর্বর্গ চিন্তামণি, পরিশেষ খণ্ডোদ্ধৃত।

[৫] কুলজাং সুমুখীং স্বঙ্গীং সুকেশাঞ্চ মনোহরাম্।
সুনেত্রাং সুভগাঞ্চ কন্যাং নিরীক্ষ্য বরয়েদ্বুধঃ ॥
আশ্বলায়ন স্মৃতি, বিবাহ প্রকরণ।

যাজ্ঞবল্ক্য [৬]—বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সুলক্ষণা, মনোহারিণী ও বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যাকে বিবাহ করিতে কহেন। তিনি আরও কহিয়াছেন যে, বরের পুরুষত্বের বিষয় যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করা উচিত এবং বর যুবা, বুদ্ধিমান্ এবং লোকপ্রিয় হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে [৭] যে, শান্ত-স্বভাব, গুণবান্ বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক যুবককে কন্যাদান করিবে।

বৌধায়ন কহিয়াছেন [৮] যে, অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, অকৃতদার এবং প্রার্থনাকারী, ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবে। ইত্যাদি।

অঙ্গিরা বলিয়াছেন—[৯] অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষা

---

[৬] অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারি-রোগদোষ-সমন্বিতাৎ॥
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎপরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা॥১ অঃ।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।শ্লোং।

[৭] শান্তায় গুণিনেচৈব যূনে চ বিদুষেঽপি চ।
বৈষ্ণবায় সুতাং দত্বা দশবাপীফলং লভেৎ॥
প্রকৃতি খণ্ড। ১৬শ অধ্যায়।

[৮] শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া।
যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা ও উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৌধায়ন বচন।

[৯] অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

কন্যাকে রোহিণী এবং দশবর্ষা কন্যাকে কন্যা কহে। ইহার পর হইতে কন্যা রজস্বলা শব্দে অভিহিতা হয়; অতএব কন্যা দশম সম্বৎসরে উপনীত হইলে পণ্ডিতেরা যত্নপূর্ব্বক কন্যা দান করিবেন; তখন কোন কালদোষ দোষ বলিয়া গণ্য হইবেক না।

পরাশর [১০]—অঙ্গিরার ন্যায়, কন্যাকে গৌরী, রোহিণী, কন্যা এবং রজস্বলা আখ্যা দিয়া পরিশেষে কহিতেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষে কন্যা দান না করে তাহার পিতৃ-লোকেরা মাসে মাসে ঋতুকালীন শোণিত পান করেন। আর কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জনে নরকে গমন করেন।

স্মৃতিসারে উল্লেখ আছে [১১] যে, সর্ব্ব বর্ণীয়া কন্যার সপ্তবৎসরের পরেই বিবাহ কাল প্রশস্ত; ইহার পূর্ব্বে বিবাহ ধর্ম্মগর্হিত।

অপরঞ্চ, কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা ও পতি সেবা না জানে

তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥

[১০] প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥

[১১] সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥

উদ্বাহতত্ত্বধৃত স্মৃতিসার বচন।

এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না [১২]

মহাভারতে প্রকাশ যে, [১৩] ত্রিংশদ্বর্ষ-পুরুষ অনাগতার্ত্তবা ষোড়শ বর্ষীয়াকে বিবাহ করিতে পারে, অতএব রজঃ প্রবর্ত্ত না হইতে হইতে পিতা কন্যাদান করিবেন ইত্যাদি।

এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কন্যার অন্যূন অষ্টম বর্ষ হইতে রজোদর্শনের পূর্ব্বে যে কোন সময় অথবা কাহার কাহার মতে দ্বাদশ ও ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত এবং পুরুষের যৌবন কালই বিবাহের উপযুক্ত কাল।

মনু ৮। ১২ বৎসরের কন্যা ২৪। ৩০ বৎসরের বর কর্ত্তৃক বিবাহনীয় বলিয়া বিধি দিয়াছেন কিন্তু, তিনি সৎ পাত্রে পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপনোদ্দেশে স্থল বিশেষে অষ্টম বর্ষের পূর্ব্বেও (উৎকৃষ্ট ও অভিরূপ) বরে কন্যা দানের অনুমোদন করিয়াছেন (১৪); ঐরূপ স্থানান্তরে কহিয়াছেন যে, সৎ-পাত্রের অসদ্ভাব হেতু কন্যা ঋতুমতী হইয়াও বরং আমরণ

---

[১২] অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

[১৩] ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং
অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।
উদ্বাহতত্ত্বধৃত মহাভারত।

১৪] উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তান্তস্মৈ কন্যান্দদ্যাদ্যথাবিধি॥
মনু ৯অ০ ৮৮।

কাল পিতৃগৃহে থাকিবে তথাপি গুণহীন পাত্রে ন্যস্তা হইবে না [১৫]। অতএব এই শেষোক্ত দুই স্থল তাঁহার মতে সাধারণ নহে, বিশেষ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ উহা উৎকৃষ্ট বরের গৌরবাত্মক বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমোক্ত অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত যে কন্যা বিবাহের কাল তাহা মনুর মতে প্রশস্ত, কিন্তু অঙ্গিরা, সম্বর্ত্ত, পরাশর প্রভৃতি সংহিতা-কর্ত্তাদিগের মতের সহিত কিঞ্চিৎ অনৈক্য দেখা যায়; কারণ ইহাঁরা ৮ম, ৯ম, ১০ম এই তিন বর্ষই কন্যার বিবাহ পক্ষে প্রশস্ত কাল কহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় রাখিলে পিতৃবংশের পাপ সংঘটন হয়। তাঁহারা একাদশবর্ষ রজস্বলার কাল নির্দ্দেশে দ্বাদশবর্ষে কন্যা নিশ্চয় ঋতুমতী হয় স্থির করত, ঐ কালে উহাকে অনূঢ়া রাখিলে পিতা মাসে মাসে ঐ কন্যার ঋতু শোণিত পান করেন বলিয়াছেন। পরন্তু মনু দ্বাদশ বর্ষকেও কন্যার রজঃস্রাবের কাল বলেন নাই; ইহা তাঁহার বিবাহের কাল-নিয়ম-বিধিতে প্রকাশ পাইতেছে *। যাহা হউক প্রায় সকল শাস্ত্রকারদিগের মতে অবিবাহিতা রজস্বলা কন্যা অত্যন্ত নিন্দার্হা হইতেছে। শাস্ত্রাভিপ্রায়ে রজোদর্শনের পূর্ব্বে (মনুর মতে স্থল বিশেষে উহার পরেও) রমণীর সৎপাত্রে পরিণীতা হওয়া আবশ্যক। এই হেতু দ্বাদশ বর্ষের

---

[১৫] কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥
মনু ৯ অ০। ৮৯।

* ত্রিংশদ্বর্ষেত্যাদি দ্রষ্টব্য। পৃ ৩।

ন্যায় একাদশ বর্ষে কন্যাদান করিলে পিতা প্রভৃতির পাপ জন্মে, ইহা কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টম, নবম ও দশম এই তিন বর্ষ সাধারণতঃ কন্যা বিবাহের মুখ্য কাল, আর ১১ শ ও ১২শ বর্ষ গৌণকাল হইতেছে। অপর, যদি ১১শ ১২শ বর্ষে কন্যার রজঃস্রাব না উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে প্রকৃত রজস্বলা হইতে পারে না; সুতরাং তাদৃশী কুমারীর বিবাহে পিতা মাতা বা পরিণেতার কোন রূপেই পাপ অর্শিতে পারে না। যেহেতু যদি ঐ কন্যার ঋতুস্রাব না হইল, তবে পিতার কি রূপে ঋতু শোণিত পান করা অথবা তন্নিমিত্ত পাপ সংঘটন হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মহাভারতে যে নগ্নিকা ষোড়শ বর্ষীয়াকেও বিবাহ করার কথা উল্লেখআছে, তাহা এই বাক্যের পোষক হইতেছে।

স্মৃতিসারে যেরূপ কথিত হইয়াছে তাহা সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। যথা—সপ্ত-সম্বৎসরের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ আটবৎসর হইতে কন্যার বিবাহ কাল প্রশস্ত; তৎপূর্ব্বে বিবাহ হওয়া ধর্ম্মগর্হিত। যদিচ কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,—যে-রূপ রাজদ্রোহে অথবা ভাবিকালে দাতৃ বৈকল্যের সম্ভাবনা স্থলে কিম্বা অনুরূপ ও উৎকৃষ্ট বরের অসম্প্রাপ্তি শঙ্কায় অপ্রাপ্ত বিবাহ কালেও কন্যার বিবাহ দিবার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহা যে কেবল বিশেষ নিমিত্ত নিবন্ধন সুতরাং অসাধারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেমন স্থল বিশেষে ঋতুমতী অবস্থাতেও কন্যা অবিবাহিতা থাকিবার বিধি আছে, তদ্রূপ অপ্রাপ্তকালেও, অর্থাৎ ৮ বৎসরের পূর্ব্বেও উহার বিবাহ হইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাহউক, ইহা অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে যে, উল্লিখিত বিশেষ কারণ ব্যতীত ৮ম বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া ধর্ম্মশাস্ত্র গর্হিত ব্যবহার।

উপরে নারীর যে বৈবাহিক বয়ঃক্রম দেখান হইল, তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অভিপ্রায় মাত্র। বস্তুতঃ প্রাচীন সমাজে কন্যা বয়ঃস্থা না হইলে যে তাহার পরিণয় সম্পাদিত হইত না, এ-বিষয়ে ইতিহাস ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দিতেছে। দময়ন্তী, ইন্দুমতী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, গান্ধারী, দেবযানী, প্রমদ্বরা, পৃথা, সাবিত্রী, জানকী প্রভৃতি উচ্চবংশ-সম্ভূতা আর্য্যকামিনীগণ যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগের বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন হইয়াছিল। ইহাঁরাই আবার পতিব্রতাগ্রণী হইয়া আর্য্যকুলের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। যখন প্রধান প্রধান বংশে নারীর বয়ঃস্থাবস্থায় পরিণয় হওয়ার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সমাজ সাধারণেও যে ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

অপর, পুরুষের যৌবন কালে এবং সাধারণতঃ ২৪ বৎসর বয়সের পর হইতেই দার গ্রহণ করা শাস্ত্রাভিপ্রেত বোধ হয়। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করণানন্তর গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন অর্থাৎ দার গ্রহণ করিবে। অতএব অগ্রে দেখা আবশ্যক যে, উল্লিখিত বেদাধ্যয়নাদি কার্য্য সমাধান করিতে কত সময়ের প্রয়োজন হয়; ইহা হইলে পুরুষের বিবাহ-কাল পশ্চাৎ অনায়াসেই স্থিরীকৃত হইবে।

প্রথমতঃ। উপনয়ন না হইলে দ্বিজের বেদাধ্যয়নে অধিকার জন্মে না। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বর্ণানুক্রমে গর্ভ হইতে ৮ম, ১১শ, ১২শ, বর্ষ মুখ্যকাল হইতে ষোড়শ,

দ্বাবিংশ এবং চতুর্ব্বিংশ বর্ষ গৌণকাল পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল স্থির হইয়াছে। [১৬]

দ্বিতীয়তঃ। বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত মনু কহিয়াছেন যে, [১৭] বেদত্রয় শিক্ষার জন্য ৩৬, ১৮, অথবা ৯ বৎসর কাল গুরুকুলে বাস করিবে ; ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে যদ্যপি তাহার শিক্ষা কার্য্য সমাধা হয়,তবে তাহাকে ঐ কাল পর্য্যন্ত বেদ গ্রহণ-রূপ ব্রতাচরণ করিতে হইবে, আর যদি নির্ণীত কালেও তাহার অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, তবে সে আর কিঞ্চিদধিক কাল গুরুগৃহে থাকিবে। তৎপরে মনু আরও কহিয়াছেন যে, উপরি উক্ত কালেও যদি কেহ সমস্ত বেদাধ্যয়নে সমর্থ না হয়, তবে সে স্বশাখা অধ্যয়ন পূর্ব্বক অন্য বেদশাখা সকল, শাখাদ্বয় অথবা এক মাত্রশাখা অধ্যয়নানন্তর এবং অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য হইয়া, গৃহস্থা-শ্রমে প্রবিষ্ট হইবেক [১৮]। ব্রহ্মচর্য্যের ভিন্ন কালনিয়ম নাই

---

[১৬] গর্ভাষ্টমেঽব্দে কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥
ষোড়শাব্দস্তু বিপ্রস্য দ্বাবিংশঃ ক্ষত্রিয়স্য তু।
বিংশতিঃ সচতুষ্কা চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা॥

শঙ্খ।

[১৭] ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥

সটীক মনু অ০ ৩। ১।

[১৮] বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদম্বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥

সটীক মনু ৩ অ০ ২।

বেদাধ্যয়ন নির্ণীত কালই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের কাল। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে স্পষ্ট প্রকাশ যে, দ্বাদশ বর্ষ বেদ (অর্থাৎ একবেদ) গ্রহণার্থ ব্রহ্মচর্য্যের কাল [১৯]। যাজ্ঞবল্ক্য বচনে জানা যায় যে, প্রতিবেদ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বাদশ, অভাবে পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত ধারণ করিবে [২০]। যাহা হউক, মনু বাক্যের প্রাধান্যানুসারে * অন্যূন ৯ বৎসর অধ্যয়ন এবং ব্রতাচরণ না করিলে দ্বিজ দার গ্রহণ করিতে অধিকারী হয় না। অনন্তর ব্যক্তি বিশেষের বর্ণ ও অবস্থানুসারে উপনয়নের কাল পৃথক্ হওয়ায়, এবং ব্যক্তি বিশেষের ধারণাশক্তির তারতম্য হেতু সকলে এক কালে অধ্যয়ন শেষ করিতে শক্ত হয় না; সুতরাং সাধারণের দারগ্রহণার্থ কোন এক নির্দ্দিষ্টকাল স্থির করা অসম্ভব বলিতে হইবে। ফলতঃ মনু এই প্রযুক্ত একটী স্থূল নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন। যথা—আয়ুর আদ্য চতুর্থাংশ কাল গুরুকুলে এবং দ্বিতীয় চতুর্থাংশ কাল দার গ্রহণ করিয়া, গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে [২১]। আয়ুর পরিমাণ সাধারণতঃ

---

[১৯] দ্বাদশবর্ষাণি বেদ ব্রহ্মচর্য্যম্।
আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র। সোমপ্রকাশ ২২ ফাল্গুন ১২৭৮।

[২০] প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা।
যাজ্ঞবল্ক্য।

[*] বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
বৃহস্পতি, ব্যবস্থাদর্পণধৃত।

[২১] চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥
মনু অ০ ৪। ১।

১০০ বৎসর গণ্য করা যায়[২২]। অতএব ইহার চতুর্থাংশ ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুকুলে থাকিবার নিয়ম হইতেছে। বর্ণ ও অবস্থাভেদে উপনয়নের কাল এবং মনুষ্যবিশেষের ধারণাশক্তির তারতম্য বশতঃ বেদাধ্যয়নের কাল পৃথক্ হওয়ায়, কথিত ২৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল ব্যক্তিই অন্ততঃ এক প্রকার বেদাধ্যয়ন এবং ব্রতাচরণ সমাপন করিতে সক্ষম হয়। অতএব এই সাধারণ কালনিয়ম নিতান্ত সঙ্গত বলিয়াও প্রতীয়মান হইতেছে। আর, মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার এবং ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে; সত্বরে বিবাহ করিলে ধর্ম্মহানি হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, উল্লিখিত ব্যবস্থায় যে দুই কালনিয়ম আছে, [৩০ ও ২৪ বর্ষ] তাহাই কেন পুরুষের বিবাহ পক্ষে গ্রাহ্য হউক না? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কথিত মনূক্ত ব্যবস্থা, বিবাহের কাল-নিয়ম-জ্ঞাপক নহে, উহা দম্পতির বয়োযোগ্যতা প্রদর্শক মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়; নতুবা পুরুষের ২৫।২৬ অথবা ৩১ আদিবৎসরে এবং নারীর ৯।১০ আদিবৎসরে বিবাহ হওয়া এককালে অশাস্ত্রীয় হইয়া উঠে। আর "ত্বত্বর" এই শব্দটী প্রয়োগ থাকায় অনেকে ২৪ বৎসরের পূর্ব্বকাল বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু উহাই যে নিশ্চয়ার্থ

---

[২২] সম্বৎসর শতং নৃণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্।
শ্রীমদ্ভাগবৎ। ৩য় স্কন্ধ।

শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ।
মনুসংহিতা ৪ অ০ ১ শ্লোকের টীকায়, কল্লূকভট্ট ধৃত।

এরূপ বোধ হয় না, যেহেতু ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে কৃতবিদ্য ও কৃতচর্য্য হইলে দারগ্রহণ করা মানবীয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না, পক্ষান্তরে ২৪ বৎসরে বেদাধ্যয়ন ও ব্রতাচরণ শেষ না করিতে পারিলে বিবাহোপযোগী হওয়াও তৎশাস্ত্রানুমোদিত নহে। অতএব এস্থলে সত্বর শব্দে অধীতবেদ ও কৃতচর্য্য হইবার পূর্ব্বকালই বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ২৩। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে, মনুর মতে বিবাহের সাধারণ কাল, তাহার সন্দেহ নাই। যেরূপ আট বৎসরের পূর্ব্বেও স্থল বিশেষে কন্যাদানের বিধি আছে, তদ্রূপ ২৪ বৎসরের পূর্ব্বেও পুরুষের পরিণয় হইতে পারে; ফলতঃ ইহা বিশেষ স্থল।

অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা পুরুষের বিবাহের কোন কাল নিয়ম ধার্য্য করেন নাই; কেহ বরের গৃহীত বেদ, কেহ বা গৃহীত বেদ ও যুবা হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পুরুষের বিবাহ বিষয়ক বয়স সম্বন্ধে মনুর সহিত তাঁহাদিগের মতের বৈষম্য ছিল না। কেননা মতবিরোধ থাকিলে তাঁহাদিগের গ্রন্থে স্বীয় স্বীয় অভিপ্রেত বয়সের কথা অবশ্যই উল্লেখ থাকিত। যখন দেখা যাইতেছে যে, মনূক্ত স্ত্রীর বিবাহ কাল—দ্বাদশবর্ষ, অঙ্গিরাদির মতের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ হওয়ায়, তাঁহারা আপন আপন সংহিতায় স্ব স্ব অভিমত বয়সের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তখন মনূক্ত পুরুষের বিবাহ-কাল অনুমোদনীয় না হইলে অবশ্যই কোন না কোন সংহিতাতে তাহার উল্লেখ থাকিত, সন্দেহ নাই। এদিকে সকল শাস্ত্রকারেরা মনুর সহিত এক বাক্য হইয়া বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপনানন্তর

বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদি ৮ম।১১শ।১২শ বৎসর উপনয়নের কাল এবং ১২ বা অন্যূন ৯. বৎসর বেদব্রহ্মচর্য্যের কাল ধরা যায়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ক্রমান্বয়ে ১৭।২০।২১ অথবা ২০।২৩।২৪ বৎসর বয়সে বিবাহের কাল হইতেছে। ফলতঃ মনূক্ত দম্পতির বয়োযোগ্যতানির্দ্দেশক নিয়ম দ্বারা জানা যায় যে, ন্যূনকল্পে ২৪ বৎসরের পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। অপর শাস্ত্রান্তরে * বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রিভাগবর্ষ পুরুষ একভাগ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। এদিকে ৮ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ শাস্ত্রগর্হিত হইতেছে। অতএব পুরুষ ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে কৃতবিদ্য হইলে এবং ব্রহ্মচর্য্য নিরাপদে সমাধা করিলেও স্বীয় বয়োযোগ্যা ভার্য্যা প্রাপ্তির জন্য ঐ কাল [২৪ বৎসর] পর্য্যন্ত অগত্যা অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু যদি এমত হয় যে, ঐ অপ্রাপ্ত কালেও কোন ব্যক্তি অভিরূপ ও উৎকৃষ্ট বর বিবেচনা করিয়া উহাকে স্বীয় অপ্রাপ্ত বয়স্কা (অর্থাৎ বরের বয়োযোগ্যা) কন্যা দান করে, তবে উক্ত কৃতবিদ্যের ২৪ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যেমন, স্থল বিশেষে ৮ম বর্ষের পূর্ব্বেও কন্যাদানের বিধি আছে, তদ্রূপ কোন কোন স্থলে ২৪ বৎসরের পূর্ব্বেও পুরুষ কথিত রূপে উদ্বাহ করিতে পারে; ফলতঃ ইহা অতি বিরল। সাধারণতঃ ২৪ বৎসর হইতেই বিবাহ বিষয়ে

---

* বর্ষৈরেকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্।

বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১০। শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত।

প্রশস্ত কাল, ইহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বলিলে দোষ হয় না।

অনন্তর ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কখন যাজ্ঞবল্ক্য-বিবাহ-বিধিতে বরের পুরুষত্ব-বিশিষ্ট ও যুবা হওয়ার আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যুবক বরে কন্যা দিবার উপদেশ রহিয়াছে, আর যখন যৌবনকাল ষোড়শবর্ষ হইতে গণ্য করা যায়, তখন ঐ কালের পরেই বিবাহ হওয়া কিরূপে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরুষ যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলেই সে বিবাহের উপযুক্ত হইল এমত নহে, কারণ, তজ্জন্য শাস্ত্রানুসারে, তাহার বেদাধ্যয়ন ও ব্রত সমাপন করা প্রয়োজন হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য-বিবাহ-বিধিতে ও উল্লিখিত পুরাণে যে যুবা শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা কেবল বরের বালকত্ব ও বৃদ্ধত্ব নিষেধকমাত্র ; নতুবা পুরুষ যৌবনারম্ভেই বিবাহ করিবে ইহা কোনমতেই বোধ হয় না।

যাহা হউক, উপরে প্রদর্শিত হইল যৌবন কাল এবং সাধারণতঃ ২৪ বৎসর বয়সের পর পুরুষের বিবাহপক্ষে প্রশস্ত কাল। আর বাল্যকাল যে পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত কাল নহে, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে ; অপিচ প্রার্থনাকারী পাত্রকে কন্যা দিবে এবং "পণ্ডিত" ও "বুধ" ব্যক্তি, গুণ, যশঃ, শীল, প্রভৃতি দেখিয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্রে উক্ত হওয়ায় বরের বয়সের প্রমাণ দিতেছে, কারণ বালকের স্বয়ং ভার্য্যা প্রার্থনা অথবা সুলক্ষণাদি পরীক্ষা করত বিবাহার্থ নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত অসঙ্গত। অপরন্তু বালক, পণ্ডিত বা বুধ পদে কখনই বাচ্য নহে।

আরও দেখা যায় যে, কন্যাদান স্থলে কন্যার পক্ষে পিতা, ভ্রাতা অথবা অপর আত্মীয়ের একান্ত আবশ্যক হয়, কিন্তু কন্যা গ্রহণ স্থলে বর পক্ষের বর ভিন্ন অপর কাহারও তাদৃশ প্রয়োজন রাখে না। বিবাহ সংস্কারোচিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পিতা অথবা স্বয়ং করিলেও সিদ্ধ হয় [২২॥]। বিবাহ কালে বর, কন্যাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিলে, কন্যাকর্ত্তা তাহাকে কহেন যে, "তুমি ভার্য্যার সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে বর্ত্তিত হও" পরিণেতা "বাঢ়ং" অর্থাৎ স্বীকার বলিয়া স্বয়ং প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়া থাকেন [২৩]। এ স্থলে কন্যাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করা এবং কথিত গুরুতর প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হওয়া কখন বালকের কর্ম্ম নহে। যাহা হউক, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা জানা যায় যে, বিবাহার্থী ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত অথচ কৃতবিদ্য এবং দার পালনে ও সংরক্ষণে ক্ষমবান্ হইলে, গুরুর আজ্ঞা মাত্র লইয়া স্বাধীনতার সহিত স্বীয় সদৃশী ও মনোহারিণী ভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে, এইটীই শাস্ত্রাভিপ্রায়। আর ভার্য্যাত্ব-গ্রহণ-জ্ঞান-বিহীন-বালক পিতৃ ভ্রাতৃ আজ্ঞা বা ইচ্ছা পরতন্ত্র হইয়া

[২২॥] বীজসেকাদি সংস্কারা ব্রতান্তাঃ পিতৃতোনরঃ।
উদ্বাহঃ পিতৃতো বাপি স্বতোঽপি সিদ্ধ্যতি প্রিয়ে

[২৩] বরঃ স্বস্তীতি স্বীকুর্য্যাৎ সংপ্রদাতা বরং বদেৎ।
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যযা সহ।
বর্ত্তিতব্যং বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ॥
আগমোক্ত বিবাহানুষ্ঠান সূত্র
যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ধৃত ১২।১।৭৭।৮৪ খণ্ড

বিবাহ করিলে তাহা কখন শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না। আরও দেখা যায় যে, পুরাতন সামাজিক আচার রমণীর ন্যায় পুরুষেরও বাল্যপরিণয়ের নেতা নহে। যেহেতু মহাভারত ও রামায়ণাদিতে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদৃশ সুবিস্তীর্ণ ও বহু-কালব্যাপী ইতিহাস সকলে একটী বাল্যপরিণয়ও উদাহৃত হয় নাই। প্রত্যুত পুরুষমাত্রেই কৃতবিদ্য ও ক্ষমবান্ হইলে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দার গ্রহণ করিত, ইহারই প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে ইহা স্থির হইতেছে যে, বিশেষ কারণ ব্যতীত ৮ বৎসরের পূর্ব্বে রমণীর এবং ২৪ বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা বাল্যাবস্থায় পুরুষের বিবাহ হওয়া হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে। আর বিশিষ্ট কারণ সত্ত্বে প্রাপ্তবয়স্কা হইবার পরেও কন্যার বিবাহ অশাস্ত্রীয় বা সদাচার বিরুদ্ধ নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বিবাহবিষয়িণী যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বিজের জন্য, শূদ্রের জন্য নহে; যে হেতু শূদ্র বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে অধিকারী নহে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রকারেরা নিকৃষ্ট বর্ণ বিবেচনা করিয়া অথবা কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, যদিচ শূদ্র জাতিকে বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার দেন নাই, কিন্তু ইহা বলিয়া তাঁহারা শূদ্রদিগকে বাল্যকালেই দার গ্রহণ করিতে বিধি দিয়াছেন, এমত কদাচ নহে। অপিচ শূদ্রেরা বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে অনধিকারী বলিয়া বিদ্যাভ্যাস ও সদাচারও শিক্ষা করিবে না, ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন [২৪]

[২৪] বিদ্যা-কর্ম্ম-বয়ো-বন্ধু-বিত্তৈর্মান্যা যথাক্রমম্।
এতৈঃ প্রভূতৈঃ শূদ্রোঽপি বার্দ্ধকে মানমর্হতি॥

যে, বিদ্যা, কর্ম্ম, আয়ুঃ, বন্ধু এবং বিত্ত লাভ করিয়া শূদ্রও মাননীয় হয়। অতএব ইহা বুঝা যাইতেছে যে, শূদ্র বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন না করিলেও যে, সে বিদ্যাভ্যাস, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পবিদ্যাও শিক্ষা করিবে না, ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। যখন গৃহস্থাশ্রম প্রবিষ্ট হইবার অর্থাৎ দার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ের বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সদাচারাদি শিক্ষা করত, আপন আপন অবস্থোচিত উপযুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা হইতেছে, তখন শূদ্র বিদ্যা ও ধর্ম্ম নীতি অথবা স্বকীয় জাতি-নির্দ্দিষ্ট-শিল্প ও বাণিজ্যাদি কার্য্যও শিক্ষা না করিয়া দার গ্রহণে যোগ্য হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, গৃহস্থাশ্রমে বাস এবং দার পুত্রাদি পালন করিবার জন্য, সকল বর্ণের স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির উপযোগী যোগ্যতা লাভ করা উচিত। অধিকন্তু, যদি শূদ্রের জন্য পৃথক্ বিবাহ বিধি সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে দ্বিজের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা শূদ্রের জন্য খাটিত না। অতএব ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দ্বিজ শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; বিবাহ বিষয়িণী বয়োব্যবস্থা, সকল বর্ণের সম্বন্ধে তুল্য।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, শাস্ত্রকারদিগের কথিত বিবাহ বিষয়িণী ব্যবস্থা সকলে কি কি উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে এবং সেই সমুদয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে মনুষ্যগণের কি উপকার উপলব্ধি হয়; আর বর্ত্তমান সমাজ কি কি উদ্দেশেই বা ঐ ব্যবস্থা অবমাননা করিয়া বাল্যকালে স্ত্রী পুরুষের পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন,

এবং তাহাতেই বা কতদূর উপকার লাভ বা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে।

শাস্ত্রোক্ত বিবাহ বিধি সমস্ত সমালোচনা করিলে শাস্ত্রকারদিগের নিম্ন লিখিত কয়েকটী মহান্ উদ্দেশ্য লক্ষিত হইতে থাকে। যথা—

১। রমণী মাত্রেই পতিব্রতা ও সাধ্বী হইবে।

২। গর্ভ ধারণের কাল উপস্থিত হইলে পুরুষ [স্বামী] সহবাস বিরহে ঈশ্বরাভিপ্রেত জাতিবিবর্দ্ধন কার্য্যের বিঘ্ন না হয়।

৩। পুরুষ মাত্রেই পত্নীব্রত হইবেক।

৪। পুরুষের অসময় শুক্রক্ষয় অথবা অপক্ক শুক্র সংযোগে গর্ভোৎপত্তি হইবে না।

৫। দারগ্রাহী পুরুষের দ্বারা পত্নী ও সন্তানের ভরণ পোষণ ও রক্ষণাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

৬। স্ত্রী, স্বামীসহযোগে এবং স্বামী, স্ত্রী-সহায়তায় ধর্ম্ম লাভ ও ধর্ম্মভাবের উন্নতি সাধন করিবে।

১। রমণী মাত্রেই পতিব্রতা ও সাধ্বী হইবে।

শাস্ত্রকারেরা এই উদ্দেশ্যটী সাধন জন্য নিম্নলিখিত যে ৩টী উপায় অবধারণ করিয়াছেন তাহা বিবাহবিধির অন্তর্নিবিষ্ট আছে, সুবিধার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শিত হইতেছে যথা,—

[ক] রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে অথবা যৌবনের অব্যবহিত প্রাক্কালে রমণীর বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন।

[খ] উৎকৃষ্টপাত্রে কন্যা সমর্পণ এবং বরের স্বকীয় মনোহারিণী ও যোগ্যা ভার্য্যা গ্রহণ।

[গ] বর অপেক্ষা কন্যার বয়ঃকনিষ্ঠতা।

[ক] স্ত্রীজাতির যৌবনোদয় হইলে তাহাদিগের জননেন্দ্রিয় হইতে রজঃস্রাব হয়*। রমণী প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঋতুমতী হইলে তাহার জননেন্দ্রিয়ের প্রবৃদ্ধতা প্রাপ্তি হইয়াছে এবং তদবধি সে পুংসংসর্গের উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে, ইহা বুঝা যায়; এই অবস্থাকেই প্রকৃত রজস্বলাবস্থা কহে†। স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে সন্তানোৎপাদন হইয়া থাকে, অতএব রমণী ঋতুমতী হইলে গর্ভধারণেরও সম্ভাব্যতা লাভ করে। অপর, রজঃস্রাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর অন্তঃকরণে নৈসর্গিক কারণ বশতঃ অভূতপূর্ব্ব রমণেচ্ছার উদ্ভব হইয়া থাকে, ঐ ইচ্ছা তৃপ্তি করিতে হইলে, একমাত্র পুংসংসর্গেরই আবশ্যকতা হয়। যেরূপ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, অন্ন পান দ্বারা তৃপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ রমণেচ্ছা হইলে স্ত্রীর পুংসংসর্গ দ্বারা (এবং পুরুষের স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা) উহা চরিতার্থতা লাভ করে। যদিও পৃথিবীতে পুরুষের অভাব নাই, স্ত্রীর ঈদৃশী ইচ্ছা উপস্থিত হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু এরূপ যদৃচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিলে মনুষ্যব্যবহার পশুব্যবহারের ন্যায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সামাজিক সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য কোন বিশেষ স্ত্রীর সহিত কোন বিশেষ পুরুষের সম্মিলন ও সংসর্গ নিতান্ত আবশ্যক হয়। বোধ হয়, এই কারণে মনুষ্যসমাজে

* Kirkes' Physiology. 7th Ed. Page ...727.

† Chivers' medl. Jurisprudence Page....671.
Churchills' Midwifery (menstruation.) Page....47.

পবিত্র বিবাহরূপ উৎকৃষ্ট নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। অপিতু, রমণীর ঋতু প্রবর্ত্তিত হইলে যৌবনসুলভ অবশ্যম্ভাবিনী পুরুষ গমনেচ্ছা তৃপ্তি করিবার জন্য উপায় নিরূপণ করা ধর্ম্ম প্রযোজকদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। যেরূপ ক্ষুধা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আহারের অন্বেষণ ও আয়োজন করা কর্ত্তব্য, তেমনি বোধ হয়, তাঁহারা রমণেচ্ছা জন্মিবার পূর্ব্বে উহার তৃপ্তিকর পদার্থ নির্দ্দিষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত স্থির করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীর রজঃ আরম্ভ হইলে অর্থাৎ যৌবনোদয় হইলে তদানুষঙ্গিক রমণেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য রমণীর কোন না কোন পুরুষকে গ্রহণ বা মনোনীত করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সেই পুরুষই যে বিবাহকালে পতি বলিয়া নির্ণীত হইবে, এমন কোনও স্থিরতা নাই। হিন্দুকন্যার পুরুষ অর্থাৎ পতি নির্দ্দেশ করা পিতা, মাতা ও আত্মীয়জনের কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ পুরুষের বর্ণ গোত্রাদি অন্যান্যবিষয় বিবাহানুকুল না হইলে কন্যা কাহাকে সম্পূর্ণ মনোনীত করিলেও তাহার সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। এমত স্থলে পূর্ব্ব মনোনীত পুরুষকে ত্যাগ করিয়া কোন অপরিচিত পুরুষে বিবাহিতা হইলে শাস্ত্রমর্ম্মানুসারে কন্যার সাধ্বী হইবার পক্ষে নিতান্ত ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যেহেতু রজস্বলা অবলা-স্বভাব-সম্ভূত রমণেচ্ছা তৃপ্তি হেতু কোন পুরুষে সঙ্গতা না হউক, মনে মনেও যে কাহাকে চিন্তা করিবে না, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে; ইহা হইলেই রমণী প্রকৃত সাধ্বী হইতে পারিল না, অর্থাৎ, সে মানস-ব্যভিচারিণী হইল। অতএব রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন পুরুষ-সমাগমনেচ্ছা

জন্মে নাই, রমণী সুপাত্রে পরিণীতা হইলে উত্তরকালে তাহার পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সংসর্গ করা অথবা তজ্জন্য মনে মনেও অন্য কাহাকে কল্পনা করার কোন কারণ হয় না। অপিচ, এমন স্ত্রীর মন ঐ নির্দ্দিষ্ট পতির প্রতি অনুরক্ত হইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, সুতরাং তাহার পতিপ্রাণা ও সাধ্বী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইতেছে। এই উদ্দেশে সকল শাস্ত্রকারেরা রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে রমণীর সুপাত্রে বিবাহ হওয়ার বিধি এত দৃঢ়রূপে অবধারণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ঋতুমতী স্ত্রীকে অন্য পুংরতা রমণীর ন্যায় বৃষলী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন। অতঃপর দেখা আবশ্যক, রমণীর যে বয়সে 'বিবাহ দিবার নিয়ম আছে, সে বয়সে প্রত্যেক রমণী প্রকৃত রজস্বলাবস্থার পূর্ব্বে পতিগতা হইতে পারে কি না।

শাস্ত্রানুসারে ১১শ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ দিলে কন্যার রজস্বলা কালের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে সকলই যে প্রকৃত ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে নিশ্চয় বিবাহিতা হইতে পারে, এমত নহে। যদি তাহাই হইবে, তবে একমাত্র ১০ম বর্ষেই কন্যার বিবাহ দিবার নিয়ম করিলেই যথেষ্ট হইত; এবং ৮ম ৯ম ও ১০ম বর্ষ বিবাহার্থ প্রশস্ত কাল বলার কোন কারণ ছিল না। ইহা অনেকেই অবগত থাকিতে পারেন যে, সকল রমণীর আছ্য ঋতুস্রাব এককালেই হয়, এমত নহে। একের যে বয়সে রজোদর্শন হয়, অন্যের তদপেক্ষা অধিক বা অল্প বয়সে হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক রমণীর ঋতুস্রাবের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স্ বা কাল স্থির করা সম্ভব হইতে পারে না। ভগবান্ মনু ১২শ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহের প্রশস্ত কাল

বলিয়াছেন, কিন্তু অপরাপর ব্যবস্থাপকেরা উহাকে রজস্বলার কাল নির্দ্দেশ করত • বিবাহার্থে অনুপযুক্ত সুতরাং নিন্দনীয় স্থির করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, মনুর কালে অনেক রমণীর ১২শ বৎসরেও রজঃস্রাব হইত না। ইহার এক বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, ধন্বন্তরি দ্বাদশ বর্ষের ঊর্দ্ধেই (সাধারণতঃ) স্ত্রীর ঋতু ক্ষরণের কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন [২৫]। আর অপরাপর শাস্ত্রকারেরা সাধারণ্যে না হউক, স্থলবিশেষে ১১শ ও ১২শ বর্ষে রমণীর ঋতুস্রাব হইতে দেখিয়া ১১শাদি হইতেই সাধারণতঃ বিবাহার্থ অপ্রশস্তকাল গণ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা সর্ব্বকালে সম্ভব হইতে পারে যে, জাতি, ধাতু এবং থাকিবার স্থান ও নিয়ম বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রমণীর ভিন্ন ভিন্ন কালে আদ্যঋতু দর্শন হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশে ত্রয়োদশ বর্ষে স্ত্রীসাধারণের ঋতুকাল হইলেও * উল্লিখিত কারণানুসারে ৯ম, ১০ম অথবা ১১শ বর্ষেও কাহার কাহার রজঃস্রাব উপস্থিত হয়। ফলতঃ ৯ম বৎসরের পূর্ব্বে কোন রমণীকেই (ক)

---

[২৫] রসাদেব স্ত্রিয়ারক্তং রজঃসজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥

শুশ্রুতোক্ত ধন্বন্তরিবচনং।

* Dr. Tyler Smith s' Manual of Obstetrics p. 53.

Dr. Chivers' Med. Jur. p. 371.

(ক) ৪। ৫ বৎসর বয়সে এমত কি উহার ন্যূনেও কোন কোন বালিকার রজস্রাব হইয়াছে, পরন্তু ঈদৃশ ঘটনা অস্বাভাবিক।

Dr. Tanners' Signs & Diseases of Pregnancy p. 8.

ঋতুমতী হইতে দেখা যায় না; * ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই কারণেই ৮ম বর্ষ কন্যা বিবাহের উৎকৃষ্ট কাল বর্ণিত হইয়াছে [২৬]। পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, রজঃ-স্রাবই স্ত্রীর যৌবনোদয় সূচনা করে, অতএব স্ত্রীবিশেষে ৯ম, ১০ম বা ১১শ বর্ষেও যৌবনোদয় হইয়া থাকে। অতএব ইহা বলা বাহুল্য হইতেছে যে, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে অথবা যৌবনারম্ভের অব্যবহিত প্রাক্কালে বিবাহ দিতে হইলে কন্যা বিশেষে ৮ম, ৯ম ও ১০ম এই তিন বর্ষই প্রযোজন হইয়া উঠে। মনে কর, ৯ম ও ১০ম বর্ষে কন্যার যৌবনারম্ভ পরিচায়ক স্তনোদ্ভেদাদি বাহ্যাবয়ব উপস্থিত হইলে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তৎতৎকালেই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। আর ৯ম ও ১০ম বর্ষে তাদৃশ কোন চিহ্ন লক্ষিত না হইলে ১১শ ও ১২শ বর্ষ পর্য্যন্তও, কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে হানি নাই। যদিচ মহাভারতে নগ্নিকা ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার বিধি আছে, কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের মতে প্রাপ্তরজস্কা না হইলেও কন্যার ১২শ বৎসর বয়স্ হইতেই, বিবাহ পক্ষে নিষিদ্ধকাল গণ্য হইয়াছে। এই শেষোক্ত নিয়ম ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কেননা, যেখানে অতি বিলম্বে রজো দর্শন হয়, অথবা যে স্থলে উহা আদৌ উপস্থিত হয় না,

* Chivers' Med. Juris. p. 672.

[২৬] তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে॥

সম্বর্ত্ত।

(যাহাকে অদৃষ্টার্ত্তব কহে) তথায়ও স্ত্রীর অন্যান্য সমুদয় যৌবন লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখা যায়, এমত কি পুরুষের সংসর্গ হইলে স্বাভাবিক গর্ভোৎপত্তিও হইতে পারে *। অতএব দ্বাদশ বর্ষ সম্প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিলে সকলেরই যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া হয়, আর ৮ম হইতে ১১শ বা ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া বিবাহ দিলে রমণী মাত্রেই ঋতুস্রাবের অনতি পূর্ব্বে পতিগতা হইতে পারে। এক্ষণে যখন প্রতিপন্ন হইল, যে রমণীর পতিব্রতা ও সাধ্বী হইতে হইলে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে অথবা যৌবনারম্ভ হইবার অব্যবহিত প্রাক্কালে পরিণীতা হওয়া অন্যতম প্রধান প্রয়োজন, তখন উল্লিখিত বিবাহ সংশ্লিষ্ট উপায় অবলম্বন দ্বারা তাহা সম্যক্‌রূপে সাধিত হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই।

খ। উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যা সমর্পণ এবং বরের মনোহারিণী এবং যোগ্যা ভার্য্যা গ্রহণ।

উৎকৃষ্ট পাত্রের সহিত পরিণয় সংঘটন রমণীর পতিব্রতা হওয়ার আর একটী প্রধান কারণ। কন্যা সদ্বংশসম্ভূতা ও যতই সুশীলা হউক না কেন, গুণ, বিদ্যা ও বংশগৌরববিহীন পাত্রগতা হইলে তাহার পাতিব্রত্যের আশা অল্প করা যায়। মনু কহিয়াছেন যে, স্ত্রী যেরূপ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত সংযোজিত হয়, সে তাদৃক্ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে [২৭]। অত-

* Kirkes's Phy. p. 727

[২৭] যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥

মনু ৯।২২

এব উৎকৃষ্ট পাত্র নির্দ্ধারণ না করিয়া এক মাত্র অনাগতার্ত্তবে কন্যা বিবাহ দিলে তাহার পতিব্রতা হওয়ার সম্ভাবনা অল্প হইয়া যায়। বিবাহ বিধি দ্বারা শাস্ত্রকারেরা অভিরূপ বরে কন্যা দিবার জন্য যথোচিত আয়াস পাইয়াছেন, এমন কি তদুদ্দেশে মনু স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যে, নির্গুণ বরে কন্যা না দিয়া বরং চিরকাল কন্যাকে ঋতুমতি অবস্থায়ও গৃহে রাখিবে [২৮] অতএব ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরাকালে রজস্বলাবস্থার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া যতদূর উচিত, সৎপাত্রে সম্প্রদান করা তদপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক জ্ঞান ছিল।

পূর্ব্বকালে কন্যার বিবাহার্থ পিতা যেরূপ উৎকৃষ্ট ও কন্যার উপযুক্ত বর অন্বেষণ ও অবধারণ করিতেন, বরও সেইরূপ স্বকীয় উপযুক্ত ও মনোহারিণী ভার্য্যাকে মনোনীত করিত; এই উভয় কার্য-সৌকর্য্যার্থ রমণীর বৈবাহিক কাল-নিয়ম বিশেষ উপযোগী বলিয়া অনুমান হয়; এই একমাত্র কাল নিয়ম—৮ম হইতে ১২শ বর্ষ—সংস্থাপন দ্বারা শাস্ত্রকারেরা নারীর যথোপযুক্ত বর সম্মিলনের এবং পুরুষের মনোহারিণী ভার্য্যা প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন বলিতে হইবে।

যদি রজঃস্রাবের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আট বৎসর অথবা, তাহার পূর্ব্বে কোন এক সময়ে তাহা নির্দ্ধারণ করিলে তাঁহাদিগের

---

[২৮] কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনু ৯।৮৯

সে উদ্দেশ্য অনায়াসে সফল হইতে পারিত সন্দেহ নাই। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কথিত বৈবাহিক কাল-নিয়ম দ্বারা যে কেবল কন্যার রজঃপ্রবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন হইয়া থাকে এরূপ নহে, উৎকৃষ্ট বরের সহিত মনোরমা ভার্য্যার পরস্পর সম্মিলন বিষয়েও বিশেষ আনুকূল্য হয়।

শাস্ত্রানুসারে রমণীদিগের যে বয়সে পরিণয় হইবার ব্যবস্থা আছে, সে অবস্থায় তাহারা প্রত্যেকে অভিরূপ বরকর্ত্তৃক নিরপেক্ষ রূপে মনোনীতা হইতে পারে। ইহার অনুমিতিবাদ এই যে, তৎকালে তাহারা যৌবন কালীন আপাতরমণীয় লাবণ্য দ্বারা প্রকৃত সৌন্দর্য্যকে প্রচ্ছন্নীভূত করিতে পারে না এবং তন্নিবন্ধন বিবাহার্থী যুবাকে বিমুগ্ধ, বঞ্চিত অথবা পক্ষপাতিত করিতে সক্ষম হয় না। যৌবনের অনতিপূর্ব্ব অবস্থায় স্ত্রী-অঙ্গযষ্টি যেরূপ কমনীয় ভাব ধারণ করে, তাহা তাহার প্রকৃত ভাবী সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জক হয় মাত্র, ইহার মোহিনী শক্তি নাই; এই হেতু ইহা কেবল বিবাহার্থীর মনকে আকর্ষণ ও অনুরাগতৎপর করে। ঈদৃশী নারীকে বিবাহার্থ নির্ণয় করিতে গেলে, যুবকের চিত্ত চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই, সুতরাং সুরূপা কি বিরূপা, সুলক্ষণা কি কুলক্ষণা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব বিবাহার্থী যুবা স্বীয় বয়োযোগ্যা অথচ প্রকৃত মনোরমা ভার্য্যা পরিগ্রহেচ্ছু হইলে, ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স্কা কোন রমণীর পাণি গ্রহণ দ্বারা তাহার সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।

অপর উল্লিখিত রমণীর বৈবাহিক কাল-নিয়ম উপযুক্ত বর-

লাভেরও সহায়তা করে, ইহা দ্বারা কন্যাকর্ত্তারা সৎকুলোদ্ভব কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক ইত্যাদি গুণশালী বর নির্দ্ধারণার্থ অনেক সময় পাইয়া থাকেন। কন্যার ৮ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পাত্র অন্বেষণ করিলে অবশ্যই কন্যার অনুরূপ পাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ সাংসারিক ব্যক্তির পদে পদে যেরূপ বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিয়া থাকে এবং কন্যার অনুরূপ বর প্রাপ্ত হওয়া সাধারণতঃ যেরূপ দুর্লভ, তাহাতে ইচ্ছানুরূপ অর্থাৎ যথোপযুক্ত বর পাত্রীর সম্মিলন করিতে হইলে যে সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা বৈবাহিক কালনিয়ম বিধান দ্বারা প্রচুর সময় দিয়া উৎকৃষ্ট ও কন্যার অনুরূপ বর প্রাপ্তির বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছেন বলিতে হইবেক।

গ। বর অপেক্ষা কন্যার বয়ঃ-কনিষ্ঠতা।

এটিও রমণীর পতিব্রতা সাধক। মনু কহিয়াছেন, যেরূপ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত স্ত্রীর বিবাহ হয়, স্ত্রী তাদৃশ গুণ-সম্পন্না হইয়া থাকে, যেমন স্বাদূদকা নদী সমুদ্র সংযোগে ক্ষারোদকা হইয়া যায়। এই মহাজন বাক্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স অল্প না হইলে কখন অর্থযুক্ত হইতে পারে না। যেহেতু মনুষ্যের স্বভাব বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে এক প্রকার দাঁড়াইয়া যায়, তাহা আর শিক্ষা ও যত্ন দ্বারা প্রায় পরিবর্ত্তিত হয় না। অতএব, পুরুষের যে বয়সে বিবাহ হয়, সে বয়সে তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া যায়। কিন্তু স্ত্রীর যে বয়সে পরিণয় হয়, সে বয়সে তাহার স্বভাব আদৌ নির্ম্মিতই হয় না; এই কালে তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনীয় এবং অনুকরণপ্রিয় থাকে।

এই হেতু স্বামীর যেরূপ স্বভাব স্ত্রীরও তাদৃশ স্বভাব ছা হইবার বিশেষ ,সম্ভাবনা। বোধ হয়, শাস্ত্রকারেরা এং উদ্দেশে সুশীল ও গুণবান যুবার সহিত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কা রমণীর পরিণয় সংঘটন অনুমোদন করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ পরিণয়ে পরিণামে স্বামীর যাবতীয় গুণ স্ত্রীতে বর্ত্তিয়া থাকে এবং উভয়ের চরিত্র ও মনোবৃত্তি এক প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। নারী পতি-পরায়ণা হইতে হইলে অন্যান্য প্রয়োজনের সহিত স্বামী অপেক্ষা তাহার বয়ঃ-কনিষ্ঠতা নিতান্ত আবশ্যক।

২। গর্ভ ধারণের কাল উপস্থিত হইলে, পুরুষ সহবাস বিরহে ঈশ্বরাভিপ্রেত জাতি বিবর্দ্ধন কার্য্য বিঘ্নিত না হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্ত্রীদিগের রজঃস্রাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রূণোৎপাদনের ক্ষমতা জন্মে, আর স্ত্রী ঋতুমতী হইলে সে তদবধি গর্ভধারণের যোগ্য হইল, ইহা অনুভব করিতে হইবে।* অপর, পুংসংসর্গ দ্বারা স্ত্রীর শোণিত পুরুষের শুক্রের,† সহিত সম্মিলিত হইয়া নৈসর্গিক নিয়মানুসারে ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। শাস্ত্র প্রয়োজক মুনিদিগেরমতে [২৯]

* Churchill's midwifery (Vide menstruation.)

† প্রচীন সাহিত্যে স্ত্রী ও পুরুষের ভ্রূণোৎপাদক উপাদান পর্য্যায় ক্রমে শোণিত ও শুক্র শব্দে ব্যবহৃত হইত।

[২৯] ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥
তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ॥

মনু অ ৩।৪৬।৪৭

ঋতু কাল ১৬ দিবস; ইহার মধ্যে ১০ রাত্রি ভ্রূণোৎপাদন অনুকূল বলিয়া স্থির আছে, আর আর্ত্তবকালের প্রথম চারি ও একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রি গর্ভানুকূল নহে বলিয়া স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, সন্তানোৎপাদন করিতে হইলে স্ত্রীর সহিত ঋতুকালে পুরুষের সঙ্গম প্রয়োজনীয়। গৃহী এই নিয়ম অবমাননা করিলে তাহার প্রত্যবায় ঘটে। ঋতুকালে স্ত্রী গমন না করিলে ভ্রূণোৎপাদক আয়োজন নষ্ট করা হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক।* কথিত যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রকারেরা কত নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। মনু কহিয়াছেন, পুরুষ স্ত্রীর ঋতুকাল গামী হইবে [৩০]। পরাশর ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ মনুর এই নিয়ম বিধি এবং মূল ভেদ বাক্য—"ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ"—কেহ উল্লঙ্ঘন না করে, এই জন্য শাসন বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—ঋতুকালে স্বামী স্ত্রীবর্জন করিলে তাহার ভ্রূণহত্যার পাতক হয় [৩১]।

যাহা হউক, ভ্রূণোৎপাদন ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে

---

* Kirkes's Phy. p. 725

[৩০] ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা। অ ৩। ৪৫।

[৩১] ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি ঋতৌ ভার্য্যাপরাঙ্মুখঃ। ব্যাস।
ঋতৌ স্নাতান্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
পরাশর।

জানা যায় যে, রমণীর রজঃস্রাবের পর অর্থাৎ স্বভাবতঃ রমণেচ্ছা উদ্দীপ্ত হইলে গর্ভোৎপাদনের জন্য পুরুষের সহিত সঙ্গম আবশ্যক করে। পশু পক্ষীরা স্বীয় স্বীয় সংস্কারোৎপন্ন জ্ঞান দ্বারা উক্ত কার্য্য যথা সময়ে ও যদৃচ্ছাক্রমে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যজাতি নানা কারণে সমাজিক নিয়মের অধিক অধীন বলিয়া সংস্কারোৎপন্ন বুদ্ধি দ্বারা চালিত নহে। এইরূপে অন্যান্য কার্য্যের সহিত ভ্রূণোৎপাদন কার্য্যও সামাজিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। তদনুসারে আমাদিগের ব্যবস্থাপকেরা ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীর সহিত পুরুষের পরিণয়রূপ চির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আদি হইতেই স্ত্রীর ঋতুরক্ষা এবং তন্নিবন্ধন ভ্রূণোৎপাদন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহার সন্দেহ নাই *। যে যে সমাজে রমণীর রজঃস্রাবের পর অথবা পূর্ণ যৌবনে বিবাহ দিবার নিয়ম আছে, তথায় স্বামীসহবাস অভাবে অনেক স্থলে ঋতুরক্ষা হয় না, সুতরাং গর্ভোৎপত্তিও হইতে পারে না। সে যাহা হউক, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা রমণীর ঋতুপ্রবৃত্তি হইবার এবং দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করায় এবং তদানুষঙ্গিক অপরাপর দম্পতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করায় স্বামীসংসর্গ বিরহে কোন রমণীরই গর্ভধারণের কাল উপস্থিত হইয়া জাতি বিবর্দ্ধন কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিতে পায় না।

---

* এই ভ্রূণের মানসিক ও দৈহিক দোষ গুণের বিষয় স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। এস্থলে গর্ভোৎপাদনের বিঘ্ন না জন্মিবার কথাই প্রমাণ করা প্রয়োজন।

৩। পুরুষ মাত্রেই পত্নীব্রত হইবে।

শাস্ত্রে পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন জন্য বর‚ পাত্রী নির্দ্ধারণের যেরূপ বিধান দেখা যায়, তাহাতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় হইবার সম্ভাবনা, স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর তাদৃশ না হইবার কোন কারণ লক্ষিত হয় না। পুরুষ বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করণানন্তর সদ্বংশ সম্ভূতা, রোগহীনা, সুলক্ষণাও মনোহারিণী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিলে অন্য নারীতে তাহার অনুরাগ জন্মিবার কি কারণ থাকিতে পারে? অপিচ বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য পালন কালে স্ত্রীসহবাস বা কোন প্রকারে শুক্রক্ষয় করিবার নিষেধ আছে [৩২]। ইহাতে বিবাহার্থী ব্যক্তি সম্যকরূপে অকৃত-মৈথুন থাকে সন্দেহ নাই, সুতরাং তাহার মন পরিণয়ের পূর্ব্বে কোন রমণী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট না হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। এমন স্থলে দারগ্রাহীর চিত্ত বিবাহিতা ভার্য্যাতেই সম্যক অনুরক্ত হওয়া স্বাভাবিক বলিতে হইবে। এই হেতু শাস্ত্রকারেরা শীলসম্পন্ন অকৃতদার বরে কন্যা দিবার উৎকৃষ্ট স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কৃতবিদ্য ও ধার্ম্মিক যুবার সহিত সুশীলা ও অনুরূপা রমণীর পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে পুরুষের পত্নীব্রত হওয়াই যথেষ্ট সম্ভব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

---

[৩২] স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভম্।............।
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥
মনু অ ২।১৭৯।১৮০।

৪। পুরুষের অসময় শুক্রক্ষয় অথবা অপক্ব শুক্র সংযোগে গর্ভোৎপত্তি হইবে না।

প্রথমতঃ বেদানুবাদক মনুর মতানুসারে ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমে অষ্টম বর্ষীয়া ভার্য্যা বিবাহ করিলে অকাল-শুক্রক্ষয়ের আদৌ কোন সম্ভব থাকে না। যদি বলা যায় যে, অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের যৌবন কালে বিবাহ করিবার কথা উল্লেখ থাকায়, ১৬ বৎসর বয়স হইতে বিবাহকাল পরিগণিত হইলে অসময়ে শুক্রক্ষয় হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিই ১৬ বৎসরের পর হইতে বিবাহকাল স্বীকার করা যায় (কিন্তু যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্নই হয় নাই), তাহা হইলেও অকাল শুক্রক্ষয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না; *যে হেতু উক্ত বরের বয়োযোগ্যা ভার্য্যা পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষীয়া* হইতেছে। আর যদি সে প্রাপ্ত-বয়স্কাকে বিবাহ করে, তাহা হইলেও বিবাহের পর ৩, ৪ বা ৫ বৎসরের ন্যূনে শুক্রক্ষয়ের কোন কারণ উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অনুষ্ঠান কালে স্ত্রীসংসর্গ অথবা কোন প্রকারে শুক্র স্কন্দন, বীর্য্যবর্দ্ধক কোন প্রকার ভোজ্য এবং কামোদ্দীপক গন্ধ মাল্যাদির ব্যবহার, এমত কি, ক্রীড়া ও গীতবাদ্যাদিতে প্রশক্তি নিষিদ্ধ আছে [৩২]। ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্ম-

[৩২] বর্জ্জয়েন্ মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥

মনু ২। ১৭৭। ১৭৮

চর্য্য সাধন কালে পুরুষের শুক্র অবশ্যই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহা তৎকালে ক্ষয় করা অবৈধ। 'অস্মদ্দেশে পুরুষদিগের ১৪। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শুক্র জন্মিয়া থাকে। এই অভিনব শুক্র ভ্রূণোৎপাদনের উপযুক্ত নহে, সুতরাং যতদিন উহা পরিপক্ক না হয়, ততদিন তাহার ক্ষয় নিষ্প্রয়োজন। অন্যপক্ষে, এত অল্প বয়সে শুক্রক্ষয় হইলে মনুষ্যের দৈহিক ও মানসিক মহান্ অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর যদিও অৰ্দ্ধপক্ক শুক্র সংযোগে কোন কোন স্থলে সন্তান জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা পরিণত বীর্য্যোৎপন্ন ভ্রূণের ন্যায় কখন সুদৃঢ়, সমৃদ্ধ ও দীর্ঘজীবী হয় না। এই সমস্ত অনিষ্ট রাশি নিরাকরণ মানসে এবং শুক্রস্কন্দনের প্রকৃতকাল নির্ব্বাচনের নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা—কেহ ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে, কেহ বা বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, বিবাহ করিতে অনুমোদন করিয়াছেন। যাহা হউক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে দারগ্রহণ করিলে, উপরোক্ত রূপে অকাল-শুক্রক্ষয় অথবা অপক্কশুক্র সংযোগে গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে না।

৫। দারগ্রাহী পুরুষের দ্বারা পত্নী ও সন্তানের ভরণ পোষণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা স্বভাবতঃ শরীরিক ও মানসিক বলে বলিষ্ঠ হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রানুমোদিত কালে পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত, কৃতবিদ্য ও ব্যবহারজ্ঞ হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রজ্ঞতা, ব্যবহারজ্ঞতা এবং অপেক্ষাকৃত বয়ঃ ও বলাধিক্য বশতঃ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হইতেছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর বয়োন্যূনতা,

স্বভাবতঃ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা এবং বিদ্যা লাভ বিরহে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের খর্ব্বতা প্রযুক্ত, তাহার উপর স্বামীর অনায়াসে কর্ত্তৃত্ব ও আধিপত্য বর্ত্তায়। সুতরাং এরূপ স্বামী দ্বারা স্ত্রীর রক্ষাকার্য্য অনায়াসে এবং সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। পুরুষ কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাবান্ হইলে তৎকর্ত্তৃক পুত্রকলত্রাদির যে যথোচিত ভরণ পোষণ ও রক্ষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, তাহার বিলক্ষণ আশা করা যায়। পূর্ব্বকালে কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাবান্ হইয়া দারগ্রহণ করিবার পদ্ধতি থাকায় স্ত্রীপুত্র পরিবার কোনরূপে অরক্ষিত বা অপালিত থাকিত না।

৬। স্ত্রী, স্বামীসহযোগে এবং স্বামী, স্ত্রীসহায়তায় ধর্ম্মলাভ ও ধর্ম্মভাবের উন্নতি সাধন করিবে।

ধর্ম্মোন্নতি সাধন করা মনুষ্য জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য; যে হেতু ধর্ম্ম সহায় দ্বারা সাংসারিক যাবতীয় শোক তাপকে অনায়াসে বহন করা যায় এবং পাপজনক প্রলোভনীয় বিষয়ে মুহ্যমান হইতে হয়না। পুরুষ ভার্য্যা গ্রহণ করিলে তাহার সহিত একত্রে ধর্ম্মোপার্জন করিবেন স্বীকার করেন; তদনুসারে গৃহস্থাশ্রমে যে কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় সস্ত্রীক হইয়া করার রীতি আছে। বাস্তবিক কোন কার্য্য একা অপেক্ষা উভয়ে করিলে সহজ এবং সুখসাধ্য হয়, বিশেষতঃ যে কার্য্যের ফলভোগে উভয়েই প্রত্যাশান্বিত তাহা উভয়েই একত্রে করা প্রয়োজনীয়। যখন প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে কথিত বৈবাহিকনিয়মে স্ত্রী স্বামীতে এবং স্বামী স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া থাকে, তখন উহারা পরস্পরের সহযোগে পরস্পর ধর্ম্মলাভ এবং ধর্ম্মভাবের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহাতে বিবাহ বিধিস্থ শাস্ত্রকার-দিগের মহান্ উদ্দেশ্য সমূহ এবং তৎসাধন পক্ষে উপায় সকলও প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, কথিত সদুদ্দেশ্য সকল জনসমাজের উপকার প্রস্রবণ স্বরূপ; যে হেতু যদি সংসারাশ্রমে স্ত্রীপুরুষ অকৃত্রিম প্রণয় পাশে বদ্ধ থাকে, স্ত্রী-পুত্রাদি সুন্দররূপে সংরক্ষিত ও লালিত পালিত হয়, ভরণাচ্ছা-দনের নিমিত্ত গৃহস্থের লালায়িত হইতে না হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

পরন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অধুনা শারীর-তত্ত্ব-বিদ্যার বিশিষ্টরূপ আলোচনা হওয়ায়, শারীরিক ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান পুরাকাল অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। উল্লিখিত বিবাহ বিধি ও তদন্তর্গত উদ্দেশ্য সকল স্থলবিশেষে দোষশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ কালপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও মনুষ্যের ভাবও কতক পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বকালের সমাজোপযোগিনী বৈবাহিক ব্যবস্থা সকল বর্ত্তমান কালের ও সমাজের ঠিক উপযোগিনী হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। পুরাকালে যেরূপ সময়ে সময়ে এক এক মহানুভব ব্যক্তি জন্মিয়া তাৎকালিক সামাজিক আবশ্যক অনুসারে পুরাতন ব্যবহার সংশোধিত এবং নূতন ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতেন, অধুনা যদি তাদৃশ কোন মহান্ ব্যক্তি উল্লিখিত কার্য্যের ভার লন, তবে উক্ত দোষ অবশ্যই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইলে উল্লিখিত বিবাহ ব্যবস্থাও যে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই।* যাহা হউক

* বিবাহ ব্যবস্থা দর্পণ।

বহু পুরাতন শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাও যাহা কহিতেছে, যদি তদনুযায়ী কার্য্য করা হইত, তাহা হইলেও বর্ত্তমান অনিষ্ট-নিচয় সমাজকে আশ্রয় করিতে পারিত না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সম্প্রতি হিন্দুসমাজ বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় শাসনের অধীন নহে বলিলেও বলা যায়। সমাজস্থ ব্যক্তিগণ এক্ষণে যাহা মনে করেন, প্রায়ই তাহা করিতে পারেন। (অন্যান্য বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করিব) যে বাল্য বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহা এক্ষণে সাধারণ্যে আদরণীয় ব্যবহার হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর দেখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, মন্বাদি মহাজন বাক্য অবহেলন করত, বাল্যবিবাহ রীতি অনুমোদিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং উহা জনসমাজের কতদূর হিতকর কি অহিতকর ফলপ্রসূ হইতেছে।

বাল্যবিবাহ ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান সমাজে নিম্নলিখিত কয়েকটী উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, বোধ হয়, এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কথিত উদ্দেশ্য সকল সমাজের অভাবানুরূপ বা হিতজনক বলিয়া বোধ হয় না। তদ্‌যথা—

১। কুটুম্ব লাভ এবং কুটুম্বপ্রিয়তা ইচ্ছার আশু তৃপ্তি।

২। কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে শুল্ক লাভ।

৩। পুত্রকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্তিকরণ।

৪। আশু পরিবার বৃদ্ধি ও বংশবর্দ্ধন।

৫। চির ব্যবহার রক্ষা ও শাস্ত্রীয় আজ্ঞাপালন।

৬। বৃদ্ধ পিতার কন্যা পুত্রের অতি সত্বরে বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হওন।

৯। কুটুম্ব লাভ ও কুটুম্ব প্রিয়তা ইচ্ছার আশু তৃপ্তি।

অনেকে কন্যাপুত্রের বিবাহ দিবার জন্য উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করে না, হয়ত তাহারা অবগতই নয় যে, বিবাহ দিবার কোন বিশেষ কালের আবশ্যক করে। মনোমত বৈবাহিক সম্বন্ধ উপস্থিত হইলেই কালাকাল * বিচার না করিয়াও পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করা বর্ত্তমান সমাজের প্রচলিত বা অভ্যস্ত ব্যবহার। বিত্তশালীর কন্যাপুত্রের সহিত দুঃখীর কন্যাপুত্রের পরিণয় হইলে, বিত্তহীন আপনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করে, এবং কন্যাপুত্র সুখে থাকিবে ও উহাদিগের দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের উপকার অথবা কোন বিষয় বিত্ত প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইবে আশা করেন। তাহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ কুটুম্ব লাভের অবসর উপস্থিত হইলেই কন্যাপুত্রের বিবাহ দিবার কাল উপস্থিত হইল। কন্যা যতই বালিকা হউক না কেন, অথবা পুত্র যতই শিশু হউক না কেন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এইরূপ সম্বন্ধান্বেষী ব্যক্তিদিগের কন্যা-পুত্র সচরাচর শৈশবাবস্থাতেই পরিণীত হয়। কোন স্থলে বিত্তশালী আপন স্নেহময়া কন্যাকে চিরকাল গৃহে রাখিবার মানসে কোন দুঃখী বালককে জামাতা করিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কোথাও বা ধনশালী ব্যক্তি অর্থ ব্যয়ের দ্বারা গৌরব বৃদ্ধির আশয়ে স্বীয় তুল্য ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা

---

* এস্থলে অকাল অর্থে অপ্রাপ্ত-বিবাহ-কাল।

করিতে কৃতসঙ্কল্প হন ; এ সময়ে কন্যাপুত্র উপস্থিত থাকিলে (যতই শিশু হউক না কেন), তৎক্ষণাৎ, অথবা কন্যাপুত্র জন্মিলে অবিলম্বেই উহাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। অনেক স্থলে এমত দেখা যায় যে, কোন দুই ব্যক্তিতে বন্ধুতা আছে, কিন্তু তাহারা উহা অধিকতর দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য পরস্পরের দুগ্ধ পোষ্য সন্তান সন্ততির বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপনই একমাত্র সদুপায় বিবেচনা করেন। যাহা হউক, কুটুম্ব প্রিয়েরা স্বীয় স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কন্যাপুত্রের অতি শৈশবে বিবাহ দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকদিগের ঈদৃশী ঘৃণিত ইচ্ছা কন্যাপুত্রের জন্ম হইতে হইতেই অঙ্কুরিত হয়, এজন্য উহা চরিতার্থ করিতে অধিক কালব্যয় হয় না। *যথার্থ কহিতে কি, এ সকল স্থলে প্রায় কন্যা-*পুত্রের পিতাদিগেরই পরস্পর পরিণয় হইয়া থাকে,—কন্যাপুত্র তাহাদিগের আমোদের উপলক্ষ্য মাত্র। বর্ত্তমান সমাজের ধনশালী ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাহারা বিদ্যাহীন এবং স্ত্রৈণ তাহারা আপন আপন কন্যাপুত্র লইয়া পুত্তলিকার ন্যায় এক প্রকার ক্রীড়া করে ; কন্যা ও জামাতা অথবা পুত্র ও পুত্রবধূ পরস্পর তাহাদিগের সম্মুখে বাল [illegible] করিবে, ইহা তাহাদিগের সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জক ও সু[illegible] হউক, উল্লিখিত কারণ সমূহ হইতে দিন দিন কত শত মহানিষ্টকর বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

২। কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে শুল্ক লাভ।

হিন্দু জাতি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকায় তাহাদিগের মধ্যে বাল্য-

বিবাহের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কুলীনের নিকট শাস্ত্রীয় আজ্ঞা স্থান পায় না,—যাহা নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ঘৃণিত, এমত কি, পুরাকালে যে ব্যবহার করিলে অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে হইত, তাহা এক্ষণে কুলীনমণ্ডলীতে মহা আদরণীয় ও কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। ইহারা মন্বাদি বিজ্ঞতম ঋষিদিগের বিধি অবমাননা করিয়া সামান্য মানবরচিত ব্যবহারের দাস হইয়া পড়িয়াছে। মৌলিকেরাও কুলীনদিগের কুহকে পড়িয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছে। কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও বংশগৌরব বৃদ্ধি এবং অর্থলোভে কুলীনেরা নানা প্রকার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে বাল্যবিবাহ অন্যতম কার্য্য। পাছে উপযুক্ত ঘর পরিণামে না মিলে, এই ভয়ে কুলীন মহাত্মা দুই মাসের কন্যার সহিত যুবা, এমত কি কৃতদার (২।৪টী বিবাহ হইয়া থাকিবেক) প্রৌঢ় বরের পরিণয় দিয়া কুল রক্ষা করেন।* যাহা হউক, কুলীনের মুখোজ্জ্বল স্পৃহা কি বলবতী! এত অল্প বয়স্কা বালিকাকে তাদৃশ বয়োবৃদ্ধ বরে সম্প্রদান করিতে কুলীন পিতা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। এই অনুরোধে অনেক স্থলে সমবয়স্কা

---

* বৈ[illegible]ণদিগের, কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। অনেক স্থলে, কন্যার ১ মাস মাত্র বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের বাগ্‌দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বৈদিকেরা কহেন যে, "জাতমাত্রেণ কন্যায়া বাগ্‌দানং কুললক্ষণং।" এই বাগ্‌দানের পর প্রায় অবিলম্বেই পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকৃত বৈদিক কুলজী।

অথবা নিতান্ত অযোগ্যবয়স্কার সহিতও বালকের পরিণয় ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত ঘটনা ব্রাহ্মণ কুলীনের কুল রক্ষা এবং কায়স্থ কুলীনের কুল বৃদ্ধির স্থলে এবং মুখ্য কুলীনের কন্যা পুত্রের পরিণয় কালে অধিক সংঘটিত হয়। কুলীন স্বীয় বংশ যোগ্য, আর বংশজ ও মৌলিক কুলীন পাত্র প্রাপ্ত হইলে অব্যাজে কন্যার বা কন্যা সমূহের পরিণয় দিয়া ফেলেন। একাধিক কন্যা একপাত্রে এবং এক কালেই সম্প্রদান করা নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও [৩৩] কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাহা মানে না। কন্যার বয়স্ বরের বয়সের বিংশাংশ হইলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, যে হেতু ইহা দ্বারা কুল রক্ষা অথবা কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধি করা অনায়াসেই হইতে পারে। গোষ্ঠীপতি হইবার আশয়ে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ স্বীয় স্বীয় জাতির কুলীনদিগের সহিত সম্পর্ক করেন। সমাজের নিকট গোষ্ঠীপতি অত্যন্ত মাননীয়, এই মানলাভের নিমিত্ত তাহা-দিগকে নানাপ্রকার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তন্মধ্যে অত্যন্ত শিশু সন্তানদিগকে বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ করা অন্যতম। শুল্কগ্রাহী কুলীনেরা কন্যাপুত্র বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বিশেষতঃ কন্যার আদর প্রধান কুলীন কায়স্থের ঘরে যেরূপ, সেরূপ আর কুত্রাপি নাই। পাছে কন্যা পুত্রের বিনাশে অর্থাগমের ব্যাঘাৎ জন্মে, এজন্য যত শীঘ্র পারেন পিতা তাহাদিগের বিবাহ ক্রিয়া সমাধান করেন; অথবা জীবিকার

[৩৩] একস্মিন্ দিবসে চৈব সোদরাণাং তথৈব চ।
যুগ্মনোদ্বাহিকং বর্জ্জ্যং কন্যাদানদ্বয়ং তথা॥

উদ্বাহতত্ত্ব।

অনুরোধে যত সত্বরে পরিণয় সংঘটন করিতে পারেন ততই উপকার বোধ করেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, বালকের বিদ্যারম্ভ হয় নাই, কিন্তু তাহার বিবাহক্রিয়া সমাধা হইয়াছে; কোথায় বা বিবাহ অনুরোধেই ব্রাহ্মণ বালক অষ্টম বর্ষের পূর্ব্বেই উপনীত হইতেছে।

৩। পুত্রকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্তির করণ।

অনেকের এরূপ সংস্কার যে, অল্প বয়সে বিবাহ দিলে পুত্র ভবিষ্যতে কুমার্গগামী অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতে পারিবে না। এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিস্তর লোক অতি অল্পকাল মধ্যেই পুত্রের পরিণয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন। এমন কি, ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইলেই বিবাহ দিবার জন্য পিতা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। যদি কোন স্থলে পিতা বিবাহ-সম্বন্ধ অবধারণে শৈথিল্য করেন অথবা নিশ্চেষ্ট থাকেন, মাতা আর স্থির থাকিতে পারেন না; তিনি সর্ব্বদা ক্ষুণ্নমনা থাকিয়া পিতার সহিত তদর্থ বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। পুত্র কিঞ্চিৎ উপযুক্ত হইয়াছে এবং শীঘ্র উপার্জ্জন করিতে পারিবে, এরূপ জ্ঞান যদি মাতার হৃদয়ে একবার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কিছুতেই সে পুত্রকে আর অনূঢ় রাখা হয় না। মাতার বিশ্বাস এই যে, গৃহে যদি পুত্রবধূ না থাকে, তবে অর্থোপার্জ্জন করিলেই পুত্র পরদারাকাঙ্ক্ষী হইবে। হায়! এরূপ সংস্কার যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক, তাহা বলা যায় না। বাল্যকাল হইতে কামপ্রবৃত্তি-উত্তেজক বৈবাহিক ব্যাপারে লিপ্ত হইলে মনুষ্যের ব্যভিচারদোষ অপেক্ষাকৃত অধিক ঘটিবারই সম্ভাবনা হয়। যাহা হউক, উল্লিখিতরূপে অনেক বালক লেখা পড়া না

শিখিতে শিখিতে এবং যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বে পিতা মাতার ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়।

৪। আশু পরিবার বৃদ্ধি ও বংশবর্দ্ধন।

যে পরিবার ক্ষুদ্র ও যেখানে ২।১টী মাত্র কন্যা পুত্র তথায় পরিবারের সংখ্যা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য সচরাচর নিতান্ত অকালেই বিবাহানুষ্ঠান হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বিবাহের পর হইতে জামাতা ও পুত্রবধূকে ঘরে রাখিয়া থাকেন। বিবাহ হইলে সঙ্গে সঙ্গেই যে এক জন পরিবারের বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে সত্বরে বংশবর্দ্ধনকার্য্যও সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাহারা শীঘ্র শীঘ্র দৌহিত্র ও পৌত্র দর্শন করিবার জন্য কন্যা পুত্রের বাল্যকালে বিবাহ দেয়, তাহাদিগের সে আশা অনেক স্থলে চরিতার্থ হইয়া থাকে, স্বীকার করিতে হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সমাজে প্রচুর দেখা যাইতেছে; ফলতঃ কথিতরূপ পরিবারের সংখ্যা ও বংশ বৃদ্ধি সমাজের কতদূর অহিতকর তাহা স্থানান্তরে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে ইহা বলিলেই প্রচুর হইতেছে যে, ইদানীন্তন অনেক ব্যক্তি পরিবার বৃদ্ধি ও বংশবর্দ্ধন-মানসে বাল্যবিবাহের স্রোত হিন্দুসমাজে প্রবাহিত করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও উহার অকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

৫। চিরব্যবহার রক্ষা ও শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালন।

হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোক আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্র ও চির ব্যবহার অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। আচার

সমস্ত প্রায়ই শাস্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় কাহারও সংশয় নাই। এ জন্য প্রচলিত কোন ব্যবহারানুষ্ঠান করিতে গেলে শাস্ত্রানুসন্ধানের তত প্রয়োজন করে না। বাল্য-বিবাহ দেশাচার ও প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়া সাধারণে ইহা ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করে, আর এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই শৈশবকালে কন্যাপুত্রের বিবাহ দিয়া আসি-তেছেন। সমাজস্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তিদিগের সংস্কার এই যে তাহারা শাস্ত্রীয় নিয়ম যতই কঠিন রূপে পালন করিতে পারে, তাহাদিগের ততই মঙ্গল ও ততই পুণ্য। শাস্ত্রে গুরুসেবা মাত্র করিবার উপদেশ আছে, কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিরা গুরুর পদ-ধূলি ভক্ষণ করিয়া থাকে; গুরুজনের নাম ধরিতে নিষেধ আছে, এজন্য স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাধর নামোচ্চারণভয়ে জলকে "পাণী" বলিয়া থাকে। এইরূপ সামান্য লোকেরা মনে করে যে, শাস্ত্রানুসারে ৮ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিলে যখন গৌরী-দানের ফল লাভ হয়, তখন তাহার পূর্ব্বে বিবাহ দিতে পারিলে অবশ্যই তাহা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে। ঐরূপে, পুত্র দ্বারা সকল লোক জয় করা যায়, পৌত্র দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ এবং প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি শাস্ত্রীয় [৩৪] ফলশ্রুতিতে বদ্ধসংস্কার হইয়াও অনেকে উল্লিখিত ফললাভে অত্যন্ত ব্যগ্রতা ও সত্বরতা প্রকাশ করে। পুত্র ও

---

(৩৪) পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ বধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপম্॥
মনু ৯অ ১৩৭।

পৌত্রের বিবাহ ক্রিয়া শীঘ্র নিষ্পন্ন না হইলে কথিত স্বর্গাদি লাভের সম্ভাবনা সুদূরস্থিত হয়, এ জন্য বিস্তর লোক অতি সত্বরেই আপনাপন কন্যা পুত্র বা পৌত্র পৌত্রীর বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যদি কেহ প্রচলিত বিবাহ প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছামত অথবা শাস্ত্রের মর্য্যানুরূপ কন্যা পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান সমাজের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইবেন; অধিক কি, ১০ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না দিলে এবং ১৬। ১৭ বৎসরে পুত্রের সম্বন্ধ না করিলে পিতা মাতাকে সামাজিক লোকের নিকট অপরাধী ও তিরস্কৃত হইতে হয়। যাহা হউক, সাধারণ লোকের সমক্ষে প্রচলিত কোন প্রথা শাস্ত্র বহির্ভূত এবং যুক্তিশূন্য হইলেও তাহা শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারের ন্যায় অনুষ্ঠিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। এই রূপে বাল্যবিবাহ পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত হওয়ায় এক্ষণে ইহা শাস্ত্রীয় এবং চিরআচরিত ব্যবহার জ্ঞানে প্রতিপালিত হইতেছে।

৬। বৃদ্ধ পিতার কন্যা পুত্রের অতি সত্বরে বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হওন।

অস্মদ্ সমাজে দরিদ্রতা নিবন্ধন অনেকে বৈবাহিক-শুল্ক দানে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত দার পরিগ্রহ করিতে পারে না। ইহারা প্রায়ই অধিক বয়সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বপরিণীতার বন্ধ্যাত্বাদি দোষ অথবা মৃত্যু বশতঃ যাহাদিগের দারান্তর গ্রহণ প্রয়োজন হয়, তাহারাও প্রায় অধিক বয়সে বিবাহ করে। ঈদৃশ স্থলে পুরুষের প্রায়ই বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান জন্মিয়া থাকে। এই সকল সন্তানের পরিণয়

অতি শৈশবেই নির্ব্বাহ হওয়া নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া পড়ে; কেননা পুত্র কন্যার যথোপযুক্ত বৈবাহিক কালের প্রতীক্ষা করিতে তাদৃশ পিতার মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। এদিকে কন্যা পুত্রের যথোপযুক্ত বরপাত্রী নির্দ্ধারণ করা অনল্প আয়াসসাধ্য হইতেছে, এবং তাহা বান্ধবের সাহায্যে অথবা আমাদিগের পুরনারী হইতে নির্ব্বাহ হওয়া অতীব কঠিন। আর যে স্থলে বৃদ্ধ পিতার কেবল কন্যা আছে, তথায় বিষয় বিত্তাদির রক্ষণাবেক্ষণ চিন্তায় জামাতা লাভের চেষ্টা শীঘ্রই করিতে হয়; ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধার জন্য বৃদ্ধ পিতা অতি সত্বরেই কন্যা পুত্রের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন।

অনন্তর বর্ত্তমান সমাজে বাল্যবিবাহ রীতি প্রচলিত থাকায় কি কি হিতাহিত ফল উৎপাদিত হইতেছে, তাহাই দেখা আবশ্যক। বাল্যবিবাহ দ্বারা সমাজের যে কোন প্রকার হিত সাধিত হয় বা হইতে পারে, ইহা আমাদিগের বহুদর্শন জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত। পক্ষান্তরে তন্নিবন্ধন যে বহুল অনিষ্ট-রাশি দিন দিন উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই এ স্থলে বিবেচ্য; অতএব তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। বাল্যবিবাহে অনেক স্থলে সুখকর দাম্পত্য প্রেম জন্মে না।

অনেকে বলেন যে, আশৈশব সহবাস-জনিত বাল-দম্পতীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। কিন্তু তাঁহাদিগের এই মত অভ্রান্ত নহে। স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতিগত সমতাই দাম্পত্য সৌহার্দ্দের মূলীভূত। যেখানে উভয়ের প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে, বাল্যসংযোগ সেই খানেই দম্পতি-প্রণয়ের গাঢ়তা সম্পাদন করে স্বীকার্য্য, কিন্তু যথায় উভয়ের প্রকৃতির বিসদৃশ ভাব,

আবাল্য একত্র সহবাস করিলেও সেখানে অপ্রণয় অনিবার্য্য। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে বাল্যাবস্থায় মানসিক প্রবৃত্তি সমূহ অনুন্মেষিত থাকা প্রযুক্ত মনুষ্যস্বভাবের স্থৈর্য্যোৎপত্তি হয় না। কোন্ ব্যক্তি কি প্রবৃত্তির লোক হইবে, বাল্যে তাহা অবধারিত হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ স্বল্পমতি বালক বালিকা অন্যোন্যের প্রকৃতি কিছুমাত্র অবগত হইতে পারে না, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রবৃত্ত্যনুরূপ কার্য্য করিতেও অক্ষম হয়। অতএব এমত অবস্থায় আবাল্য স্ত্রী পুরুষের অবস্থান দাম্পত্য প্রণয়ের কি সহায়তা করিতে পারে? বরং বাল-দম্পতী যদি ভিন্নপ্রকৃতির লোক হয়, তবে তাহাদিগের মধ্যে যে বিরাগভাব জন্মে, তাহা শৈশব হইতে পরিপুষ্ট হইয়া কালসহকারে বিদ্বেষ ও চিত্তভেদে পরিণত হইয়া পড়ে।

যে সকল স্থলে বাল-দম্পতীর মধ্যে পুরুষের অগ্রে নারীর যৌবনোদ্গম হয়, তথায় দম্পতী-মিত্রতা অতি বিরল জন্মে। যৌবন উপস্থিত হইলে নৈসর্গিক নিয়মানুসারে শরীর ও মনের বাল্যভাব সকল পরিবর্ত্তিত হয়। এই কালে অভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-লালসা উপস্থিত হয়। বালোচিত ক্রীড়া সকল আর আনন্দদায়ক হয় না, এক্ষণে যৌবন-সুলভ পরিহাস, রসিকতায় প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যদি রমণীর যৌবনোদয় হইলেও পুরুষের বাল্যাবস্থা থাকে তাহা হইলে এতদুভয়ের কি প্রকারে প্রীতি জন্মিতে পারে? যৌবনারম্ভে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হয়। পুরুষ বিদ্যা ও জ্ঞান বলে তাহা দমন করিতে পারে; এই হেতু স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের কিছু পূর্ব্বে যৌবনোদ্গম হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং অন্যান্য কারণে ইহা

ক্ষেমঙ্কর হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রমণীর অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে যৌবন লাভ করা বিপদজনক হইতে পারে, যে হেতু সে বিদ্যা ও জ্ঞানবিরহে স্বকীয় ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি স্বয়ং সংযত করিতে সর্ব্বদা সক্ষম হয় না। এদিকে বালক স্বামী হইতে তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ হওয়া অসম্ভাবিত। এই কারণে অনেক স্থলে পতির প্রতি রমণীর হেয় জ্ঞান ও বিরাগভাব জন্মিতে দেখা যায়। কোথাও বা দুর্ভাগ্য ক্রমে পর পুরুষ (যুবক) সংসর্গ প্রবৃত্তিও জন্মিয়া উঠে। আশ্রয় বৃক্ষ ক্ষুদ্র বা অনুপযুক্ত হইলে, আশ্রিতা লতার সমাবেশ কোথায় দেখা যায়?

আরও অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে বালক জ্ঞানোপার্জ্জনের পূর্ব্বে বিবাহিত হইয়া, যৌবনে অনুভব করে যে, তাহার পত্নী তাহার হৃদয়গ্রাহিণী নহে। এবং এইক্ষণে সে পরিণয় করিলে তাদৃশী রমণীর কখন পাণিগ্রহণ করিত না। যখন বাল্যবিবাহে স্ত্রীপুরুষের ভবিষ্যৎ প্রণয়াপ্রণয়ের কোন প্রশ্ন উত্থিত হয় না, বর পাত্রী তাহাদিগের রুচির বিষয়ে কস্মিন্ কালেও জিজ্ঞাসিত বা পরীক্ষিত হয় না, তখন প্রোক্ত রূপ অনুভূতি যুবকের মনে উত্থিত হওয়া বিচিত্র কি? যখন চিন্তা হয় যে, হিন্দুবৈবাহিক সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, অথচ সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠ সহায়—ভার্য্যা তাহাঁর উপযুক্ত প্রেমের পাত্রী নহে, তখন প্রণয়লিপ্সু যুবকের মন কিরূপ বিচলিত হয়, অনেকে অনুভব করিতে পারেন। এইরূপ বাল্যবিবাহিত পুরুষ দম্পতিপ্রেমে প্রতারিত হইয়া রোগীর নিম্ব ভক্ষণের ন্যায়, সেই পত্নীসহ অসুখে চিরজীবন অতিবাহিত করে। অনেক স্থলে সে দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হয়।

বাল্যবিবাহ অনেক স্থলে যেরূপে দাম্পত্য প্রণয়ের অন্তরায় হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। দম্পতী-মিত্রতা সংসারাশ্রমীর নিরতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহার সহায়ে সাংসারিক কঠোর দুঃখ সমূহ অবলীলাক্রমে বহন করিতে পারা যায়। ইহার বিরহে জগতের যাহা কিছু বিলাসভোগ্য বস্তু অকিঞ্চিৎকর ও ক্লেশদ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যে গৃহে দম্পতীপ্রণয়ের অভাব, তথায় আর কোন বস্তুর অভাব না থাকিলেও শূন্যময় বোধ হয়, পরন্তু সে স্থলে নিরন্তর কলহ, বিবাদ ও মনস্তাপ প্রভৃতি নানা প্রকার অনিষ্টোৎপত্তি হইতে থাকে।

২। বাল্যে বিবাহ হইলে দম্পতীর শারীরিক ও মানসিক সমুচিত উন্নতি সাধন হইতে পায় না।

শরীর রীতিমত সমুন্নত না হইলে দুর্ব্বলতা, রুগ্নতা সুতরাং অল্পায়ুতা উপস্থিত হয়। অপর মনের উন্নতাবস্থা না হইলে মনুষ্য সুশীল, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। যদি পাঠকগণ বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে কথিত বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক হয় না; যে হেতু ইহার সহস্র সহস্র জাগ্রত প্রমাণ প্রতিনিয়ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যাহা হউক উল্লিখিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যথাকথঞ্চিৎ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। বাল্যবিবাহে দম্পতীর শারীরিক সমুচিত উন্নতি লাভ হয় না।

বহুকাল হইতে হিন্দু সমাজে অঙ্গ-চালনাদির বিশেষ কোন ব্যবহার প্রচলিত নাই; তবে বালক বালিকা সাধারণতঃ ক্রীড়া ও গতায়াতাদি উপলক্ষে যাহা কিছু শরীর চালনা করিয়া থাকে।

(ক) বালিকারা বিবাহিতা হইলে শ্বশুরালয়ে অঙ্গচালন-যোগ্য কোনরূপ ক্রীড়া করিতে পায় না। পিত্রালয়ে যদিচ হিন্দুকন্যার কতক স্বাতন্ত্র্য আছে, তথাপি বিবাহের পর বাটীর বাহিরে যাওয়া বা তথায় কোন ক্রীড়া করা লৌকিক ব্যবহারের বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ কন্যার পিতৃ-গ্রামেই বা নিকটবর্ত্তী স্থলে বিবাহ হইলে অথবা কোন নগরে বসতি হইলে বিবাহের পর প্রায় চিরজীবনই অন্তঃপুরে বাস করিতে হয়। আর বালিকারা বিবাহের পূর্ব্বে যথাসাধ্য গৃহকার্য্যের সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু পরিণয় হইলে আর তাদৃশ করে না। আবার কিঞ্চিৎ বিত্তশালীর কন্যা হইলে বিবাহের পর প্রায়ই কিছুমাত্র গৃহকার্য্য না করিয়া কেবল অলস-ক্রীড়া এবং বেশবিন্যাসাদিতে রতা থাকে। স্থূল কথা এই, বিবাহিতা—বিশেষতঃ বিত্তশালিনী, বালিকারা প্রায়ই শ্রমবিমুখী হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়ম হইতেছে যে, প্রয়োজনীয় শ্রম না করিলে শরীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

দেখা যায়, অনেক স্থলে শ্রমবিমুখী (বিবাহিতা) বালিকারা সত্বরে স্থূলকায় হইয়া উঠে; লোকে ইহাকে "বিবাহের বাড়" বলিয়া থাকে। এই সকল বালিকারা অকালেই যৌবনপদবীতে পদার্পণ করে, কিন্তু তৎকালে তাহারা যৌবনোচিত্ প্রকৃত দৈহিক উন্নতি কখনই লাভ করিতে পারে না। শরীরের বাহ্যা-বয়ব যদিও যৌবনব্যঞ্জক দেখা যায়, কিন্তু অভ্যন্তরিন্দ্রিয় সকল বাল্যানুরূপই থাকে। যেমন কোন উর্ব্বরা ভূমিস্থ বৃক্ষ প্রচুর রসাদি শোষণ দ্বারা স্বল্পকাল মধ্যে পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হইলেও সারগর্ভ হইতে কাল প্রতীক্ষা করে, তাদৃশ উক্ত বালিকারা

বাহ্যাবয়বে পুষ্টা ও সম্বর্দ্ধিতা হইলেও তাহাদিগের আভ্যন্তরিক যন্ত্র ও অস্থি আদি তৎকালে সম্বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত হয় না। বাল্যপরিণীতা রমণীদিগের মধ্যে যাহারা পিতা বা ভর্ত্তার অবস্থানুসারে গৃহকার্য্য করিতে বাধ্য হয় তাহারা উল্লিখিতরূপ অকালে যৌবন প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত অপেক্ষাকৃত দৃঢ়কায় ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠে। এস্থলে বাল্যবিবাহ রমণীশরীরের উন্নতি পক্ষে বিশেষ হানিকর হয় না ; দুঃখী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহা দেখিতে পাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অধিক সংখ্যক বাল্যবিবাহ বিত্তশালী ও উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যেখানে শ্রমবিমুখতা বিবাহের পর প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়। এই শ্রমহীনতা অনেক স্থলে নারীদিগের মেদবাহুল্যের নিদান হয়। দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত মেদ উপচিত হইলে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় স্বীয় স্বীয় উপাদানে পরিপুষ্ট হইতে পায় না, সুতরাং উহারা দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে *।

আমাদিগের এই উষ্ণপ্রধান দেশে বাল্যবিবাহ ও তদানুষঙ্গিক শ্রমহীনতা ও বিলাসপ্রিয়তা বশতঃ বালিকারা অকালেই রজোদর্শন অথবা যৌবন পদবীতে পদার্পণ করে †। এদিগে নারী রজস্বলা হইলে তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনা

---

* অধিকন্তু অতিশয় মেদাধিক্য রমণীদিগকে গর্ভধারণে অনুপযুক্ত করিয়া তুলে। (Dr. Craily Hewitt.) আমাদিগের সমাজে এই কারণে অনেক ধনাঢ্যের পত্নীকে বন্ধ্যা হইতে দেখা যায়।

† Kirkes's Physiology. Page ...727.

জন্মে, সুতরাং বাল্যপরিণীতা রমণীরা অপর সাধারণ স্ত্রী হইতে অল্পবয়সেই গর্ভবতী হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যক্ষ করি, অধুনা ১০। ১১।। ১২ বৎসরের বালিকারাও সন্তান প্রসব করিতেছে। এই অবস্থায় একে স্বীয় শরীর সমুচিত পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত নহে, তাহাতে আবার কিয়ৎ পরিমাণ পুষ্টি ও বৃদ্ধিকর পদার্থ আত্মশরীর হইতে ভ্রূণ পোষণ ও সম্বর্দ্ধন কার্য্যে নিয়োজিত হয়; সুতরাং ঐ শরীরের পোষণ ও বর্দ্ধন কখন যথাপ্রয়োজন নির্ব্বাহ হয় না। আরও দেখা যায় যে, যখন পূর্ণযৌবনসম্পন্না বলিষ্ঠা রমণীদিগেরও সাধারণতঃ গর্ভাবস্থায় জীর্ণেন্দ্রিয় সমস্ত বিকৃতক্রিয় হওয়ায় শরীরের পোষণক্রিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, এবং প্রসবক্রিয়া ও রক্তাদিস্রাব, তৎপরে স্তন্যক্ষয় ইত্যাদি দ্বারা শরীর একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন অপূর্ণ ও অপুষ্টদেহা বালিকার গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবাদিতে শরীর যে ভয়ানক নিস্তেজ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? এরূপ শরীরের কি আর উন্নতি, বলিষ্ঠতা এবং কর্ম্মঠতার আশা করা যাইতে পারে? অনেক রমণী অল্পবয়সেই, এমন কি, দুই তিন প্রসবের পরেই হৃতলাবণ্য ও জরাতুরার ন্যায় হইয়া পড়ে; অনেককে প্রসব কালে ও সূতিকাবস্থায় (বিশেষতঃ প্রথম বারে) স্নায়ু সম্বন্ধীয় ও দৌর্ব্বল্যোৎপন্ন পীড়া সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; প্রসব সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা হউক অকালে গর্ভধারণই যে এই সকল অনিষ্টের একমাত্র মূল কারণ তাহার সংশয় নাই। পূর্ব্বকালে গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে গর্ভিণীদিগের সচরাচর এতাদৃক পীড়া হইত না; এই হেতু

অদ্যাপিও গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই বলিয়া অস্মদ্দেশে এক সংস্কার সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ গর্ভ ও প্রসব পীড়ার যে কোন চিকিৎসা প্রকরণ ছিল না এমত নহে। ইহাতে এই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বকালে রমণীরা এক্ষণকার বাল্যবিবাহিতা রমণীর ন্যায় সচরাচর অকাল গর্ভধারণ করিত না; সুতরাং তাহাদিগের গর্ভ ও প্রসবাদির বিঘ্ন এবং তন্নিবন্ধন চিকিৎসা প্রয়োগও বিরল ছিল।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন বাল্যবিবাহ প্রথা পূর্ব্বাপর স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, তখন বর্ত্তমান কালে রমণীর শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অনুন্নতি অপেক্ষাকৃত অধিক কেন? ইহার সদুত্তর এই যে, পুরাকালে যতদিন প্রাকৃতিক নিয়মে নারীর যৌবনোদয় না হইত, ততদিন সে বিবাহিতা হইলেও স্বামীস্পর্শ করিতে অনুজ্ঞাত হইত না, অধিকন্তু পূর্ব্বতন নারীসমাজে এক্ষণকার ন্যায় ভোগ বিলাসিতা ও আলস্যপ্রিয়তার এতদূর আধিপত্য ছিল না। তৎকালে অন্তঃপুর স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে কারাগৃহসদৃশ থাকে নাই। এমন কি, অতি অল্পকাল পূর্ব্বে ভদ্র লোকের বাটীতে (বিত্তশালী ব্যতীত) সচরাচর দাসদাসী রাখার প্রথাও বিরল ছিল; অন্তঃপুর-কামিনীরা অন্তঃপুরের তাবৎ কার্য্যই স্বয়ং নির্ব্বাহ করিত। স্থূল কথা এই যে, অধুনা সমাজের অবস্থা পূর্ব্ব হইতে ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। যে সকল কারণে অতি অসময়ে স্ত্রীদিগের যৌবন উদিত হইতেছে, পুরাকালে ঐ সকল কারণ সমাজে অল্পই বিদ্যমান থাকিত, সুতরাং অপেক্ষাকৃত

অধিক বয়সে রজঃস্রাব ও যৌবনোদয়ও হইত। পুরাকালের স্ত্রী লোকেরা এক্ষণকার কালের ন্যায় অকালপ্রসূ থাকিলে তাহাদিগের সন্তানেরা কখন দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ হইত না; ইহাই তাহাদিগের অকাল যৌবন প্রাপ্তি ও অকাল গর্ভধারণের প্রতিকূলে প্রমাণ দিতেছে। আরও দেখা যাইতেছে যে, পল্লীগ্রামের ও নিম্ন শ্রেণীর রমণী অপেক্ষা নগরবাসিনী ও উচ্চ শ্রেণীর রমণীরা প্রসবকালে ও সূতিকাবস্থায় অধিক ক্লেশ পাইয়া থাকে, প্রসবের বিঘ্নও উহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার সূতিকাপীড়া ও স্তন্যাভাব তাহাদিগের মধ্যেই অধিক। অন্য পক্ষে নিম্ন শ্রেণী ও ও পল্লীরমণীদিগের মধ্যে ঐ সকল আপদ অতি বিরল। এক্ষণে এই সমস্ত ব্যাপার কোথা হইতে উদ্ভব হইতেছে, অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই জানা যায়, যে নগরবাসিনী ও উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোক শ্রমবিমুখতা বশতঃ (এবং অন্যান্য উল্লিখিত আনুষঙ্গিক কারণে) অকাল যৌবন প্রাপ্তি ও অকাল গর্ভধারণ হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও নানাপ্রকার রোগযুক্ত হয়, এবং এই কারণেই উহাদিগের মধ্যে নানাবিধ অনর্থপাতও হইয়া থাকে। যাহা হউক এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, বাল্যবিবাহসংশ্লিষ্ট কথিত শ্রমবিরহিতা ও তদানুষঙ্গিক অকাল যৌবনোদয় ও গর্ভোৎপত্তি প্রভৃতি এবং তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার পীড়া রমণী শরীরের উন্নতির বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই।

(খ) ঐরূপ পুরুষদিগেরও বাল্যকালে বিবাহ হইলে শ্রমবিমুখতা এবং অসাময়িক শুক্রক্ষয় প্রভৃতি দৈহিক উন্নতির বিশেষ

প্রতিকুল হইয়া থাকে। পরিণয় হইলেই বালকেরা প্রবীণ ভাব ধারণ করিতে, সহজেই যত্নবান্ হয়। বালোচিত ক্রীড়া ও অঙ্গচালনাদি সমস্ত এক্ষণে আর স্থান পায় না, বয়ঃস্থ ব্যক্তির ন্যায় অলসভাব সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সমস্ত কার্য্য বিবাহের পূর্ব্বে আপনা হইতে অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইত, এক্ষণে তজ্জন্য দাস দাসীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া উঠে। যাহা হউক, একে অস্মদ্দেশে (বঙ্গ দেশে) বহু দিন হইতে অঙ্গচালন প্রক্রিয়ার কোন পদ্ধতি নাই, দ্বিতীয়তঃ ক্রীড়া ও ভ্রমণাদি দ্বারা প্রকারান্তরে যে কিছু শরীর চালনা হইত, বাল্যবিবাহ তাহারও মূলচ্ছেদ করিয়াছে। শরীরের পুষ্টি ও বর্দ্ধনের জন্য বাল্যকালে অঙ্গচালনা বিশেষ আবশ্যক হয়। এ জন্য ঐ কালে মনুষ্যমাত্রেই ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে স্বতই চঞ্চল-স্বভাব হইয়া থাকে। পরিমিত অঙ্গচালন দ্বারা জীর্ণেন্দ্রিয়, রক্তচালক ও রক্তশোধক যন্ত্র সমস্ত এবং পেশীমণ্ডল উৎকৃষ্ট-রূপে ক্রিয়াকর হয়, এবং উহাদিগের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বা-হিত হইলে শরীর সাধারণের পুষ্টিবৃদ্ধি ও দৃঢ়তা সাধিত হইয়া থাকে। (স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে এই সাধারণ নিয়ম) যখন বাল্যবিবাহে অঙ্গচালনা অথবা তত্তুল্য কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম, হইতে বালকদিগকে প্রায় বিরত থাকিতে হয়, তখন তাহাদিগের দৈহিক পুষ্টি ও বলবর্দ্ধন কি প্রকারে স্বাভাবিক রূপ সম্পাদিত হইতে পারে। অপিচ অপক্ক বয়সে বিবাহিত হইলে পুরুষ অকালে সুরতপ্রসঙ্গ করিতে বাধ্য বা প্রবৃত্ত হয়; যেমন কর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রলোভন দ্বারা কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, উহা তাহার সাধ্যাতীত হইলেও, সে

তৎকার্য্য সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হয়, তদ্রূপ বাল্যপরিণীত পুরুষ স্ত্রীলাভ করিলে কার্য্যতঃ সে রমণদক্ষ হইতে সচেষ্ট হইয়া থাকে ; এইরূপ বালকেরা যৌবনারম্ভের পূর্ব্বাবধিই রমণ (প্রায় অস্বাভাবিক) কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। অস্বাভাবিক রমণ বালকদিগের বিশেষতঃ পরিণীত বালকদিগের মধ্যে সচরাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ পাপকার্য্য বর্ত্তমান সমাজে অধিকতর প্রবল। যৌবনের পূর্ব্বে স্বাভাবিক হউক বা অস্বাভাবিক হউক, রতিসেবা করিলে পুরুষের শুক্রক্ষয় হয় না, যে হেতু তৎকালে তাহার শুক্রগ্রন্থি (অণ্ড) সম্বর্দ্ধিত ও ক্রিয়াকর হয় নাই, তথাপি তদ্দ্বারা স্নায়ু সম্বন্ধীয় ঘোরতর দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। পরন্তু তৎকালে রমণক্রিয়া দ্বারা শুক্রস্রাবক গ্রন্থি ক্রমশঃ উত্তেজনা করিতে থাকিলে উহা হইতে শুক্র বা শুক্রবৎ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। যেমন নারীর দুগ্ধস্রাবক গ্রন্থি (স্তন) গর্ভধারণের পূর্ব্বে এমন কি বাল্যাবস্থায়ও যদি ক্রমাগত উত্তেজিত করা যায়, তবে তাহা হইতে ঐরূপে দুগ্ধ নিঃসারণ হইতে পারে (১)। যাহা হউক বাল্যকালে ঔৎপাদিক যন্ত্র, তদন্তর্গত শুক্রস্রাবক গ্রন্থি অপ্রবৃদ্ধ ও ক্রিয়া বিহীন থাকে। নৈসর্গিক নিয়মেও এই কালে রমণপ্রবৃত্তি উদ্ভাবিত হয় না, অতএব বাল্যকালে রমণক্রিয়া যে একান্ত আকালিক ও অস্বাভাবিক তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যদেহের প্রয়োজনীয় সর্ব্বাবয়ব সমুদ্বর্দ্ধিত এবং মানসিক বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইলে ঔৎপাদিক যন্ত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং উহা

(১) Tanner's Diseases on Pregnancy p. 60-61.

ক্রিয়োপযোগী হয়। এই অবস্থা পূর্ণ যৌবনের পূর্ব্বে কখন উপস্থিত হয় না; অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জানা যাইতেছে যে, শারীরিক অবয়ব সমস্ত সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত ও সুদৃঢ়ীভূত এবং মানসিক বৃত্তি সকল সমুন্নত না হইতে হইতে ঔৎপাদিক যন্ত্রের ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। পুরুষের যৌবনকাল উপস্থিত হইলে শুক্রস্রাব হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ সঙ্গে উহার জনন ক্ষমতাও জন্মে, পরন্তু শুক্রের পরিপক্কতা প্রাপ্তি না হইলে সন্তানোৎপাদন-উদ্দেশ্য সাধক মৈথুনক্রিয়া অকর্ত্তব্য। অতএব যৌবনের পরেও কিছুকাল [২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত] পুরুষের শুক্র ধারণ করা উচিত হইতেছে। শুক্র ধারণের আর একটী মহৎ উপযোগিতা আছে। শুক্রস্রাবক গ্রন্থি হইতে শুক্র ক্ষরিত হইয়া কতকাংশে দেহে শোষিত হয়;* এই শোষিত শুক্রের গুণে দেহ ও মনের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। জন্তুদিগের মধ্যে ইহার কতক নিদর্শন পাওয়া যায়। লোকে কুক্কুট, গো, ছাগশাবক প্রভৃতির শৈশবাবস্থায় শুক্রোৎপাদক গ্রন্থি [অণ্ড] ছেদন করিয়া দেয়। উহারা যৌবন প্রাপ্ত হইলে উহাদিগের শিখা, শৃঙ্গ, ককুদ, শ্মশ্রু ও কেশ প্রভৃতি দৈহিক অবয়ব এবং বল, বুদ্ধি ও সাহস প্রভৃতি মানসিক ভাব ঐজাতীয় যুবক জন্তুর ন্যায় জন্মে না। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যৌবনকালে পুরুষের দেহ ও মনের যে সমুন্নতি হয়, তাহা তাঁহার শুক্রস্রাবক যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর বিস্তর নির্ভর করে। অতএব পুরুষের যদি শরীর বর্দ্ধনও দৃঢ়ীভূত হওন

* Acton. on the Reproductive Organs-page 184-85.

সমাপ্ত এবং উহার মানসিক বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত না হইতে হইতে এই বপুঃসার শুক্র ক্ষয় হইতে দেওয়া যায়, তবে কথিত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসম্পূর্ণ রূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধুনা অনেক যুবককে শীর্ণ ও খর্ব্বদেহ, নুব্জ ও ব্রণচিহ্নযুক্ত কপোল এবং পাণ্ডুবর্ণ দেখা যায়। অনেকের শ্মশ্রু সামান্যমাত্র উদ্গত এবং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; অপর কতকগুলির যৌবনকালেই জরাবস্থা উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে লাবণ্য ও সামর্থবিহীন করিয়া দেয়। অনেককে দেখা যায় যে, তাহারা বাল্যকালে সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিল, যৌবনে উহার বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। এই সমস্তের আদিকারণ কেবল একমাত্র অকালে রমণক্রিয়া ও শুক্রক্ষয়। শুক্র নিঃসারণের সহিত একটী অনুপম সুখের অনুভব হয়, এ জন্য, নূতন রমণকারীদিগের মধ্যে সচরাচর ইহার আতিশয্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হইলে শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার পীড়ার উদ্ভব হয়, বিশেষতঃ দেহের পূর্ণতা ও দৃঢ়তা সম্পন্ন না হইতে হইতে কথিতরূপ শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত নানাবিধ পীড়া হইতে থাকিলে শরীরের উন্নতির সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিয়া উঠে, অতএব বাল্যপরিণীত পুরুষের এইরূপে দৈহিক উন্নতি ও পুষ্টিলাভ হইতে পায় না।

পূর্ব্বকালের সামাজিক ব্যবহার, যাহা অনেকাংশে শাস্ত্রানুগত ছিল, বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবহারের সহিত তুলনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। মনুর কালে, জীবনের আদ্য চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পুরুষ বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যে

রত থাকিত; এইকালে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও কামোদ্দীপক কোন কার্য্য অথবা শুক্রক্ষয় করিবার নিষেধ ছিল। কেবল দার গ্রহণের পরই শুক্রক্ষয়ের কারণ উপস্থিত হইত। পুরাকালে এই সুন্দর ও হিতকর নিয়ম প্রচলিত থাকায় অকাল-শুক্রক্ষয় নিবারণ হেতু সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল। সে কালের লোকেরা উক্ত কারণেই বীর্য্যশালী, অরোগী, দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক ও সুখী হইতেন, সন্দেহ নাই। অধুনা মনু প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিদিগের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বর্ত্তমান সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় এই, তজ্জনিত অকাল-শুক্রক্ষয়ের আতিশয্য বশতঃ ইদানীন্তন সামাজিক লোক ক্ষীণ, রুগ্ন, অল্পায়ুঃ, হীনসাহস ও হীনপ্রভাব হইয়া পড়িতেছে। এই মহানিষ্টজনক ও শোচনীয় ব্যাপার সকল যে বাল্যবিবাহের ফলভূত, তাহা বোধ হয়, এক্ষণে কেহই অস্বীকার করিবেন না।

২৮। বাল্যে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে মানসিক সৎবৃত্তির সমুচিত উন্নতি লাভ হয় না।

বাল্যে বিবাহ হইলে যেরূপ শারীরিক উন্নতির হানি হয়, মনের উন্নতিরও ঐ সঙ্গে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারা মনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে; ঐ শিক্ষা ও অভ্যাস বাল্যকাল হইতে আরম্ভ না করিলে বিশেষ ফলদায়ক হয় না। বাল্যাবস্থায় যখন মানসিকবৃত্তি সমস্ত অপূর্ণ ও শিক্ষার অধীন থাকে, তখন যে বিষয়ে মনকে নত করা যায়, মনের তদ্বিষয়িণী বৃত্তি সমুদয় উত্তেজিত ও পরিশেষে কার্য্যকর

হইয়া থাকে; এই হেতু শিক্ষণীয় এবং জীবনের হিতকর বিষয় সমস্ত শিক্ষা ও অভ্যাস করিবার জন্য বাল্য কালই উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং এই নিয়ম সকল দেশে ও সকল জাতি মধ্যে প্রতিপালিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, সুকোমলমতি বালক বালিকাকে ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে বিষয় অভ্যাস করান যায়, পরিণামে সেই বিষয়েই তাহারা পটুতা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে; এই সময়ে যে সংস্কার তাহাদিগের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়, জন্মাবচ্ছিন্নেও তাহা দূর হইবার নহে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক হইতেছে যে, আমাদিগের মনের দুই প্রকার স্বাভাবিকী বৃত্তি আছে, এক সৎ, দ্বিতীয় অসৎ। বাল্যকালে এই দুই প্রকার বৃত্তিই প্রায় তুল্যাবস্থায় থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহার অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হয়, সে অপেক্ষাকৃত বলবতী হয়। সৎপ্রবৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন মনুষ্যমাত্রেরই অতীব প্রয়োজনীয়; অতএব বাল্যাবস্থা হইতে মানসিক সদ্বৃত্তির সমধিক উন্নতি হইতে দেওয়া উচিত এবং অসৎবৃত্তি সমূহ সংযত ও নিষ্ক্রিয় রাখা একান্ত আবশ্যক। দুষ্প্রবৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত ও ক্রিয়াকর হইবার পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে উন্মেষিত না হইলে মনুষ্য কখন জ্ঞানী, শিষ্ট ও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। এই হেতু কুপ্রবৃত্তি উদ্দীপক যৌবনকাল উপস্থিত হইবার অগ্রে বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষাকরা কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে। পরন্তু বাল্যকালে পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করিলে সুপ্রবৃত্তি প্রবর্ত্তক বিদ্যাভ্যাস ও শিষ্টাচার শিক্ষার ঘোর ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, সুতরাং কথিত সৎবৃত্তির সমু-

চিত উন্নতি লাভের আশাও থাকে না। অপর উপরে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাল্যবিবাহিত দম্পতির সমুচিত দৈহিক উন্নতিলাভ হয় না। দেহের সহিত মনের যেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহাতে দেহের অনুন্নতি মানসিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হয় সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে বাল্যপরিণীতের বুদ্ধি, স্মৃতি, ধারণা এবং উদ্ভাবিনী প্রভৃতি মানসিক সৎবৃত্তি সমুদয় হীন ও দুর্ব্বল দেখা যায়। ইহা বলা বাহুল্য হইয়েছে যে, মানসিক সদ্বৃত্তি সকল অধিকতর উন্নত ও বলবান্ না হইলে কুপ্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়ে, এবং তন্নিবন্ধন ঘোর অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। অতঃপর দেখা আবশ্যক যে, বাল্যকালে বিবাহ হইলে কিরূপে বিদ্যাভ্যাস ও সুনীতি শিক্ষার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে।

১। বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্ন।

অস্মদ্দেশে বহুদিন হইতে স্ত্রীশিক্ষার তাদৃশ আদর নাই। এক্ষণে যদিচ স্ত্রালোকদিগের মধ্যে বিদ্যার কতক অনুশীলন দেখা যায়, কিন্তু বাল্যবিবাহ রীতি প্রচলিত থাকায় তাহারও বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। যে কুমারীরা বিদ্যালয়ে গিয়া পাঠাভ্যাস করে; বিবাহ হইলে প্রায় তাহাদিগের আর বাটীর বাহির হওয়া ঘটে না, সুতরাং তদবধি তাহাদিগের বিদ্যালয়ে যাওয়া রহিত হইয়া যায়। যাহারা পিতৃঅন্তঃপুরে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হইতে শিক্ষা পায়, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিলে তাহাদিগের সে সুবিধা প্রায়ই আর থাকে না। হয়ত সে শ্বশুরগৃহে পুস্তকের নামোল্লেখও করিতে পায় না।

অনেকের অদ্যাবধি এরূপ কুসংস্কার আছে যে, নারী বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবাদশাগ্রস্তা হয়; এই সংস্কারপরতন্ত্র হইয়া তাহারা ভ্রাতৃবধূ. পুত্রবধূ অথবা স্ত্রীকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেয় না। এমন স্থলে উহাদের পিত্রালয়ে যাহা কিছু শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহাই চূড়ান্ত হয়। একে এই সামান্য শিক্ষা, তাহাতে শ্বশুরালয়ে উহার চর্চ্চা হয় না; সুতরাং অতি অল্প কাল মধ্যে রমণীরা পূর্ব্ব শিক্ষিত বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়। কথিত আনুষঙ্গিক কারণ ব্যতীত এক বাল্য বিবাহই স্ত্রী-বিদ্যা-শিক্ষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহৎ বিঘ্নকর হইয়া থাকে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, হিন্দুমহিলাদিগের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস অপেক্ষা গৃহকার্য্য শিক্ষা করা অধিকতর আবশ্যক হইয়া থাকে। যে রমণী বিদ্যাবতী, কিন্তু গৃহকার্য্যে দক্ষা নহেন, তিনি সাংসারিক কার্য্যের উপযোগিনী হইতে পারেন না; প্রত্যুত সমাজের নিকট নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন। শাস্ত্রেও গৃহ-দক্ষা হওয়া সাধ্বীর লক্ষণ বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, গৃহকার্য্যে অনভিজ্ঞ থাকিলে স্ত্রীদিগের শ্বশুরালয়ে বিস্তর গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। আবার ইদানীং রমণীর শ্বশুরালয়ে গমন (যাহা পূর্ব্ব আচারের বিপরীত) সচরাচর ঋতু স্রাব হইবার পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকে। অতএব এই সকল কারণে বাল্যাবস্থায়ই গৃহকার্য্য শিক্ষা করিবার নিতান্ত আবশ্যকতা হইয়া উঠে, তখন বিদ্যাভ্যাসের (যেখানে সুবিধা আছে) যত্ন সহজে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একে স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সমাজের যত্ন ও অনুরাগ নাই, এবং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদ্যা উপার্জ্জন করা যে উহাদিগের অবশ্য

প্রয়োজনীয়, সাধারণের এরূপ জ্ঞানও নাই; অন্য পক্ষে বিবাহ হইলে বালিকারা অন্যান্য বিষয় শিক্ষা না করিয়া কেবল গৃহকার্য্যই শিক্ষা করিতে যথেষ্ট বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ বালিকার মন বিবাহ বিষয়ক নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে আকৃষ্ট ও নিমগ্ন হইলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে আর তত প্রবৃত্তি থাকে না। যদিচ কোন কোন রমণী বিবাহের কিছুকাল পরে স্বামীর যত্নে লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অকাল গর্ভ ধারণ এবং সন্তান প্রতিপালনাদি উহাদিগের বিদ্যা লাভের ঘোরতর অন্তরায় হইয়া উঠে।

বালকেরাও শৈশবে পরিণীত হইলে বিদ্যাভ্যাসে শিথিল ও ভগ্নপ্রযত্ন হইয়া থাকে, বৈবাহিক ব্যাপার বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষাকার্য্যের অল্প বিঘ্নকর নহে। বালকের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ যেমন কোমল, বিদ্যাও সেইরূপ আপাত-কর্কশ পদার্থ; সুতরাং শাসন ও উৎসাহ বিনা বালকের কখন উহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না। বালক যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যার মধুর রসাস্বাদন না করে, তত দিন তাহার উহা নীতান্ত নিরস বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ বাল্যাবস্থায় মনুষ্য অপরিণামদর্শী ও সদসৎ বিবেচনাবিমূঢ় থাকে। যে বস্তু ইন্দ্রিয়প্রীতিকর তাহাই গ্রহণ করিতে মন ধাবিত হয়। এই অবস্থায় পিতা মাতা ও আত্মীয়জন দ্বারা উৎসাহিত ও শাসিত না হইলে বালক কখন সহজে আপাত-কর্কশ বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত ও যত্নবান্ হয় না। আক্ষেপের বিষয় এই, বিবাহ হইলে পুত্রের প্রতি পিতা মাতার এক অস্বাভাবিক মমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাসন করিতে আর তাদৃশ ইচ্ছা হয় না। এই হেতু বাল্যপরিণীত বালকেরা প্রায় পিতা মাতার "আদু-

রিয়া” হইয়া থাকে। বিদ্যাভ্যাসে অযত্ন করিলে তাড়িত বা তিরস্কৃত হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। অবস্থানুসারে এবং কার্য্যানুরোধে মাতা পিতাই ঐ অযত্নের প্রণেতা হইয়া থাকেন, সুতরাং বিদ্যা শিক্ষায় অযত্ন হেতু পিতা মাতাকে ভয় করিবার আর কোন কারণ থাকে না। যে স্থলে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত জনক জননীর শাসন এবং পুত্রেরও ভয় নাই, প্রত্যুত তাহার উহাতে অবহেলা করিবার বিলক্ষণ অবকাশ ও উৎসাহ আছে তথায় বিদ্যা লাভের কি সম্ভাবনা হইতে পারে?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বালান্তঃকরণ স্বভাবতঃ আনন্দ-প্রিয়। যে কোন বিষয় হউক না কেন, আমোদজনক হইলেই তদ্দ্বারা উহাদের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক কি, আনন্দ-জনক বস্তু দিয়া বা উহা দিবার প্রত্যাশা মাত্র দিয়া বালককে অনায়াসে কোন কার্য্যে রত এবং কার্য্যান্তর হইতে বিরত করা যায়। আর বালকের মন ভীরু-ভাবযুক্ত, এজন্য ভয় প্রদর্শন দ্বারাও অনেক সময় উহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত ও কার্য্যান্তর হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। এই রূপে খেলিবার অবসর অথবা কৌতুকাবহ বস্তু পাইবার আশামাত্র পাইলে বালকেরা পাঠা-ভ্যাসে (কর্কশ হইলেও) রত হইয়া থাকে। আর সুস্বাদু খাদ্যের আশা দিয়া অথবা ভয় প্রদর্শন দ্বারা ঐ রূপে ক্রীড়াদি কার্য্য হইতে বালককে নিরস্ত করা যায়। কিন্তু বাল্যে পরিণয় হইলে বালকের মন অপর সাধারণ বিষয় বস্তু দ্বারা আর তাদৃশ আকৃষ্ট হয় না। পরিণয় সম্বন্ধীয় ব্যাপারই তাহার পক্ষে অধিকতম কৌতুকাবহ ও আনন্দবর্দ্ধক হইয়া উঠে। সাধারণ বালকেরা যেরূপ আমোদজনক বিষয় পাইবার অবসর প্রতীক্ষা করিয়া

থাকে বাল্য-পরিণীতের তাহা করিবার প্রয়োজন করে না; যে হেতু তাহা তাহার সহজ প্রাপ্য হয়। অধিকন্তু, সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দদায়িনী যে বৈবাহিক চিন্তা তাহা তাহার অন্তঃকরণেই প্রতিনিয়ত জাগরূক থাকে। ক্রীড়া বা আমোদাদিতে কাল-ক্ষেপ করিতে হইলে বালককে যেমন পিতা মাতা বা শিক্ষকের ভয় করিতে হয়, মানসিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে কাহারও ভয় করিতে হয় না। বিশেষতঃ খেলা প্রভৃতি দৃশ্য বিষয় হইতে বালককে শাসনাদি দ্বারা প্রয়োজনানুসারে সহজেই বিরত করিতে পারা যায়, কিন্তু অদৃশ্য মানসিক চিন্তা হইতে তাহাকে নিরস্ত করিবার উপায় নাই। এই হেতু, বিদ্যাভ্যাসে অপরাপর শিশু যেরূপ নিবিষ্টমনা হয়, বাল্যপরিণীত-বালক তাদৃশ হয় না; প্রত্যুত তাহাকে সর্ব্বদা অনাবিষ্টই দেখা যায়। যেরূপ অত্যন্ত ক্রীড়াপর বালক কৌতুকপ্রদ ক্রীড়ার কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া শিক্ষকের উপদেশে বিযুক্তমনা হয়, পরিণীত বালকও ঠিক ঐরূপ তৎকালে বিবাহ বিষয়ক আনন্দ-ময়ী চিন্তায় মনকে নিয়োগ করিয়া থাকে, এজন্য তাহার মন তৎকালে গুরূপদেশে আকৃষ্ট হয় না। এই ঘটনা বালকের ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে, এমতও নহে। কিছুকাল কোন বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে, পরিশেষে ঐ চিন্তা মনোরাজ্যকে অধিকার করিয়া লয়, তখন মনের উপর মনুষ্যের আধিপত্য থাকে না। যাহা হউক, যখন বিদ্যানুশীলনে মনো-নিবেশ না করিলে বিদ্যালাভের সম্ভাবনা নাই, তখন বাল্য-পরিণীত অন্যমনস্ক বালক কিরূপে তাহা লাভ করিবে? যাহার মন নিরন্তর বেশবিন্যাসে রত ও পরিহাস রসিকতায় আর্দ্র,

তাহার কি কখন কঠোর বিদ্যার্জ্জন-প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ লইবার ইচ্ছা জন্মে? যে বালকের গুরূপদেশ অপেক্ষা শালী শালাজের রহস্য স্মরণ রাখা অধিকতর প্রয়োজনীয় বোধ হয়, যাহার পক্ষে শিক্ষকের নিকট অপেক্ষা শালীর নিকট নিরুত্তরতা অপেক্ষাকৃত ঘৃণা ও লজ্জাকর বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার কি কদাচ লেখাপড়া শিক্ষা হইতে পারে? অপর, বাল্যবিবাহিত পুরুষেরা সচরাচর অতি সত্বরেই কন্যা পুত্রের জনক হইয়া পড়ে, সুতরাং শিক্ষা সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে সংসার নির্ব্বাহার্থ অর্থাগমের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হয়। এদিকে অর্থ-চিন্তা বিদ্যাভ্যাসের নিতান্ত বিরোধিনী। অতএব বাল্য কালে বিবাহ হইলে উল্লিখিত নানা কারণে বিদ্যাভ্যাসের যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বর্ত্তমান সমাজে অনেক ব্যক্তিকে যে মূর্খ হইতে দেখা যায়, অনেক স্থলে বাল্য বিবাহই তাহার মূলীভূত কারণ।

(খ) বাল্য বিবাহ সুনীতি শিক্ষার বিরোধী।

বাল্যকালে মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকল অপ্রস্ফুটিত থাকে, বয়স ও শরীর বৃদ্ধির সহিত উহাদিগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া ঐ সকল বৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। সকৃৎ ক্রিয়াকর হইলে দৃষ্টান্ত ব্যতীত উপদেশ দ্বারাও উহারা উদ্দীপ্ত ও চালিত হইতে পারে। দৃষ্টান্তানুকরণ ও উপদেশ অনুবর্ত্তন করিতে করিতে মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। পিতা মাতা বা অপর সংসর্গী ব্যক্তির সদাচার দর্শনে ও সদুপদেশ শ্রবণে বালক সুশীল ও শিষ্ট হইয়া থাকে, আর

তাহাদিগের অসদ্ব্যবহার এবং অসদুপদেশ দর্শন ও শ্রবণ করিলে দুঃশীল ও কদাচারী হইবার সম্ভাবনা। স্থূল কথা এই যে, সৎকার্য্য ও সদাচার দ্বারা মানসিক সৎপ্রবৃত্তি সমূহ এবং অসদ্ব্যবহার ও অসদুপদেশ দ্বারা অসৎপ্রবৃত্তি সকল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। উপরি উক্ত উভয়বিধ মনোবৃত্তি পরিচালন দ্বারা মনুষ্য-মনে সৎ এবং অসৎ এই দুই প্রকার সংস্কারের সৃষ্টি হয়। পরন্তু বাল্য কালে কোমলান্তঃকরণে যে সংস্কার জন্মে তাহা যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা ব্যাপিয়াও কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অতএব বাল লব্ধ সংস্কার, ভালই হউক অথবা মন্দই হউক, এক প্রকার চিরস্থায়ী বলিলে বলা যায়। যদিচ তাৎকালিক কুসংস্কার যৌবনে বিদ্যা এবং নীতিশিক্ষা দ্বারা অনেক দমন থাকিতে, অথবা কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ফলতঃ তাহা মন হইতে এককালে বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু বাল্যকালে সুনীতি ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই আবশ্যক হইয়া আসিয়াছে। এই কালে মানস ক্ষেত্রে যে বীজ রোপিত হয়, তাহা ভাবী জীবনে বিদ্যা ও জ্ঞান সহযোগে সুবৃক্ষ ও সুন্দর ফলে পরিণত হয়। আর মনুষ্য যদি দুর্ভাগ্য-ক্রমে ভাবীকালে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন না করিতেও পারে, তাহা হইলেও বাল্যে তাহার অন্তঃকরণে কুসংস্কার বীজ নিহিত না হওয়ায় পরিণামে কুসংস্কারাপন্ন হইবার সম্ভাবনা অনেক অল্প হইয়া থাকে।

সচরাচর দেখা যায় বাল্যকালে বিবাহ হইলে বালক বালিকারা সুনীতি ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিবার অবসর পায় না। যে কালে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী

প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য ও তাহাদিগের হইতে সদাচার শিক্ষা করিবে, সে সময়ে তাহারা বৈবাহিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে বাধ্য হয়। যৌবন কালোচিত পরিহাস রসিকতার উপদেশ এক্ষণে সর্ব্বদা পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের মন রতি বিষয়িনী কথা শ্রবণে ও পর্য্যালোচনায় সহজেই অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। বাল্যকালে মনুষ্য স্বভাবতঃ রমণাদি ব্যাপার নিতান্ত অপরিজ্ঞাত থাকে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, বাল্যে বিবাহ সম্পাদিত হইলে মনুষ্য-মনে স্বভাবের আর তাদৃশ আধিপত্য থাকে না। বাল্যপরিণীতের মনে কথিত কারণে কামপ্রবৃত্তি অকালে আবির্ভাব হয়। যে সময় মনঃক্ষেত্রে লজ্জা, বিনয়, ভক্তি ইত্যাদি গুণের অঙ্কুর জন্মিবে, সে সময় কথিত গুণনাশক কামপ্রবৃত্তি মনোরাজ্যকে অধিকার করিয়া লয়। উল্লিখিত গুণ সমূহ মনুষ্য-মনে স্থান পাইয়া পরিবর্দ্ধিত হইলে জীবন যেরূপ অমূল্য ভূষণ স্বরূপ শোভা পায়, উহারা অনুন্নত বা নির্ম্মূলিত হইলে উহা সেইরূপই অলঙ্কারবিহীন কদাকার দেখাইয়া থাকে। এইরূপে বাল্যবিবাহিত দম্পতীর মনে লজ্জা ও বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্যক্ উদ্ভাবিত অথবা সমুন্নত হইতে পারে না। সচরাচর উহাদিগকে নির্লজ্জ ও অবিনয়ী হইতে দেখা যায়, ইহার মূলতত্ত্ব আর কিছুই নহে, কেবল বাল্যকালে পরিণয় হেতু সুনীতি ও সদাচার শিক্ষার অভাব।

বাল্য-দম্পতীর সুনীতি ও সদ্ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা বশতঃ পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য বোধ, এবং পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ি প্রভৃতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভাব জন্মে

না। এই হেতু গৃহকার্য্য, বিদ্যানুশীলন এবং শীলতা-সম্বন্ধীয় যে কোন উপদেশ তাদৃশ ফলদায়ক হয় না। বিশেষতঃ, বাল্যকালে যে সকল ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সুনীতি ও শীলতা শিক্ষা হইয়া থাকে, বিবাহ হইলে সেই সকল ব্যক্তি হইতেই আর তাদৃশ উপদেশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। বিবাহান্তে কন্যাকে কোন্ ব্যক্তি স্বামী ও শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ না দিয়া তাহার ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়া থাকেন? পুত্রকে তাহার জ্যেষ্ঠা শালী ও শ্বশ্রূকে কিরূপ মান্য করিতে হইবে, তাহার উপদেশ না দিয়া কোন্ জনক জননী উহার ভগিনী ও মাতার প্রতি ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ দেন? যাহা হউক, শৈশবে পরিণয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে বালক বালিকারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতির প্রতি স্বীয় স্বীয় ব্যবহার ও কর্ত্তব্য অবগত না হইতে হইতে শ্বশুর, শাশুড়ী, শালাজ ও শালী প্রভৃতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ উহাদিগের পক্ষে এরূপ অকালিক উপদেশ কোন কার্য্যকারীও হয় না। মনে কর, শ্বশুর শাশুড়ীকে "পিতা এবং মাতার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে হয়" এই উপদেশ তাহারা (বালক বালিকারা) যে সময়ে শিক্ষা পায়, সে সময়ে পিতা মাতাকে কিরূপ মান্য করিতে হয় অথবা তাঁহারা কিরূপ শ্রদ্ধার পাত্র, তাহা আদৌ অবগত নহে। অতএব বাল্যে পরিণয় হইলে কেবল শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি নহে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতিও যথোচিত কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ হয় না। ঐরূপ, পল্লীস্থ, গ্রামস্থ বা সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যে যথাযোগ্য সম্মাননা,

শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে হয়, বাল্যদম্পতী এ শিষ্টাচার সম্পূর্ণ অবগত হয় না। অধুনা পিতা মাতার প্রতি হতশ্রদ্ধা, শ্বশুর শ্বশ্রূর অসম্মান, জা ও দেবরদিগের সহিত কলহ ও মনান্তর, এবং ভাই ভগিনীর প্রতি ভগ্নস্নেহতা, আর পল্লী, গ্রাম ও সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত অসম্প্রীতি ও অসৌজন্য ইত্যাদি যে লক্ষিত হয়, তাহা অনেক স্থলে বাল্যবিবাহ হইতেই উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। পুরাকালের ন্যায় যদি বিদ্যা, সুনীতি ও সদ্ব্যবহার শিক্ষার পর বিবাহ হওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কথিত শোচনীয় অবস্থা কি বর্ত্তমান সমাজকে আক্রান্ত করিতে পারিত? কখনই নহে। পুরাকালের সহিত বর্ত্তমান কালের সামাজিক অবস্থা ও লৌকিক ব্যবহার তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়।

৩। বাল্য পরিণীত দম্পতীর সন্তানসন্ততি অসম্পুষ্ট, খর্ব্বদেহ, দুর্ব্বল এবং অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে।

দম্পতি-দেহের সম্যক্ বৃদ্ধি এবং শোণিত* শুক্রের প্রচুরতা ও পরিপক্কতা না হইতে হইতে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহা অসম্পুষ্ট ও খর্ব্বকায় হইয়া থাকে। এই কারণে অনেক স্থলে সন্তান ভ্রূণাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। আর যাহারা জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগেরও আবার যথোপযুক্ত পোষণ ও পালনের সম্ভাবনা থাকে না। শিশু সন্তানদিগের প্রচুর মাতৃস্তন্যই উপাদেয় আহার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালিকা প্রসূতির

* প্রাচীন আর্য্য বৈজ্ঞানিকেরা নারীর শোণিত (রজঃ), পুরুষের শুক্রের ন্যায় ভ্রূণোৎপাদনের অন্যতর উপকরণ বলিয়া জানিতেন। এ স্থলেও সেই অর্থে শোণিত শব্দ প্রযুক্ত হইল।

প্রচুর স্তন্যাভাব প্রায়ই অবশ্যম্ভাবী। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক হইতেছে যে, স্তন্যপায়ী জীব মাত্রেরই স্বীয় স্বীয় মাতৃদুগ্ধই স্বাভাবিক আহার। মনুষ্যের ছাগী বা গাভীদুগ্ধ স্বাভাবিক আহার নহে। মনুষ্য-দুগ্ধে যে পরিমাণে যে সমস্ত পদার্থ আছে, অন্যান্য জন্তুর দুগ্ধে সেই সমস্ত পদার্থের পরিমানের ন্যূনাতিরেক দেখা যায়। ঈশ্বরের এমনই বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশল যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় স্তন্যপায়ী শিশুর পরিপোষণার্থ বিশেষ বিশেষ পরিমিত দ্রব্যের প্রয়োজন হেতু, তত্তজ্জাতীয় মাতার স্তন্যে তদনুরূপ পদার্থসমূহ নিহিত রাখিয়াছেন। আর উহাদিগের পরিপাক শক্তিও যথোপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গো-দুগ্ধ মানবদুগ্ধ হইতে গুরু, গো-বৎস তাহা অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যশিশু উহা সহজে পাক করিতে পারে না। যাহা হউক ইহা সহজ জ্ঞান দ্বারা জানা যায় যে, যদি মনুষ্য শিশুর প্রকৃত আহার ছাগী বা গাভী স্তনে থাকিবে, তবে উহার প্রসূতি-স্তনে দুগ্ধ জন্মিবার উপযোগিতা কি? অধিকন্তু পশুস্ত্রী গর্ভধারণ ও বৎস প্রসব না করিলে মনুষ্য পোষণের জন্য তাহাদিগের স্তন কখন দুগ্ধ ধারণ করিতে প্রস্তুত হয় না। এক্ষণে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য-দুগ্ধ ব্যতীত অপর কোন জন্তুর দুগ্ধ মনুষ্যশিশুর স্বাভাবিক আহার নহে; * যদি তাহাই হইল, তবে অস্বাভাবিক আহার্য্যে যে স্বাভাবিক পুষ্টি সাধিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য

* আমাদিগের দেশে নিম্নশ্রেণীর সন্তানেরা শৈশবে সুপ্রচুর মাতৃদুগ্ধই পান করিয়া সুপুষ্ট ও দৃঢ়কায় হয়, ইহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই।

হইতেছে। প্রসূতির স্তন্যাভাব অথবা স্তন্যের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ আমরা অগত্যা সচরাচর সন্তানদিগকে গাভী বা ছাগ-দুগ্ধ পান করাইয়া থাকি। যে সন্তান কথিত দুগ্ধ পরিপাক (সহজে না হউক) করিতে পারে, সে তদ্দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়. আর যে পরিপাক করিতে না পারে, (ইহার সংখ্যাই অধিক) সে তদ্দ্বারা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে "হাতে মানুষ করা' (Hand fed) সন্তান কখন সুপুষ্ট ও সুসংবর্দ্ধিত হয় না। মাতৃ দুগ্ধের অসদ্ভাব হইলে হিন্দু পরিবার মধ্যে ধাত্রীর বা অপর কোন স্ত্রীর স্তন্য দেওয়ার প্রথা তাদৃশ প্রচলিত নাই। যদিও কোন স্থলে কোন রমণী কাহার সন্তানকে স্তন্যদান করে, কিন্তু ঐ সন্তান পীড়িত হইলে (এমনই কুসংস্কার!) আপন সন্তানের পীড়ার আশঙ্কায় তাহাকে আর দুগ্ধ দেয় না। ধাত্রীদুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও পাশব দুগ্ধ অপেক্ষা যে বিশেষ উপকারী তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা দুষ্প্রাপ্য বশতঃ এবং সকল অবস্থায় সকল শিশুর পরিপাকোপযোগী না হওয়ায় গাভী বা ছাগদুগ্ধই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে প্রসূতির দুগ্ধ নাই, তাহার সন্তানের পরিপোষণ এইরূপ অপ্রাকৃতিক উপায় দ্বারা সম্পাদিত হয়। আর প্রসূতি বালিকা হইলে পরিপোষণ ব্যতীত তৎকর্তৃক সন্তান লালন পালন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, যেহেতু দুগ্ধপোষ্য-শিশুর স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য অবগত হওয়া অদূরদর্শিনী ও স্বল্পবুদ্ধিমতী বালিকা মাতার কার্য্য নহে। সন্তানের মঙ্গলার্থ সর্ব্বদা মানসিক চিন্তা, আহার নিদ্রাদি বিষয়ে আত্মসুখবিসর্জন দ্বারা দৈহিক ক্লেশ ধারণ, ইত্যাদি কি এবম্বিধা বালিকা (মাতা) করিতে

পারে? পক্ষান্তরে সন্তান লালন পালন কার্য্য স্নেহময়ী মাতা হইতে যেমন সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়, অপর কাহা হইতে তাদৃশ হইবার আশা করা যাইতে পারে না। এই সকল কারণে বাল্য দম্পতীর অধিকাংশ সন্তানদিগকে অতি শৈশবাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়, এবং অনেকে শীর্ণদেহ ও রুগ্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের শরীর এবং ধাতু আজন্মতঃ রোগবিবারণী শক্তিতে হীন হয় বলিয়া, অতি সামান্য কারণেই, ঘোর মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

৪। বাল্য বিবাহিত দম্পতীর সন্তান সন্ততির মানসিক সৎবৃত্তি সমূহ আজন্মতঃ নিস্তেজ হয় এবং তন্নিমিত্ত ঐ সকল বৃত্তির ভাবী উন্নতির সম্ভাবনাও অল্প হইয়া থাকে।

শরীরাবয়বের ন্যায় মানসিক বৃত্তিও পিতা মাতা হইতে সন্তান প্রাপ্ত হয়; অতএব পিতা মাতার অনুন্নত মানসিক সৎবৃত্তির প্রতিরূপ সন্তানে বর্ত্তিতে গেলে উহা কিরূপে উন্নত গুণশীল হইতে পারে? বিশেষতঃ মনের সহিত দেহের যেরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ,* তাহাতে বাল্য-দম্পতি-সম্ভূত আজন্ম-দুর্ব্বল সন্তানদিগের মন বলিষ্ঠ হইবার কি সম্ভাবনা আছে? বাল্য-দম্পতি-প্রসূতেরা কথিতরূপে মানসিক নিস্তেজতা প্রাপ্ত হইয়া সমুচিত বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হয় না। অনেক স্থলে আবার পিতার দারিদ্র্য উহাদিগের শিক্ষা লাভেরও প্রতিবন্ধক হইয়া

* পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবেত্তৃগণ অধুনা মনকে দেহ হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মস্তিষ্কীয় ক্রিয়া কলাপের সমষ্টিই মন। কিন্তু এ পুস্তকে দেহ ও মন পৃথক্ বলিয়া বর্ণিত হইবে।

থাকে। যদি মানসিক দুর্ব্বলতার সহিত বিদ্যা লাভ না হয়, তবে মনুষ্যের মানসিক সৎবৃত্তির উন্নতির আশা কোথায়?

৫। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় পুরুষদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক অকালমৃত্যু সংঘটন হয়, এজন্য সমাজে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; বিশেষতঃ নারীদিগের বাল্য বা যৌবনাবস্থায় বৈধব্য দশা উপস্থিত হয় বলিয়া নানাবিধ দুঃসহ ক্লেশ ও অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে।

আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজে যে সকল কারণে অকাল মৃত্যু অতি প্রবল দেখা যায়, বাল্যবিবাহ তন্মধ্যে অগ্রগণ্য। সামাজিক রীত্যনুসারে পুরুষ জাতি সংসার-নির্ব্বাহ-প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জনে নিযোজিত থাকিয়া বহুপরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। অনেক বাল্যপরিণীত পুরুষ সুশিক্ষিত না হইতে হইতে এবং দৈহিক দৃঢ়তা ও কর্ম্মঠতা না জন্মিতে জন্মিতে সংসার-ভারগ্রস্ত হয়; সুতরাং উহারা প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত অপরিমিত পরিশ্রম ও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে। শারীরিক ও মানসিক পরিমিত পরিশ্রম স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্তু উহার অপরিমিততা সাধারণ শরীরবিধানের ক্ষয় সাধন এবং মনের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে। যদিও প্রচুর পুষ্টিকর আহার্য্য ভক্ষণ দ্বারা কথিত দৈহিক ক্ষতি ও মানসিক নিস্তেজতা কতকাংশে পূরণ ও দূর হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অমিতশ্রমা অর্থোপার্জ্জক দিগের মধ্যে তাদৃশ আহার্য্যের অভাব প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। একে হিন্দু-ভক্ষ্য সামগ্রীতে পুষ্টিকর পদার্থ অল্পই, তাহাতে আবার অর্থোপার্জ্জনকারীদিগের সচরাচর স্বকীয় দেহ পোষণার্থ প্রচুর পুষ্টিকর আহার্য্য অপেক্ষা

পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ সঞ্চয়ের প্রতিই অধিকতর লক্ষ্য রাখিতে হয়। এজন্য এই শ্রেণীর লোকদিগের দেহ সমুচিত পোষণাভাবে সত্বরে দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যদেহ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যৌবন কালে রক্তস্রাব, যক্ষা ও জীর্ণেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পীড়া প্রবণ থাকে।* এই কালে বাল্যপরিণীতের উপরোক্ত অধিক পরিশ্রম ও অপ্রচুর পোষণের বিষময় পরিণাম যোগ দিলে যে কোন এক মারাত্মক রোগ উৎপাদন করিয়া অকাল মৃত্যু সংঘটন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বাস্তবিক এই কারণেই বর্ত্তমান সমাজে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় অনেক পুরুষ প্রাণত্যাগ করে। আর বাল্যপরিণীত নারীদিগের মধ্যে যদিও অকাল মৃত্যুর অনেকানেক কারণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু অপরিমিত শারীরিক ও মানসিক শ্রম এবং সমুচিত পোষণাভাব তন্মধ্যে পরিগণিত নহে। ইহারা স্বল্পশ্রমসাধ্য গৃহ কার্য্যাদিমাত্র করিয়া থাকে, এজন্য উহাদিগের সামান্য পুষ্টিকর আহার্য্যেই পর্য্যাপ্ত হয়। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বাস্থ্য রক্ষার ঘোরতর ব্যতিক্রম বশতঃ বাল্যপরিণীত-নারী অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যেই অকাল মৃত্যুর আধিপত্য অধিক। হিন্দু সমাজে অল্প বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলে স্বামীর বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামী বিয়োগে স্ত্রীর সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে; যেহেতু মৃতপত্নীক পুরুষ পুনঃ দার গ্রহণ করত পুত্র কন্যার জনক এবং পরিবারের রক্ষক হইয়া, স্বচ্ছন্দে না হউক, এক প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। অন্য

* Dr. Tanner's Clinical medicine by Dr. Tilbury Fox p. 89.

পক্ষে স্বামীহানা স্ত্রী পুত্রোৎপাদনে বিরত থাকিয়া সামাজিক রীত্যনুসারে আমরণকাল বহুক্লেশে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। বাল্যপরিণীতা বিধবা রমণীদিগের মধ্যে যাহাদিগের ২। ১টী পুত্র থাকে, তাহারা কথঞ্চিৎ সুখে জীবন যাপন করিতে পারে; যেহেতু পুত্র কন্যার মুখ দর্শন করিয়া পতিবিয়োগ শোক অনেকাংশে লাঘব হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু যে রমণীদিগের সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, তাহারা ইহ সংসারে চিরজীবন যাতনা ও সন্তাপ ব্যতীত আর কিছুই ভোগ করিতে পায় না। আবার অনেক স্থলে বাল্যবিবাহিতা দুর্ভাগা নারীরা পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বেই পতিহীনা হইয়া থাকে। হায়! ইহারা সংসারসুখে কি ভয়ানক রূপে বঞ্চিত হয়; স্বামী সম্ভোগ যে কি পদার্থ, তাহা ইহারা কিছুই অবগত হয় না। এই শেষোক্ত রমণীদিগকে বর্ত্তমান সমাজ "কড়ে রাঁড়" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বোধ হয় পূর্ব্বকালে বালিকার বৈধব্য দশা প্রায় উপস্থিত হইত না, এজন্য সাধুভাষায় তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদক কোন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, কথিত সংজ্ঞা যদিচ হৃদয়-বিদারক, কিন্তু উহা উচিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অস্মদ্ সমাজে নারীদিগের বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে যে সমস্ত অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা বিধবা বিবাহ প্রকরণে বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইবে।

৬। বাল্যপরিণয়ে স্ত্রী ও পুরুষের অকালগর্ভধারণ ও অকাল শুক্রক্ষয় হেতু অন্যান্য নানাবিধ অনিষ্ঠোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইহা বলা বাহুল্য হইতেছে যে, বাল্যে পরিণয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ

হইলে রমণী উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে গর্ভধারণ করে, এবং পুরুষও অসময়ে শুক্র ক্ষয় করিতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে গর্ভ ধারণ করিলে যে কেবল মাতৃ দেহের প্রয়োজনীয় সমুদ্বর্দ্ধন হয় না, এমত নহে; উহা নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আর তদবধি পুনঃপুনঃ গর্ভধারণ করিতে থাকিলে প্রসূতি-দেহের অচিরে পতন হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বাল্যকাল হইতে সন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করিলে ঐ সন্তান নিশ্চয়ই দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সাধারণ স্ত্রীর যতসংখ্যক সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, এস্থলে তদপেক্ষা অনেক অল্প সংখ্যক উৎপন্ন হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, অল্প বয়স্ অবধি সন্তান জন্মিতে থাকিলে স্ত্রীর সমুদয় জীবনে বহুসংখ্যক সন্তান উৎপত্তির সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। বাল্য হইতে গর্ভোৎপত্তি হইতে থাকিলে রমণীদেহে যে অবশ্যম্ভাবী দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা তাহার অকালে জরাবস্থা সমাগত হইয়া থাকে, এবং এই প্রযুক্ত তাহার স্বাভাবিক সন্তান জননশক্তিও খর্ব্ব হইয়া যায়। আবার অনেক বালিকা প্রসূতির ২।১ বার মাত্র গর্ভ ধারণের পর জননেন্দ্রিয় এরূপ বিকৃত হইয়া পড়ে যে, যৌবন বা প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর গর্ভ ধারণ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। অপর কতকগুলি ৪।৫।৭ বৎসর অন্তরে গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে রমণীর অকাল গর্ভোৎপত্তিই উহার প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এস্থলে ১টী উদাহরণ স্মৃতিপথে উদয় হইল। একদা একটী বৃদ্ধা তাহার পুত্রবধূর গর্ভাবস্থা কি না এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিবার কালে বলিল "বাবা

আমার বধূর আজ বার বৎসর সে লেঠা নাই, অল্পবয়সে একটী মেয়ে প্রসব করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

অপর, পুরুষের অকালে শুক্র ক্ষয় হইলে যে কেবল স্বকীয় দৈহিক ও মানসিক নিস্তেজতা এবং ঔরস জাত সন্তান হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু হইয়া থাকে, এমত নহে, (ইহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে) ঐ সঙ্গে উহার স্বীয় সন্তান-জনন-ক্ষমতারও হ্রাসতা উপস্থিত হয়। অকাল শুক্রক্ষয়ীদিগের মধ্যে কোন কোন স্থলে শুক্রের সন্তানোৎপাদক গুণ লোপ পাইয়া যায়, আবার কোথাও বা রমণক্ষমতা অকালে বিলুপ্ত হয়। সাধারণতঃ সুস্থ শরীরীর বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত রমণ ক্ষমতা এবং সেইকাল পর্য্যন্ত তাহার শুক্রে ভ্রূণোৎপাদিকা শক্তি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে বাল্যবিবাহ ও তন্নিবন্ধন অকাল শুক্রক্ষয় প্রভাবে আর সে প্রাকৃতিক নিয়ম ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, নাই বলিলেই হয়। অনেক স্থলে স্ত্রীর স্বাস্থ্য সুন্দর এবং তাহার জননেন্দ্রিয় ভ্রূণ ধারণে সম্পূর্ণ যোগ্য দেখা যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার (প্রৌঢ়!) স্বামীর তৎকালে ভ্রূণোৎপাদন ক্ষমতা, এমন কি হয়ত রমণশক্তিও নাই। ঈদৃশী স্ত্রীর যদি পূর্ব্বে ২। ১ টী সন্তান জন্মিয়া থাকে তবেই মঙ্গল, নতুবা তিনি আবার সমাজের নিকট বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধিনী, এবং হয়ত তন্নিবন্ধন যাবজ্জীবন সপত্নী সহবাসরূপ ঘোরতর দণ্ড প্রাপ্তও হইয়া থাকেন।

অনেক স্থলে বাল্যবিবাহিতা রমণীর প্রথম ২। ৩টী গর্ভ বা সন্তান উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়; সাধারণে তাহার গর্ভ বা গ্রহাদি সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়া তাহাকে "মড়ুঞ্চে পোয়াতি" বলিয়া আখ্যা দেয়। তৎপরে অর্থাৎ বয়স্থাবস্থায়

যে সন্তান জন্মিয়া জীবিত থাকে, লোকে তাহাকে মড়ুঞ্চে পোয়াতির সন্তান কহে এবং ইহার অনেক "ফাড়া" অর্থাৎ বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া থাকে। (বাস্তবিক উল্লিখিত সন্তানদিগের স্বভাবতঃ দুর্ব্বলতা বশতঃ নানা রোগ ও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা বটে।) যাহা হউক, এই প্রসূতির প্রথম সন্তানগুলি কেন বিনষ্ট হয় এবং শেষের সন্তানই বা কেন জীবিত থাকে, সমাজ ইহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না। ইহার প্রকৃত কারণ—প্রথমতঃ অপক্ক বর্য্য ও অনুপযুক্ত জরায়ু ক্ষেত্র, দ্বিতীয়তঃ পরিণত বীর্য্য ও উপযুক্ত গর্ভাশয়। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস এই যে, যত দিন গ্রহদোষ অথবা গর্ভদোষ, যাগ, যজ্ঞ বা ব্রত দি নিয়ম দ্বারা অপনীত না হয়, অথবা ভূত প্রেতাদির দৃষ্টি হইতে গর্ভিণীকে রক্ষা করিতে না পারা যায়, তাবৎ মড়ুঞ্চে পোয়াতির গর্ভ বা সন্তান কোন ক্রমে বাঁচে না। এই মৃতবৎসারা প্রায় শীঘ্র শীঘ্রই গর্ভ ধারণ করে। অকালে বা পরিণতকালে প্রসব হওয়ার পর ইহাদিগের শারীরিক ও জ্ঞানেন্দ্রিক স্বাস্থ্য প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত না হইতে হইতে পুনর্গর্ভ সঞ্চিত হয়। এদিকে ২।১টী সন্তান বা গর্ভ নষ্ট হইলেই হিন্দুপ্রসূতি স্ত্রী সুলভ কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া দেবতাদির ব্রত ও নিয়মাদি পালন করিতে থাকে। উপবাস, মধ্যে মধ্যে অন্ন ত্যাগ ও নানা প্রকার ঔষধ ভক্ষণ ইত্যাদি ঐ সকল ব্রত নিয়মাদির অঙ্গ। একে পুনঃ পুনঃ গর্ভ ধারণ বশতঃ শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা জন্মে, এবং সন্তানের রুগ্নতা ও অকালমৃত্যু বশতঃ মানসিক উৎসাহ বিরহতা উপস্থিত হয়, তাহাতে আবার উপবাস, আহারাদির

ব্যভিচার এবং নানা প্রকার ঔষধ ভক্ষণ হেতু, ঐ প্রসূতি ও তাহার ভাবী সন্তানের কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, সচরাচর নানা অনিষ্টই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল নারী-দিগের মধ্যে অনেকের প্রসব কালান বা অন্যান্য সময়ে নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়া অকালে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। হায়! মাতার পীড়া বিশেষতঃ মৃত্যু হইলে শিশু সন্তানের (বিশেষ অস্মদ্ সমাজে) কি ভয়ানক ক্ষতি ও বিপদ উপস্থিত হয়! পিতার কি দুরবস্থাই না ভোগ করিতে হয়! অল্প বয়সে স্ত্রীবিয়োগ তন্নিবন্ধন পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ, এবং মাতৃহীন কন্যা পুত্রদিগকে লালন পালন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা গৃহস্থের পক্ষে কি ঘোর ক্লেশাবহই হইয়া থাকে! আক্ষেপের কথা কি কহিব, যদি কোন রমণী এরূপ অকালে মৃত হয়, এবং তাহার সন্তান না থাকে, তবে সমাজের বিশেষ কোনও দুঃখ নাই। আর ২। ৪টী বালক বালিকা রাখিয়া মরিলে সমাজ উক্ত সন্তান-দিগের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র আক্ষেপ প্রকাশ করত মৃতা স্ত্রীকে সধবা মৃত বলিয়া ভাগ্যধরা, পুণ্যবতী ইত্যাদি শব্দে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। সমাজ! তুমি কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখ না যে, এ সকল রমণীরা কিরূপে ভাগ্যধরা ও পুণ্যবতী হয়? আর উহাদিগের স্বামী ও সন্তানেরা কি নিমিত্ত এতাদৃশ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে!

এই বাল্য বিবাহ প্রথা হইতে আরও অনেকানেক অনিষ্ট এবং অনিষ্টাদনিষ্ট উদ্ভূত হইয়া সমাজে বিকীর্ণ হইতেছে; কিন্তু এপ্রস্তাবে যাহা উল্লেখ করা হইল, তাহাই পর্য্যাপ্ত বোধ

হইতেছে। এক্ষণে অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অধোনতি যে অনেকাংশে বাল্য বিবাহ-নিদানভূত, তাহা প্রতীত হইবে। এই বিবাহ-প্রসূত-অনিষ্ট নিচয় সমাজ সাধারণ্যে চিরপরম্পরা চলিয়া আসিলে সমাজের আরও কি দুরবস্থা ঘটিত, এবং এখনও যদি প্রবর্ত্তিত থাকে, তবে ভবিষ্যতে আরও কি দুর্গতি উপস্থিত হইবে তাহা অনুভব করা কঠিন। পূর্ব্বতন সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুরিক, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইহার কোন বিবাহই পুরুষদিগের বাল্যাবস্থায় দার গ্রহণ, এবং অকালে রতিসেবা ও সন্তানোৎপাদনের সহায়তা করিত না। ঐরূপ গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ রমণীদিগকেও যৌবনের পূর্ব্বে পতিলাভ ও সন্তান প্রজনন ব্যাপারে নিয়োজিত করিত না। যদিও ব্রাহ্মাদি বিবাহে ঋতুক্ষরণের পূর্ব্বে যোগ্যপাত্রে কন্যা প্রদত্তা হইত, কিন্তু সেই দান সচরাচর বাক্‌দানপর ছিল।* ব্যাসসংহিতায় অবগত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ প্রতিশ্রুতির পরে কালান্তরে বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিলে কোন দোষ নাই।† আর মনু কহি-

---

* দত্তাং বাগ্‌দত্তাং—ইমাং কন্যাং অমুকায় দাতব্যেতি প্রতিশ্রুতামিতি যাবৎ। অত্র বিশেষমাহ নারদঃ——

ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।
গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানমাসুরাদিষু চ ত্রিষু॥

† তুভ্যং দাস্যামাহমিতি গ্রহীষ্যামীতি যস্তয়োঃ।
কৃত্বা সময়মন্যোন্যং ভজতে ন স দণ্ডভাক্‌॥

য়াছেন, বাক্‌দানান্তে যদি শুল্কদ বর মৃত হয়, তবে কন্যার সম্মতি লইয়া সেই কন্যা তাহার দেবরকে সম্প্রদান করিবে।১

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৈবাহিক সম্বন্ধাবধারণ ও বাক্‌দান নির্ব্বাহের কিছু কাল পরে বিবাহ সংস্কার হওয়ার রীতি ছিল।* এবং তখন কন্যার এরূপ বয়ঃ প্রাপ্তি হইত যে, সে বিবাহ বিষয়ে স্বকীয় মতামত দিতে সক্ষম হইত। যাহা হউক ইহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মাদি বিবাহে কন্যা রজোদর্শনের অনতিপূর্ব্বে পাত্রস্থা হইত। পরন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, তৎকালে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যতকাল রজঃস্রাব উপস্থিত না হইত, ততকাল নারী (বিবাহিতা হইলেও) স্বামী সম্ভোগে নিয়োজিতা হইত না।† এই সকল সুনিয়ম সমাজে বিদ্যমান থাকায় রমণীরা প্রায় অকালে রজোদর্শন, সুতরাং গর্ভোৎপাদন করিত না। আর এই সন্তান পরিণত-বীর্য্য-পুরুষ ও যুবতীনারী সংযোগে জন্মিত বলিয়া তাদৃশ দোষাবহও হইত না। তখনকার লোকের শৌর্য্য, বীর্য্য ও দীর্ঘায়ুই তাহার পরিচয় দেয়। পাছে, ঘটনা ক্রমে স্বল্প বয়সে স্ত্রীপুরুষ সংযোগে সন্তানোদ্ভব হয়, এজন্য প্রাচীন আর্য্যেরা বিশেষ-

---

১ কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং ম্রিয়েত যদি শুল্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে॥ ৯ অঃ। ৯৭॥

* এখনও এই বাক্‌দান প্রথা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিছু বিকৃতভাবে প্রচলিত আছে।

† অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মান্দ্রাজ প্রদেশে অপ্রাপ্ত-রজস্কা বিবাহিতা নারী পিত্রালয় হইতে স্বামীর আলয়ে প্রেরিত হয় না।

রূপ সাবধান করিয়াও দিয়াছিলেন। জ্যোতিষতত্ত্ব-ধৃত ভুজবলভীম বচনে জানা যায় যে, ঊর্দ্ধবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষ ঊর্দ্ধষোড়শ বর্ষীয়া নারী সংযোগে অপত্য উৎপাদন করিলে, তাহা উত্তম হয়, এবং উহার ন্যূন বয়সে অধম অপত্য জন্মিয়া থাকে। আর আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ভগবান্ ধন্বন্তরি উপদেশ দিয়াছেন—(সুশ্রুত দ্রষ্টব্য) অনূর্দ্ধপঞ্চ-বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ ঊনষোড়শ বর্ষীয়া নারী সংযোগে গর্ভোৎপাদন করিলে ঐ গর্ভ কুক্ষিস্থাবস্থায়, অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়া অচিরে নষ্ট হয়, আর যদি জীবিত থাকে, তবে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়।

কিন্তু, হায়! কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক অবস্থা ও লৌকিকাচার এক্ষণে কত পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে! বর্ত্তমান সমাজে পূর্ব্ব আচার ব্যবহার কতক লুপ্ত হইয়াছে, কতক বা বিকৃত ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। উপরোক্ত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে এক্ষণে কেবল ব্রাহ্ম বা প্রাজাপত্য এবং আসুরিক এই উভয় প্রকার বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। ইহাও আবার শাস্ত্রীয় শাসন শ্লথ ও অনাদৃত হওয়ায় বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহাতে প্রায় সকল রমণীকেই বাল্যাবস্থায় পরিণীত হইতে হয়। পুরুষেরও আর বিবাহোপযোগী বয়ঃ এবং বিদ্যালাভের প্রয়োজন করে না। বিবাহের পূর্ব্বে দ্বিজাতির উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য-ও সমাবর্ত্তন সমাধান করা নিয়ম বটে, কিন্তু সমাজে এই সকলের নাম ভিন্ন আর কি আছে? আমাদিগের ব্রাহ্মণেরা অধুনা উপনীত হইয়া বেদ চতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তে মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য সাধনের বিনিময়ে তিন দিন,—"কোথা

কোথা একাদশ দিন মাত্র—ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অবলম্বন করেন। তদনন্তর সমাবর্ত্তন সমাধান করিয়া দার পরিগ্রহ করিতে অনুজ্ঞাত বা অনুরুদ্ধ হন। শূদ্রজাতি দ্বিজসংস্কার বিবর্জ্জিত, এ জন্য বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিগের কোন নিয়মই পালন করিতে হয় না। বলিতে গেলে, ইহারা আজন্মই বিবাহ করিতে অধিকারী। বাল্যবিবাহের এই সকল অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান সত্ত্বে সামাজিক লোকের পূর্ব্ব বর্ণিত প্রবৃত্তিমূলক কারণ সমূহ যোগ দেওয়ায় বাল্য বিবাহ এক্ষণে সমাজসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বিষময় ফল কিছু কাল ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসায় হিন্দুসমাজের এই হেয় অবস্থা। এখনও যদি এই কুপ্রথা নিবারণের উপায় বিধান করা যায়, তবে অনেক মঙ্গল, নতুবা সমাজ এককালে অধঃপাতে যাইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, ক্ষেত্র উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যদি বীজ—বিশেষতঃ অপক্ক বীজ—রোপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বীজ প্রায় নিরঙ্কুর হইয়া যায়; যদি অঙ্কুর জন্মে, তবে তাহা স্বাভাবিক রূপ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় না। যাহা কথঞ্চিৎ হয়, তাহাতে শস্য বা তাহার ফল অপেক্ষাকৃত অনেক নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ উপ্ত হইলে, বিশেষ কারণ ব্যতীত, তাহা ব্যর্থাঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্বীজোৎপন্ন বৃক্ষ যথোপযুক্ত পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করত উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে। কথিত নৈসর্গিক ব্যাপার আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি, এমন কি, অস্মদ্দেশের সামান্য বুদ্ধিজীবী কৃষ-

কেরাও ইহা বিশেষ অবগত আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অল্পা বয়স্কা রমণীর অনুপযুক্ত জরায়ু ক্ষেত্রে অপক্ক বীজ নিহিত হইলে যে অনেক স্থলে উহা ব্যর্থ হয়, এবং অনেক স্থলে উহা দ্বারা গর্ভোৎপত্তি হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, কোথায় বা অপুষ্ট ও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সন্তান জন্মিয়া আচিরে অথবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, ইহা আমাদিগের (আর্য্য সমাজ বলিতে লজ্জা হয) বর্ত্তমান কৃতবিদ্য সভ্য সমাজ এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই; ইহা কি সামান্য শোচনীয় ব্যাপার!

বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় সমাজে কত ক্ষতি, কত অনিষ্ট ও কত দুঃখ উৎপাদিত হইতেছে, তাহা কে গণনা করিবে? ইহাতে ঈশ্বরের কত সৃষ্টি কৌশল নিষ্ফল, ও তাঁহার কত মঙ্গলাভিপ্রায় অকৃতসিদ্ধ হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য!

পাঠকগণ! ইহা বলা বাহুল্য হইতেছে যে, এক্ষণে বাল্য-বিবাহ প্রথা সমাজ হইতে অবিলম্বে বিদূরিত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। দীপালোক যেরূপ রজনী সমাগমের পূর্ব্বে অকর্ম্মণ্য এবং তৈলাদির ক্ষতজনকমাত্র হয়, বাল্যাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের পরিণয়ক্রিয়াও ঠিক সেইরূপ নিষ্প্রয়োজনীয় এবং নানা প্রকার অনিষ্টকর হইয়া থাকে। এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইতেছে না; কেবল সমাজস্থ ব্যক্তিরা আপনাপন কন্যা পুত্রের যথাকালে * পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করিলেই যথেষ্ট হয়।

* "বিবাহ ব্যবস্থা" দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অসম বিবাহ।

যে পরিণয়ে পাত্র ও কন্যার পরস্পারের বয়সের অযোগ্যতা বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে অসম বিবাহ আখ্যা দেওয়া যায়। ইহাতে বৃদ্ধপুরুষ যুবতী ও বালিকার সহিত, প্রৌঢ় বালিকার সহিত, আর বৃদ্ধা রমণী যুবক বরের সহিত, এবং প্রায় তুল্য বয়স্ক বরকন্যা পরস্পরে সংযোজিত হয়।*

এই অসম বিবাহ মুসলমান ও খৃষ্টীয় সমাজে বিশেষ প্রচলিত দেখা যায়। মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রী পুরুষের বৈবাহিক কাল নির্দ্ধারণ নাই। তৎ তৎ সমাজে উপরোক্ত অনেক প্রকারের অসম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেও ইহার কয়েক প্রকার আকার দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ পূর্ব্বতন আর্য্য সমাজে এই অসম বিবাহের আচরণ ছিল কি না সন্দেহ। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বর কন্যার বয়সে উল্লেখ আছে। ধর্ম্ম প্রয়োজক ঋষিদিগের মতে বয়ঃকনিষ্ঠা নারীই বিবাহ্যা।১ এই কনিষ্ঠতা স্থূল গণনায় এক

---

*বাল্য বিবাহও এই শেষ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু তাহা পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

১। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্। গোতম।

... ...যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত। বশিষ্ঠ।

অনন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণ-সংযুতাং। ব্যাস।

তৃতীয়াংশ।১ মনুর মতে একতৃতীয়াংশ হইতে দুইপঞ্চমাংশ, কিম্বা ১৬। ১৮ বৎসর।২

শাস্ত্রানুসারে পুরুষ কৃতবিদ্য হইলে ২৪ বৎসরের পরে দার পরিগ্রহ করিতে অনুজ্ঞাত।* আর মৃতপত্নীক অপুত্রক পুরুষ ৪৮ বৎসরের পূর্ব্বেই পুনরুদ্বাহ করিতে উপদিষ্ট।৩ অধিবেদন (পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে) স্থলে বিশেষ বিশেষ কারণ বশতঃ বিশেষ বিশেষ কালে দারান্তর গ্রহণ প্রয়োজন হইলে তাহাও ৪৮ বৎসরের পূর্ব্বেই সম্পাদ্য। কেন না শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশৎ বৎসরের পরে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া অরণ্য গমনের যোগ্য কাল স্থির করিয়াছেন।৪ অতএব পুরুষ ২৪ হইতে ৪৮ বৎসর—এই উভয় সীমান্তর্বর্ত্তী—বয়ঃক্রম মধ্যেই বিবাহ করিতে অধিকারী হইতেছে। এদিগে শাস্ত্রানুসারে ৮ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা দানের কাল। ইহার পরেও রমণীর বিবাহ সংস্কার অনির্ব্বহনীয় নহে। অবস্থা বিশেষে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্তও নারী অবিবাহিতা ও উদ্বাহ্যা থাকিতে পারে।

১। বর্ষৈরেকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎত্রিগুণঃ স্বয়ম্।

বিষ্ণু পুরাণ, ৩অ০। ১০অ০।

২। মনু ৯ অ০। ৯৪।

* বাল্য বিবাহে দ্রষ্টব্য।

৩। অষ্টচত্বারিংশদব্দং বয়ো যাবন্ন পূর্য্যতে।

পুত্রভার্য্যাবিহীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকারিতা॥

উদ্বাহতত্ত্ব-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ।

৪। বনং পঞ্চাশতো ব্রজেৎ।

দায়ভাগ। ১ অ। ৩৯ শ্লোকের টীকা।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, পিত্রাদি কর্তৃক অদীয়মানা কন্যা ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করণানন্তর স্বসদৃশ বরে স্বয়ম্বরা হইবেক।১ আর, যোগ্য অর্থাৎ গুণবন্ত বরের অভাবে কন্যা আমরণকাল পিতৃগৃহে থাকিবে।২ অপবক্ক, অতি প্রৌঢ়া বা অতিবৃদ্ধা কন্যা (অবিবাহিতা নারী) অনুকূল নহে, প্রত্যুত কুলধর্ম্মের বিরোধিনী।৩ ইহা ভিন্ন পূর্ব্বতন সমাজে বিধবা রমণীর পুনঃপরিণয় অশাস্ত্রীয় বা অপ্রচলিত ছিল না।* অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তখন সমাজে অবস্থা ভেদে নারী অল্প বয়স হইতে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহনীয়া থাকিত।† সুতরাং উপরোক্ত ২৪ হইতে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পুরুষ বিবাহেচ্ছু হইলে শাস্ত্রানুসারে স্বকীয় বয়োযোগ্যা ভার্য্যা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিত।

১। ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥
মনু ৯ অ। ৯০।

ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্।
বিষ্ণু।

২। মনু অ ৯। ৮৯।

৩। অতিপ্রৌঢ়া চ যা কন্যা নানুকূল্যাং প্রতীক্ষতে।
অতিবৃদ্ধা চ যা কন্যা কুলধর্ম্মবিরোধিনী ॥
উদ্বাহতত্ত্ব-ধৃত রাজমার্ত্তণ্ড।

* পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

† অদ্যাপি কোথা কোথা কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উপযুক্ত (গুণ সম্পন্নের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কুল সম্পন্ন) বরের অভাবে কন্যাকে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত কৌমার্য্যাবস্থায় রাখিবার প্রথা আছে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের কথিত বৈবাহিক বয়োনিয়মের কি উপযোগিতা আছে?

১। স্ত্রী পুরুষ যে সমস্ত উদ্দেশ্যে পরস্পর পরিণয় সূত্রে সম্বদ্ধ হয় সন্তানোৎপাদন তন্মধ্যে প্রধানতম। এই মহান্ অভিপ্রায় সুসিদ্ধির নিমিত্ত উহাদিগের পরস্পর উপযুক্ত কালে সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। প্রায় তাবৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতে স্ত্রীপুরুষের সংযোগ কেবল অপত্যোৎপাদনার্থ লক্ষিত হয়। আর্য্য মহর্ষিরাও "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" বলিয়া পুরুষের ভার্য্যাগ্রহণের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু পশ্বাদি জীব এবং উদ্ভিদ্ জগৎ যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যথা কালে স্বীয়২ জাতি বিবর্দ্ধনে নিয়োজিত হয়, মনুষ্য সেরূপ নহে। বুদ্ধি ও বিবেকশক্তি-সম্পন্ন-মনুষ্য সামাজিক জীবন ধারণ করে বলিয়া পশুবৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে। ইহাদিগের সন্তানোৎপাদন-সাধক-স্ত্রীপুং সংযোজনা, এবং তৎপক্ষে উপযুক্ত কাল নির্ব্বাচন ইহাদিগের বিবেচনা, বুদ্ধি ও সুবিধার উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। শারীরতত্ত্বানুসন্ধানে অবগত হওয়া যায়, যে সন্তান জনন শক্তি স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান থাকে। এই শক্তি স্ত্রীজাতির অপেক্ষাকৃত অগ্রে উদ্ভব এবং অগ্রে বিলুপ্ত হয়। এই হেতু নারী পুরুষের অগ্রে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সন্তানোৎপাদন উদ্দেশে যে বিবাহ অর্থাৎ স্ত্রীপুং সংযোগ, তাহাতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়োধিক্য হওয়া উচিত। এ পক্ষে শাস্ত্রকারেরা যে কনীয়সী ভার্য্যাকেই বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহা যুক্তি সঙ্গত।

আর, শারীর বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, রজঃ প্রারম্ভ হইতে উহার নিবৃত্তি পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা নারীর গর্ভোৎপত্তির কাল। এই কাল সুশ্রুতের মতে ১৩ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।১ আধুনিক পাশ্চাত্য শারীর-তত্ত্বজ্ঞেরাও নারীর (হিন্দু) রজঃ আরম্ভ ও নিবৃত্তির কাল সাধারণতঃ ১৩ এবং ৪৫।৫০ বৎসর বয়সে গণনা করেন।২ আর, পুরুষের জননক্ষমতা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই বৃদ্ধত্বের সাধারণ সীমা সুশ্রুতের মতে ৭০ বৎসর,৩ এবং এখনকার শারীর-তত্ত্বজ্ঞ দিগের মতেও ৬৫। ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত।৪ স্থলবিশেষে স্ত্রী পুরুষের এই ক্ষমতা উল্লিখিত সময় গতেও বর্ত্তমান থাকে। এবিষয়েও পুরাতন আর্য্য ও আধুনিক ইউরোপীয় শারীর তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রায় একমত। রাজবল্লভ-রাত্রিকৃত্যে অবগত হওয়া যায় যে, স্ত্রী ও পুরুষের জনন ক্ষমতা ৫৫ ও ৭৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।৫ যাহাহউক সাধারণ ও বিশেষ স্থল লইয়া বিবেচনা

১। রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥

২। Mr Robert, Kirkes, Tylersmith.

৩। চত্বারিংশৎ সমা যাবৎ তিষ্ঠেদ্বীর্য্যাদিপূরিতঃ।
ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাদাবস্তবতি সপ্ততিঃ॥

৪। Professor Owen. See Lancet Feby 24-1872.
Acton. On the Reproductive organs. page 239.

৫। পঞ্চপঞ্চাশতো নারী সপ্তসপ্ততিতঃ পুমান্।
দ্বাবেতৌ ন প্রসূয়েতে প্রসূয়েতে বিপর্য্যয়াৎ॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

করিলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের অপত্যোৎপাদন শক্তি ২০ বৎসর অধিক বয়স্ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। অতএব স্ত্রীর সমুদয় ঋতু জীবন সন্তনোৎপাদনে নিয়োজিত রাখিলেও পুরুষের অপেক্ষা তাহার বয়স ২০ বৎসর ন্যূন হইলে ক্ষতি নাই। সূক্ষ্মদর্শী মনুর বৈবাহিক বয়োনিয়মে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স ১৬। ১৮ বৎসর, বা তৎসম কোন কালমাত্র ন্যূন দেখা যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রকারদিগের বৈবাহিক বয়োনিয়ম সন্তানোৎপাদনের বিঘ্নকর নহে।*

২। রমণেচ্ছার তৃপ্তি-সাধন মনুষ্য সমাজে বিবাহের অন্যতর প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রজা বৃদ্ধি ও রক্ষা হেতু এই ইচ্ছা জীব দেহে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইতর প্রাণিরা সংস্কার পরতন্ত্র বলিয়া চিরকাল ইহার যথাযথ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সন্তান প্রজনন কালেই পশুস্ত্রীর রমণেচ্ছা উদ্ভব ও চরিতার্থপর হয়, সময়ান্তরে উহা নিদ্রিতবৎ থাকে। সমাজ বন্ধনের পূর্ব্বে মনুষ্যজাতিতেও বোধ হয় ঐরূপ অবস্থা ছিল। এখনও অসভ্য জাতীয় মনুষ্যমধ্যে কামপ্রবৃত্তি পরিচালন বিষয়ে পশুভাব লক্ষিত হয়। সভ্য সমাজে নানা কারণে যদিও রমণ প্রবৃত্তির বিলক্ষণ ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তথাপি এক্ষণও রমণীর গর্ভানুকূল কালে অর্থাৎ সচরাচর ঋতুস্রাবের পরে কয়েক দিন পর্য্যন্ত, রতি প্রবৃত্তি প্রবল হয়; তদ্ভিন্ন

* এই শাস্ত্রোক্ত বয়োনিয়ম বর্ত্তমান সমাজ ও কালের উপযোগী কি না, তাহা এই পুস্তকের "বিবাহ ব্যবস্থা" পরিচ্ছেদে বিবেচিত হইবে।

সময়ে উহা অপ্রবল থাকে।১ কোন কোন নারীর আর্ত্তব কালে রিরংসা বৃত্তি এত প্রবল হয় যে, বিবেচনা, লজ্জা, ধর্ম্মভয় অথবা সমাজ-শাসন তৎকালে তাহাদিগকে পুং-সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয় না। বোধ হয় এই কারণেও আর্য্য সমাজে ঋতুস্রাব না হইতে নারীর বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছিল। যাহাহউক আর্ত্তব ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, যে স্ত্রীর রমণলিপ্সা উদয় হইলে পুরুষের সঙ্গম প্রয়োজন। এদিকে ঐশ্বরিক আশ্চর্য্য নিয়মে পুরুষের ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত প্রায় এক ভাবে থাকে। সুতরাং রমণীর রমণ লালসার উদয় হইলেই পুরুষের ঐ ইচ্ছার তৃপ্তি-সাধন-যোগ্য কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আদিম সমাজে এই নিয়মে অনেক স্থলে স্ত্রী পুরুষের সংযোগ নির্ব্বাহ হইত। মনু উপদেশ দিয়াছেন ঋতু কালেই, * এবং ভার্য্যা প্রীতির জন্য অন্য সময়েও, পুরুষ স্ত্রীগমন করিবে।২ গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিরও এই মত। পরন্তু দেখা যায় সমাজ ক্রমশঃ যতই সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছে ততই উহার বিপরীত অবস্থা। এক্ষণে স্ত্রীপুরুষের কামেন্দ্রিয়ের চরিতার্থ সাধন সভ্যসমাজে

১। Dr. Tylersmiths' Manual of Obstetrics p. 57

* শাস্ত্রানুসারে নারীদিগের ষোড়শ রাত্রি ঋতু কাল। ইহার আদ্য চারি রাত্রি নিন্দিত।

২। ঋতু কালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥
৩ অ। ৪৫।

বিবাহের প্রথমোদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাহউক পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রমণেচ্ছা স্ত্রীপুরুষের সন্তানোৎপাদন প্রবর্ত্তক, এবং যখন দেখা যায়, এই ইচ্ছা স্ত্রী পুরুষের অপত্যোৎপাদন কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে,১ তখন শাস্ত্রোক্ত বৈবাহিক বয়োনিয়ম নরনারীর সামাজিক জীবনে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধনেরও উপযোগী।

৩। দাম্পত্য সহায়তাও বিবাহের অন্যতম প্রয়োজন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ পুরুষজাতি অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল, এজন্য সংসারে নারী পুরুষের সতত সাহায্য সাপেক্ষ। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এই যুক্তিতেই স্ত্রীজাতিকে জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্য দেন নাই। উহারা যৌবনকালে পতির বশে বা আশ্রয়ে থাকিতে উপদিষ্টা হইয়াছে। বাস্তবিক যৌবনকাল, বিশেষতঃ স্ত্রীর পক্ষে, যেরূপ বিষমকাল— এই কালে নৈসর্গিক নিয়মে দুষ্প্রবৃত্তি সকল যেরূপ প্রবল হইয়া উঠে,২ তাহাতে উহাকে নানাপ্রকার দূষণ হইতে পরিরক্ষা করা এবং তাৎকালিক দুর্জ্জয়-ইন্দ্রিয়পিপাসা পরিতৃপ্ত করা, স্থির-চরিত্র অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক পুরুষেরই কার্য্য। পক্ষান্তরে পুরুষজাতি সাংসারিক নানাবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া প্রেমময়ী কামিনীর মধুরালাপ ও অকাতর শুশ্রূষায় বীতক্লেশ হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এইরূপ পরস্পর

১। তদূর্দ্ধন্তু ভবেৎ প্রৌঢ়া যাবৎ পঞ্চ শতঃ পুনঃ।
বৃদ্ধা ততঃ পরং জ্ঞেয়া সুরতোৎসববর্জ্জিতা॥

ভাবপ্রকাশ।

২। Dr Taylor's Medical Jurisprudence p 583.

সহায়তা লাভ সৌকার্য্যার্থে মনুষ্যসমাজে স্ত্রীপুরুষের উপযুক্ত কালেই পরিণীত হওয়া প্রার্থনীয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৈবাহিক কাল নিয়ম স্ত্রীপুরুষের কথিত পরস্পর প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা লাভের অপক্ষপাতী, ইহা বোধ হয় না।

উপরে স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিকযোগ্য কাল একপ্রকার দর্শিত হইল। এক্ষণে স্থূলতঃ বোধগম্য হইতেছে এই যোগ্যকাল অতিক্রম করিয়া স্ত্রী পুরুষ পরস্পরে বিবাহিত হইলে তাদৃশ বিবাহকেই প্রকৃতার্থে অসম বিবাহ কহা যায়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে কয়েক প্রকার অসম বিবাহ প্রচলিতের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অত্যন্ত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধপুরুষের সহিত বালিকার যে পরিণয় তদ্বিষয়ই এই প্রস্তাবে আন্দোলিত হইবে।

পুরাকালে হিন্দু মণ্ডলীতে যুবা বরেই কন্যা দানের প্রথা ছিল।১ পুরুষের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতির জন্য জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থাংশকাল অর্থাৎ ২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ণীত।[মনু] এ জন্য সচরাচর চব্বিশ বৎসরের পর হইতে অনেকেই ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া গৃহী হইত। যদি কোন গৃহস্থের দৌর্ভাগ্য বশতঃ অপত্যোৎপাদন এবং ধর্ম্মকার্য্য সমা-

---

১। এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিত পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্য।

শান্তায় গুণিনে চৈব যূনে চ বিদুষেঽপি চ।
বৈষ্ণবায় সুতাং দত্ত্বা দশবাপীফলং লভেৎ॥
ব্রঃ বৈঃ প্রকৃঃ, খ, ১৪ অঃ।

ধান করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিত, তবে আটচল্লিস বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সে পুনরায় তৎক্ষণাৎ দার গ্রহণ করিত; না করিলে প্রত্যবায় ছিল।১ কিন্তু তদনন্তর পত্নী পরিগ্রহ করিলে অবৈধ আচরণ করা হইত। কেন না, তৎকালে তাহার আশ্রমান্তর [বানপ্রস্থ] গ্রহণের কাল উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, সে কালে অতি প্রৌঢ় কিম্বা বৃদ্ধাবস্থায় কোন পুরুষই বিবাহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত না। বৃদ্ধ বরে কন্যা দানেরও বিলক্ষণ দোষ শ্রুতি শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে।২ আশ্চর্য্যের বিষয়! তৎকালে মনুষ্যের আয়ুঃ বল ও বিক্রমাদি এখনকার লোকের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সন্তানোৎপাদন ও রমণ-ক্ষমতাও দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিত, তথাপি তাহারা বৃদ্ধাবস্থার কথা দূরে থাকুক, ৪৭ বৎসরের পরে কখন বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। কিন্তু

১। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

দক্ষ।

অষ্টচত্বারিংশদব্দং বয়ো যাবন্ন পূর্য্যতে।
পুত্রভার্য্যাবিহীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকারিতা॥

উদ্বাহতত্ত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণ।

২। বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা।
দরিদ্রায় চ মূর্খায় রোগিণে কুৎসিতায় চ॥

* * * *

ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি যশ্চ কন্যাং দদাতি চ॥

ব্র-বৈ-প্রকৃ-খ, ১৪ অ০।

হায়! বর্ত্তমান সমাজের লোক হীনবল ও অল্পায়ুঃ, এবং ইহা-দিগের সন্তানোৎপাদনাদি ক্ষমতা অল্পকাল স্থায়ী হইলেও অতি প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ সম্পাদন বিরল নহে। আবার সামাজিক প্রথানুসারে অতিপ্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বর নয় কি দশ বৎসর-মাত্র বয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও অধর্ম্মের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক যখন দেখা যাইতেছে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুরুষ ৪৮ বৎসর হইতে কোন অবস্থাতেই বিবাহ করিতে অধিকারী নহে, এবং কন্যা-দাতাও বৃদ্ধ বরে কন্যা সমর্পণ করিতে নিবারিত, তখন কিরূপে এই অসমবিবাহ সমাজে প্রবর্ত্তিত ও এতদূর প্রচলিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

হিন্দুদিগের আদিম বর্ণচতুষ্টয়ের আশ্রমাধিকার চর্চ্চা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বান-প্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম, ক্ষত্রিয়—প্রথমোক্ত তিন, বৈশ্য—প্রথমোক্ত দুই, এবং শূদ্র—একমাত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বা আশ্রমে অধিকারী।১ এই অধিকার সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের তুল্যভাবে ছিল, কলি প্রবর্ত্ত হইলে উহারা বান-

---

১। চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ॥
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ।
উদ্বাহতত্ত্ব।

প্রস্থ এবং পরিব্রজ্যা ধর্ম্মাধিকার হইতে নিবৃত্ত হইল।১ অতএব বৈশ্য ও শূদ্র চিরকাল, এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কলির আদি হইতে, বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্ম অবলম্বনে অনধিকারী হইয়া আসিতেছে। যদিচ কলি-নিষিদ্ধধর্ম্ম সমাজে এখনও কতক কতক অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা অধিকাংশে যে অননুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। যাহাহউক, জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং অনন্তর শ্রেষ্ঠবর্ণ ক্ষত্রিয় সাধারণতঃ কলির প্রারম্ভ হইতে বানপ্রস্থাদি ধর্ম্ম অবলম্বনে নিরস্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রমেই জীবন পাত করিতে প্রবৃত্ত, ইহা মানিতে হইবে।

১। সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
* * * * * * *
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ।
বৃহন্নারদীয়। উদ্বাহতত্ত্বধৃত।
* * *
* * *
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা॥
* * * * *
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
আদিত্যপুরাণ। উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

এইরূপে ইহাদিগের বানপ্রস্থ গমনের অধিকার লোপ হইলে তদর্থ উপযুক্ত কালের বিধানও স্থলশূন্য হইয়া পড়িল। "বনং পঞ্চাশতো ব্রজেৎ" কিম্বা "গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলিপলিত-মাত্মনঃ। অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥" (মনু) ইত্যাদি উপদেশ ক্রমে গৌরবভ্রষ্ট হইতে লাগিল। ঐরূপে গৃহস্থা-শ্রমে অবস্থিতি কালে গৃহস্থের স্ত্রী বিয়োগ হইলে তাহার পুনরায় দারগ্রহণে কাল বিলম্ব করায় আশ্রম চ্যুতির ভয়ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুতরাং "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" এ বচনেরও আর আদর থাকিল না। এক্ষণে মৃতপত্নীক পুরুষ সাংসারিক সুবিধা অনুসারে যথাকালে ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে পারিলেন। অধিবেতৃগণও শাস্ত্রানুমোদিত প্রতিক্ষণীয় কাল সংকীর্ণ বিবেচনা করিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত অধিককাল প্রতীক্ষা করিয়া দারান্তর গ্রহণ করা ন্যায় সঙ্গত বোধ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, এই প্রকারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মণ্ডলীতে অতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধাবস্থায় পুরুষের দার পরিগ্রহ রীতি কতক চলিত হইয়া পড়িল। বৈশ্য ও শূদ্র জাতি যদিও পূর্ব্বাপর গৃহস্থাশ্রমেই জীবন ক্ষয় করিতে অনুজ্ঞাত, তথাপি তাহারা কলির পূর্ব্বে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধকালে বিবাহে প্রবৃত্ত হইত, এমত বোধ হয় না; কেন না শূদ্রাদি জাতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আচরণ দৃষ্টে কার্য্য করিবে ইহা শাস্ত্রাভিপ্রায়, এবং সামাজিক ব্যবহারেও প্রায় ঐ রূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব কলি প্রবর্ত্তিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আদর্শে বৈশ্য ও শূদ্রও যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। অধুনা শাস্ত্রীয় শাসন ও সামাজিক নিয়ম কোন বর্ণকেই কোন অবস্থায়

বিবাহ করিতে নিবারণ করে না। এককালে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া অলঙ্ঘিত রূপে প্রতিপালিত হইত, কালের পরিবর্ত্তে তাহা এক্ষণে অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে। অধিক কি, আজ কাল বহু পুত্রের জনক, হয়ত পিতামহ হইয়াও, স্ত্রী হীন হইলে অসময়ের সহায়তা (পীড়িতাবস্থার সেবাদি) জন্য বৃদ্ধ কালে দারান্তর গ্রহণ করিতেছে। এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অধুনা নানা কারণে বর্ত্তমান সমাজে বালক বালিকার পরিণয়ও বিলক্ষণ প্রচলিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে পুরুষজাতি আবাল্য বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে ব্রতী, কিন্তু এদিগে তাবৎ নারী বাল্যাবস্থায়ই সামাজিক রীত্যনু-সারে পাত্রস্থা হইয়া থাকে।——সমাজে বালিকাকন্যা সম্প্র-দানের অনুরাগ এত অধিক যে, কন্যা অষ্টমবর্ষীয়া হইলেই পিতা আপনাকে কন্যাভারগ্রস্ত বিবেচনা করেন। কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বিত্তহীন হয়, তবে তিনি দয়ার পাত্র। এ দুঃখি-সমাজ হইতেও তাদৃশ ব্যক্তি অর্থানুকুল্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সকল রমণী যে সত্বরে বিবাহিতা হইয়া থাকে, ইহা বলা বাহুল্য। অপিচ বর্ত্তমান সমাজে স্বয়ম্বর ও বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। যোগ্য পাত্রের অভাবে কন্যাকে বহুকাল অনূঢ়া রাখার রীতিও লুপ্ত প্রায়। অতএব ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ত্রয়োদশ বর্ষের নারী প্রায় অবিবাহিতা থাকে না। এক্ষণে সহজে বোধ-গম্য হইবে যে, আবালবৃদ্ধপুরুষ বালিকা মাত্রকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিলে কি রূপে অসম বিবাহ অবশ্যম্ভব না হইবে?

দেখা যায়, কৌলিন্য প্রথা ও দরিদ্রতা এই অসম বিবাহের

প্রকৃষ্ট সহকারী। অনেক স্থলে উহাদিগের প্রভাবে অতীব শোকাবহ অসম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এই অসম বিবাহ হইতে কি কি অনিষ্ট উদ্ভব হইতেছে তাহা নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মতে এস্থলে কেবল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পুরুষের সহিত বালিকার সংযোগ-সম্পাদক বিবাহের বিষয়ই আলোচিতব্য।

১। অসম বিবাহিত দম্পতির মধ্যে প্রায় সুখকর দাম্পত্য-সৌহার্দ্দ জন্মে না।

একের মনের ভাব অপরের মনোভাবের সহিত, সম্পূর্ণ না হউক, অধিকাংশে ঐক্য না হইলে তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের প্রত্যাশা করা যায় না। মনুষ্যের মানসিক ভাব ও প্রবৃত্তি জীবনের অবস্থা ভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়, এজন্য বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং বৃদ্ধের সহিত বৃদ্ধের সৌহার্দ্দ স্বভাবসিদ্ধ দেখা যায়। আর বালকের সহিত যুবার, যুবার সহিত প্রৌঢ়ের, কিম্বা প্রৌঢ়ের সহিত বৃদ্ধের প্রণয়, উহাদিগের মানসিক প্রবৃত্তির অল্প বিভিন্নতা হেতু, অনেক স্থলে সম্ভাবিতও হয়। কিন্তু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রবৃত্তি প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সহিত বালকের ও যুবার সম্প্রীতি এক প্রকার অসম্ভাব্য। অসম বিবাহিত দম্পতিই এই শেষ উদাহরণের স্থল, তাহার সন্দেহ নাই।—বালিকা বা যুবতীর মানসিক প্রবৃত্তি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পুরুষের মানসিক প্রবৃত্তির কখনই সদৃশ নহে, প্রত্যুত অতীব বিভিন্ন। অতএব তাহাদিগের

পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের আশা দূরাশা বলিতে হইবে। অপিচ দাম্পত্য প্রণয়ের প্রথম সোপান ইন্দ্রিয়-সুখতৃপ্তি দ্বারা গঠিত হয়। বৃদ্ধদম্পতি মধ্যেও যে অকৃত্রিম প্রণয় লক্ষিত হয়, যৌবন-কালিক তাহাদিগের পরস্পরের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা আদিম কারণ। অসম-বিবাহিত দম্পত্তির সচরাচর এই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ সুখ সম্যক লাভ হইতে পায় না। এখানে স্ত্রী তরুণাবস্থা প্রাপ্ত না হইতে হইতে স্বামী বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়। রমণীর রিরংসাবৃত্তি যৌবনে যেরূপ প্রবল হয়, পুরুষের ঐ বৃত্তি বৃদ্ধকালে সেই রূপ হীনবল হইয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধ স্বামী হইতে তরুণীর রমণ বিষয়ে সন্তোষ লাভ এক প্রকার অসম্ভাবিত। এই হেতু বৃদ্ধ স্বামী বিদ্যা, রূপ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সম্পন্ন হইলেও, যুবতী স্ত্রীর কেবল কামেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকারী হইতে না পারিয়া তাহার কখনই প্রীতিভাজন হইতে পারে না। পণ্ডিতবর বিষ্ণুশর্ম্মা সত্য বলিয়াছেন যে, যেমন হিমার্ত্ত ব্যক্তি-দিগের চন্দ্রকিরণে এবং ঘর্ম্মার্ত্ত ব্যক্তিদিগের সূর্য্যকিরণে মন তুষ্ট হয় না, তেমনি বৃদ্ধ পতিতে যুবতী নারীর মনস্তুষ্টি হইতে পারে না।* সচরাচর দেখা যায়, বৃদ্ধপতি যুবতী ভার্য্যার সন্তোষ সাধনার্থ বহুল যত্ন প্রদর্শন এবং অত্যধিক স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার যত্ন ও স্নেহ, দুগ্ধের স্বাদ তক্রে যেরূপ মিটিবার নহে, সেইরূপ অকৃতকার্য্য হয়। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী" এই মহাজন বাক্যের দৃষ্টান্ত আমরা

---

* শশিনীব হিমার্ত্তানাং ঘর্ম্মার্ত্তানাং রবাবিব।
মনো ন রমতে স্ত্রীণাং জরাজীর্ণেন্দ্রিয়ে পতৌ॥

অসমবিবাহের প্রসাদে নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছি। দম্পতীর মধ্যে একজন তুষ্ট ও অন্য জন অসন্তুষ্ট থাকিলে দাম্পত্য সুখের সম্ভাবনা নাই, বরং দাম্পত্য জীবন বিড়ম্বনাময় বোধ হয়। দক্ষ বলেন, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে "রক্ত একো বিরক্তোঽন্যঃ তস্মাৎ কষ্টতরং নু কিম্।"

২। অসম বিবাহে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য—সন্তানোৎপাদন—অনেক স্থলে ব্যাহত হয়, আর জাত অপত্যরাও দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া থাকে।

এই বিবাহ সম্পাদন কালে পুরুষের জনন ও রমণ ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকা অসম্ভাবিত নহে, পরন্তু স্ত্রীর তরুণাবস্থা উপনীত হইতে হইতে উহার ঐ ক্ষমতা নিস্তেজ ও ধ্বংস হওয়া সম্ভব। যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে অসম বিবাহিতা নারীর গর্ভধারণ যোগ্য কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহার স্বামীর ঔৎপাদিকা শক্তি বিলুপ্ত হয়, তবে সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা এক কালেই থাকে না। আর যে স্থানে ঐ শক্তি স্ত্রীর যৌবনোদ্গমে নিস্তেজ হইয়া আইসে, তথায় অত্যন্ত রতিসেবা সঙ্ঘটিত হইলে (যাহা প্রায় নিশ্চয়) পুরুষের জনন শক্তি সচরাচর নাশ হইয়া যায়; সুতরাং এ স্থলেও সন্তান না জন্মিবার সম্ভাবনা*। অপিচ অসম বিবাহিত দম্পতীর পরস্পরের বয়স ও স্বাস্থ্যের অত্যন্ত বিসদৃশতা হেতুও কোন কোন স্থলে অপত্যোৎপাদন হয় না।*

এতদ্ভিন্ন স্থলে অর্থাৎ অসম বিবাহিত পুরুষের জনন শক্তি বয়োধর্ম্মে ও রমণাতিশয্য বশতঃ বিকৃত ও ক্রিয়া শূন্য না হইলে সন্তানোৎপাদন হইয়া থাকে। পরন্তু এই সন্তানের সংখ্যাও

* Churchill's Midwifery. See—Sterility.

অল্প। যদিও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে ৪।৫ সন্তানের জনক হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা সাধারণ নহে। সচরাচর অসম বিবাহে ২।১ টী মাত্র সন্তানোদ্ভব হইয়া থাকে। পরিতাপের বিষয়, এই সন্তানেরা আবার নৈসর্গিক কারণে নিস্তেজ ও অনুদ্বর্দ্ধনশীল এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে অস্মদ্দেশে স্ত্রীলোকেরা সত্বরেই ঋতুমতী হয়, তাহাতে প্রচলিত কুৎসিত প্রথানুসারে রজো দর্শনান্তেই উহারা, বিশেষতঃ অসম পরিণীতা স্ত্রীরা, সন্তানোৎপাদন ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে যাহারা গর্ভবতী হয় তাহারা প্রায় প্রথম ঋতুর পরে অল্পকাল মধ্যেই হইয়া থাকে। ইহা বলা বাহুল্য হইতেছে, ঈদৃশী নারীদিগের দেহের সম্যক্ বৃদ্ধি ও পুষ্টি না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন হয়। পক্ষান্তরে পুরুষ ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ক্ষীণবল হইতে আরম্ভ হয়।* অতএব এক্ষণ হইতে, কাহার কাহার মতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স হইতে পুরুষের বৃদ্ধত্ব আরম্ভ।† এই কাল উপস্থিত হইলে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের অবস্থান্তর উপস্থিত হয়।—বৃষাণ অর্থাৎ অণ্ডে অপেক্ষাকৃত অল্প রক্ত সঞ্চালিত বা প্রেরিত হইতে থাকে। উহা ক্রমশঃ শুষ্ক ও স্পর্শবোধ হ্রসিত এবং উহার রক্তবহা নাড়ী সকল সংরুদ্ধ হইয়া আইসে। শুক্র (যাহা অণ্ডের যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা

* Dr. C. Black Vide Lancet October1872.

† বাঙ্গালির বৃদ্ধত্ব সচরাচর ৪৮ বৎসর হইতে প্রারব্ধ হয়, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না।

রক্ত হইতে নিঃসৃত হয়) অপ্রচুর, এবং উহার স্বভাব ও অবস্থার ব্যত্যয় ও শক্তির হ্রাসতা সঙ্ঘটন হয়। শুক্রস্থ ভ্রূণোৎপাদক সজীববৎ পদার্থ (যাহা পুংস্ত্বের সার বস্তু) খর্ব্বসংখ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।* এই অবস্থার পর জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলোপ হয়। এক্ষণে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে, অসম পরিণীত দম্পতী হইতে সন্তানোৎপাদিত হইলে সে সন্তান কিরূপ অবস্থাপন্ন হইবে।

ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, গর্ভসঞ্চয় কালীন পিতা মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা অপত্যের ভাবী দৈহিক ও মানসিক অবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। অতএব বালিকা মাতা ও বৃদ্ধ পিতার সন্তানেরা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে যে দুর্ব্বল ও অনুদ্বর্দ্ধনশীল হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি? "বৃদ্ধ পিতার সন্তানেরা অধিকাংশে কৃশ ও স্নায়ব ধাতু বিশিষ্ট হয়, পিতার ন্যায় বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন হয় না, পরিণামে মস্তিষ্কীয় ও স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহারা অকালেই কালগ্রাসে পতিত হয়।" বাস্তবিক জরাগ্রস্ত, সুতরাং জীর্ণেন্দ্রিয় ও ক্ষীণজীবনীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তানেরা কিরূপে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে? য়্যাকটন্ বহুদর্শন জ্ঞান দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বৃদ্ধের সন্তানদিগের জীবনাশা অল্প। ইহাদিগের বাল্যাবস্থা দূষিত, নবযৌবন দুর্ব্বল ও কামতৎপর, মধ্যাবস্থা অমিত-রতিসেবা-সম্পন্ন, এবং মৃত্যু সত্বর ও আকালিক।† মহোদয় য়্যাকটনের কথিত বহুদর্শন জ্ঞান অবশ্যই

---

* M. Parise.

† Acton. On the Reproductive organs. page 243.

ইউরোপীয় সমাজ হইতে লব্ধ হইয়া থাকিবে, সুতরাং তিনি তৎ-সমাজে যুবতী বা প্রৌঢ়ার সহিত বৃদ্ধের পরিণয়োৎপন্ন সন্তানের অবস্থা দেখিয়াই উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি হিন্দুসমাজের বালিকা ও বৃদ্ধ, কিম্বা বালিকা ও প্রৌঢ় সংযোগে উৎপন্ন সন্তানদিগের অবস্থা বহুদর্শন করিতেন তবে আরও কিরূপ ভয়ানক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন তাহা বলা যায় না।

বর্ত্তমান সমাজে ইহা অলক্ষিত নহে যে, কত ব্যক্তি শেষা-বস্থায় পরিণয় করণানন্তর সন্তানোৎপাদনে অকৃতকার্য্য হইয়া অনুতপ্ত হইতেছে। কত ব্যক্তি একটীমাত্র কন্যা বা পুত্রের জনক হইয়া সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা বিহীন হইতেছে। ইহা কে না প্রত্যক্ষীভূত করিতেছে যে, অসম পরিণয়োৎপন্ন সন্তা-নেরা দুর্ব্বল, অসম্পুষ্ট ও রুগ্ন হইয়া থাকে এবং সামান্য কার-ণেই জীবন ত্যাগ করে।

৩। অসম বিবাহে সচরাচর অন্যায় ও অতিরিক্ত রতি-সেবা বশতঃ নানাপ্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়।

ইহা বলা বাহুল্য যে, অসম পরিণীত স্ত্রী পুরুষ অন্যায় রূপে কামেন্দ্রিয় পরিচালিত করে। এই ইন্দ্রিয় পরিচালনোপযোগী এবং রিরংসাবৃত্তি চরিতার্থ পরায়ণ না হইতে হইতে স্ত্রীকে রতি-সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। আর পুরুষের ঐ ইন্দ্রিয় যখন পরিমিত পরিচালন যোগ্য হয়, তখন তাহা অমিতরূপে চালিত, আর উহাকে যখন নিষ্ক্রিয় রাখা কর্ত্তব্য তখন উত্তেজিত করা হইয়া থাকে। স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে, দেহ ও মনঃ সম্যক উন্নত না হইলে কামেন্দ্রিয়ের পরিচালন (বিশেষতঃ অন্যায়রূপে) নিতান্ত

অবৈধ; করিলে উহাদিগের উন্নতি প্রতিহত হয় এবং দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। অসম পরিণীতা রমণীর এই সমস্ত ঘটনা অনিবার্য্য। পুরুষেরও পূর্ব্ব অকালিক রতিসেবা বশতঃ উপরোক্ত অবস্থাপন্ন হওয়া বিচিত্র নহে, কেন না বাল্য-বিবাহ সমাজে অবিরল। দ্বিতীয়তঃ বয়োধর্ম্মে যে সময়ে উহার দৈহিক যন্ত্র সমুচ্চয়—বিশেষতঃ রমণেন্দ্রিয়, নিস্তেজ ও ক্লান্ত হইয়া আইসে, তখন কর্ত্তব্যানুরোধে অসম পরিণীতের এই যন্ত্রকে উত্তেজিত করা প্রয়োজন হয়। রতিক্রিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই দৈহিক ক্ষতি বা দুর্ব্বলকর।* এই হেতু দৈহিক ইন্দ্রিয় সকলের সুপ্রবলাবস্থায় তাদৃশ কার্য্য বিহিত। এই কালে অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে রতিসেবাজনিত ক্ষতি অনায়াসে পরিপূরণ হইয়া যায়; পক্ষান্তরে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের তাদৃশ ক্ষতিপূরণ সম্ভবে না। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে, তরুণাবস্থায় যে সকল চিন্তা বা বিষয় তাঁহাদিগের সহজেই কামেন্দ্রিয় উদ্রিক্ত করিত, এক্ষণে তাহারা সেরূপ করিতে অপারগ। আরও ইহারা বহুদর্শন দ্বারা বুঝিতে পারে যে, বর্ত্তমানকালিক রতিসেবা পূর্ব্বের ন্যায় সুখকর নহে বরং পীড়াকর। এই কালে প্রকৃতি দেবী রিরংসা-বৃত্তিকে ক্ষীণ করিয়া দিয়া মনুষ্যকে শিক্ষা দেন যে, অতঃপর কামেন্দ্রিয়কে ন্যায্যরূপে পরিচালিত কর, কিম্বা এককালে বিশ্রাম করিতে দেও। এবং তন্নিবন্ধন ন্যায্যকাল পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের সহিত জীবন উপভোগ কর। কিন্তু হায়! অসম পরিণীত পুরুষেরা প্রকৃতির ঈদৃশ হিতকর শিক্ষায় কর্ণপাত করিতে পারে না। প্রত্যুত তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে

* Acton,

বাধ্য হইয়া থাকে। লজ্জার কথা! অনেকে ঔষধাদি দ্বারা স্বীয় নিস্তেজস্ক ও নিদ্রোন্মুখ কামেন্দ্রিয়কে বলিষ্ঠ ও জাগ্রত করিতে চেষ্টিত হয়। যাহা হউক এইরূপে অসম পরিণীত পুরুষেরা অস্মদ্‌সমাজে অনেক স্থলে অন্যায় ও অতিরিক্ত রতিসেবার বিষময় পরিণাম স্বরূপ চিত্তবিভ্রংশ, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক পীড়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সত্বরে কালগ্রাসে পতিত হয়। বৃদ্ধাবস্থায় সুরতব্যাপারে লিপ্ত হওয়া আর যমকে নিমন্ত্রণ করা, বিবেচনা করিলে উভয়ই তুল্য।

অসমপরিণীতা রমণীরা অকালে সন্তানোৎপাদন ও জাত অপত্যের পরিপালনে নিয়োজিত হইয়া দৈহিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিতে অক্ষম হয়। এবং রমণাতিশয্য প্রযুক্ত উহারা মৃগী ও অপরাপর স্নায়ব রোগ এবং জরায়ুর নানাবিধ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। * অনেকস্থলে অকালমৃত্যু ইহাদিগকে শীঘ্র লোকান্তরিত করে। পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে অবগত থাকিতে পারেন যে, এক এক ব্যক্তি ভার্য্যানাশক (মাগখেগো) বলিয়া সমাজে পরিচিত হয়। এই ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা উল্লিখিত কারণে পুনঃ পুনঃ মৃত হয় বলিয়া লোকে উহাদিগকে ঐরূপ আখ্যা দিয়ন থাকে। ধরিতে গেলে বাস্তবিক ঐ পুরুষেরাই উহাদিগের ভার্য্যার পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কারণ।

উল্লিখিত অনর্থ ব্যতীত আরও অনেক অনিষ্ট এই অসম বিবাহ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রচুর স্থানাভাব প্রযুক্ত এস্থলে

* Acton, page 157.

প্রধান তিনটীর উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। অসম পরিণয়ে—

১। দম্পতীমধ্যে স্বামীর সচরাচর অপেক্ষাকৃত বহু অগ্রে মৃত্যু বশতঃ স্ত্রীর বহুদিন বৈধব্য ক্লেশভোগ।

২। স্ত্রী পুরুষের ব্যাভিচার দোষ।

৩। অনেকস্থলে জারজ পুত্রকে ঔরসজ বলিয়া পরিগণনা।

১। অসম বিবাহিত দম্পতীমধ্যে পুরুষের বয়স্ স্ত্রীর অপেক্ষা অনেক অধিক হয়; অতএব প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই তাহার জীবন অপেক্ষাকৃত বহু অগ্রে অবসিত হওয়ার সম্ভাবনা; এবং সচরাচর ইহাই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। যদিও পূর্ব্বকালে স্থল বিশেষে বিধবা নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সে প্রথা অপ্রচলিত। এক্ষণে স্বামীর মৃত্যু হইলে হিন্দুরমণীকে আমরণকাল বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। হিন্দুবৈধব্যযন্ত্রণা সহজ কথা নহে, অন্যান্য (খৃষ্টীয় ও মুসলমান) সমাজে অনেক বিধবা স্ত্রী, পত্যন্তর গ্রহণে অধিকার থাকিলেও তাহা গ্রহণ না করিয়া সাংসারিক অন্যান্য সুখে সুখিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। পরন্তু হিন্দুনারী বৈধব্যদশাগ্রস্ত হইলে সামাজিক রীত্যনুসারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন দ্বারা তাবৎ ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে বাধ্য হয়, এবং তন্নিমিত্ত শারীরিক ও মানসিক অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করত জীবন ক্ষয় করে। নারী বৃদ্ধাবস্থায় পতিহীনা হইলে তাহার অবশিষ্ট স্বল্প জীবন ব্রহ্মচর্য্যে ন্যস্ত করা ততদূর কঠিন নহে। যেহেতু এই কালে উহার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জরাজীর্ণ

দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহজেই বিশ্রাম লাভে প্রস্তুত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অসমপরিণীত রমণীরা অল্প বয়সে—সচরাচর যৌবন বা তৎপূর্ব্বকালে—পতিহারা হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে ঐ কাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সুকঠিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কতদূর কষ্টকর, তাহা হিন্দুসমাজে বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

২। অসমবিবাহিত দম্পতীমধ্যে পুরুষ অপেক্ষা রমণী ব্যভিচারদোষে অধিকতর লিপ্ত হয়। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পুরুষ বালিকা রমণীকে বিবাহ করিয়া স্বীয় কামেন্দ্রিয় চরিতার্থ হেতু স্ত্রীর যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা অনেক স্থলে কঠিন বোধ করে, দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে ব্যভিচারদোষ এক্ষণে সমাজে ততদূর গর্হিত নহে, অতএব উল্লিখিত অসম বিবাহিত পুরুষেরা অন্ততঃ স্ত্রীর যৌবনোদ্গম পর্য্যন্ত পর-স্ত্রী সম্ভোগ করিতে সচরাচর প্রবৃত্ত হয়। অসমপরিণীতা রমণীদিগের মধ্যে যাহারা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করা অপেক্ষা রিরংসা বৃত্তি (সম্যক্) চরিতার্থ করা অধিকতর আবশ্যক বোধ করে, তাহারা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ স্বামীকে অতিক্রম করিয়া, কিম্বা বিধবাবস্থায় পর-পুরুষ আশ্রয় করত ব্যভিচার পথের পথিক হয়। হিন্দুসমাজে এক-পাতিত্ব ধর্ম্মের পবিত্র ভাব যদিও রমণীমাত্রের হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থিত, তথাপি অসমবিবাহিত রমণীর যৌবনসুলভ প্রবল ইন্দ্রিয়পিপাসা জরাগ্রস্ত পতি বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সর্ব্বত্র প্রশমিত বা ক্ষান্ত থাকিবে, ইহা আশার অতীত। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, অসম বিবাহিত দম্পতীমধ্যে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য বিস্তর, এবং উহার বিধবাবস্থায় রক্ষাকার্য্য সচরাচর সুচারুরূপে সম্পা-

দিত হয় না। এবং এই সকল অবস্থা অনেকস্থলে উহাদিগের ব্যভিচার দোষের সহায় হইয়া থাকে।

৩। কথিত ব্যভিচার দোষ যখন অসম পরিণীত নারীদিগের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন জারজ সন্তানের উদ্ভব অবিরল হয়। ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম, যেখানে স্ত্রী পুরুষের অকৃত্রিম প্রণয় তথায় উহাদিগের সঙ্গম প্রায় অব্যর্থ হইয়া থাকে। অতএব জারোপভোগতৎপরা অসমবিবাহিতা রমণী পরপুরুষের ঔরসে গর্ভধারণ করিয়া সন্তানোৎপাদন করে। সমাজে এই সন্তানেরা তৎপিতৃ ঔরসজ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হয়; সুতরাং সে পিতৃকৃত্য ও বিষয়াধিকার হইতে বহিভূর্ত হয় না। অসমপরিণীত বৃদ্ধ পুরুষের এবম্প্রকারে সন্তানোদ্ভব হইলে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, নতুবা তাহাকে ঔরসজ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমাজের কোন আপত্তি নাই। সামাজিক প্রশ্রয় হেতু এই জারজ সন্তানের সংখ্যা এবং তাহার নিদান ব্যভিচারিতা অসমবিবাহ হইতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অসম পরিণীত বিধবাদিগের মধ্যে ব্যভিচার ভ্রূণহত্যাদি পাতকের প্রণেতা হয়, ইহা বিধবা-বিবাহ প্রকরণে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইবে।

যে সমস্ত অনিষ্টরাশির কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, ইহা যে অসমবিবাহের প্রত্যক্ষ ফল তাহা কাহারও অবিদিত নাই, তত্রাচ এই প্রথা সমাজে সমধিক প্রচলিত ও প্রাদুর্ভূত, ইহা অনল্প দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা যদি এই বিবাহ অনুমোদন করিয়া যাইতেন তাহা হইলে সমাজের বিশেষ দোষ থাকিত না। যখন শাস্ত্রে অকৃতদার যুবক বরে কন্যাদানের

উৎকৃষ্টস্থল নির্দ্দিষ্ট আছে, আর যখন বালক ও বৃদ্ধের বিবাহ-বিধিতে স্থল দৃষ্ট হয় না, তখন সামাজিকগণের স্বেচ্ছাচা-রিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই এই অশেষ পাপ ও অনর্থ-জনক বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, ইহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা এক্ষণে এত প্রবল দেখা যায় যে, মনুষ্য ধনলোভে, কুলগৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত, বলিতত্তুণ্ড ও পলিতকেশ বৃদ্ধ বরে স্বকীয় বালিকা কন্যাকে অবলীলাক্রমে সমর্পণ করিতেছে। সেই কন্যার আশু বৈধব্যদশা এবং ভগ্নি-বন্ধন আমরণকাল অসীম ও অশেষবিধ ক্লেশভোগ জন্য তাহার পিতা কিছুমাত্র দায়ী বা ভীত নহে। এদিকে ধনাঢ্য বৃদ্ধ ব্যক্তি বালিকার পাণিপীড়নে অসঙ্কুচিত! এতদুভয়ের মধ্যে কেহই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পরিণাম বিবেচনা করিতে আবশ্যক বোধ করে না। অনেক পিতা কন্যাদানের সময় মনে করেন, জামা-তাটী যদিও বয়স্থ এবং অল্পকাল মধ্যে কন্যার বৈধব্যদশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি উহার "খাওয়া পরার" কোনও ক্লেশ হইবে না। কোন বিবাহার্থী প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লয়, তাহার যে বিত্ত বিভব আছে, মৃত্যু হইলে তদ্দ্বারা তাহার বিধবা নারী চিরকাল জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। অপর কেহ এমনও মনে করে যে, প্রাণান্ত হইলে পত্নীর সহিত আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তবে কেন যতদিন জীবিত থাকি যুবতী সম্ভোগে বঞ্চিত হই। হায়! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, এই যথেচ্ছাচারিতা, ভদ্রাভদ্র-বিবেক-বিহীনতা এবং ভয়ানক পাপকারিতার জন্য

সমাজ কিছুমাত্র দায় গ্রহণ করেন না। অধিকন্তর শোকের বিষয় এই, অসম বিবাহে একের দোষে অন্যের দণ্ডভোগ করিতে হয়। অপরিণামদর্শী কুলাভিমানী অর্থলোলুপ পিতা, সংসারজ্ঞান-হীনা বালিকা কন্যাকে কোন স্থবিরের হস্তে অর্পণ করিয়া অবশ্যই ধর্ম্মতঃ অপরাধী হন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে কোন দণ্ডই (অন্ততঃ ইহকালে) ভোগ করিতে হয় না। পক্ষান্তরে কন্যা বৃদ্ধস্বামী, তদনন্তর অচিরাৎ বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সংসার-সুখে বঞ্চিত হয় এবং যাবজ্জীবন দুঃসহ যাতনা ভোগ করে। ঐরূপ কোন বৃদ্ধ মোহান্ধ হইয়া নিতান্ত অল্প বয়স্কা অবলাকে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ, তদনন্তর অচিরে তাহাকে দুস্পার বৈধব্য-দুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চয়ই দণ্ডার্হ হন; ফলতঃ সেজন্য সমাজে তাঁহাকে কোনও ক্লেশ লইতে হয় না, নিরপরাধিনী অবলাই জীবনান্ত পর্য্যন্ত দুঃখরাশি বহন করে। যাহা হউক, উল্লিখিত বিবাহজনিত ভয়াবহ অনিষ্টসমূহ এবং তদানুষঙ্গিক অপরিসীম শোক ও ক্লেশে সমাজকে অভিভূত হইতে দেখিয়া আর উপেক্ষা করা কোন মতেই বিধেয় নহে। সম্প্রতি বিদ্যাজ্যোতি-প্রভাবে হিন্দুসমাজ পুনঃ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। এবং অন্যান্য কুপ্রথার ন্যায় এই বিবাহ প্রথার প্রতিও অনেকের বিদ্বেষভাব জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছে, অতএব এ সময়ে নানা অনিষ্ট ও পাপপ্রসবিনী এই অসম-বিবাহ-প্রথা সমাজ হইতে শীঘ্র বিদূরিত হইবার আশা করা যায়। যখন হিন্দু বৈবাহিক সম্বন্ধ এরূপ নহে যে, উহা পরিণামে অপ্রীতিকর হইলে বা অনিষ্টজনক বোধ হইলে দম্পতী পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্যুত হইতে পারে, তখন এই বিবাহ

রীতি হিন্দু সমাজ হইতে এককালেই উঠিয়া যাওয়া প্রার্থনীয় হইতেছে। অন্যান্য সমাজেও এই বিবাহের অনুষ্ঠান বিদ্যমান থাকা সুখের বিষয় নহে; কিন্তু এ প্রথা হিন্দুসমাজ হইতে তিরোহিত হইলে যত হিতোৎপত্তি হইবে, এত আর কুত্রাপি নহে। অন্যান্য সমাজে বিধবা বিবাহ, ডাইভোর্স, তাল্লাক প্রভৃতি দাম্পত্য সম্বন্ধ-বিচ্ছেদক নিয়ম প্রচলিত থাকায় অসমপরিণীতা স্ত্রী বিধবা দশা প্রাপ্ত হইলে, বা অন্যান্য প্রকারে বিপন্না হইলে ইচ্ছানুসারে পত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে পারে। এ স্থলে এই সকল সামাজিক নিয়ম কথিত রমণীদিগকে অনেকাংশে অনিষ্ট ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অন্য পক্ষে হিন্দুসমাজে তাদৃশ কোন নিয়ম প্রচলিত নাই, সুতরাং অসম বিবাহ জনিত কোনও অনিষ্ট ফল হইতে দুর্ভাগা হিন্দুরমণীদিগকে কিছুতেই অব্যাহত রাখিবার উপায় নাই।

প্রস্তাবনা সমাপন কালে এই মহা অনর্থকরী অসম বিবাহপ্রথা নিবারণের কয়েকটী উপায় প্রস্তাব করিতেছি, আশা করি, উহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিলে অভিলষিত ফললাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই বিবাহ নিবারিত হইলে মনুষ্য দম্পতী হইতে ঈশ্বরের যে সমস্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া সম্ভব, তাহা সংসাধিত হইবে।

প্রস্তাবিত উপায়।

১। বর্ত্তমান সমাজের স্ত্রী পুরুষ উপযুক্ত কালে এবং পরস্পর যোগ্য বয়সে পরিণয়সম্বন্ধে আবদ্ধ হউক।* ইহা

---

* বিবাহ ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।

অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। এই নিয়ম বালক, বালিকা এবং বৃদ্ধের বিবাহ নিষেধক হইল।

২। বহুবিবাহ নিবারিত হউক।* ইহাতে পাত্রী-সংখ্যার সচ্ছলতা হইবে, সুতরাং বরের বয়োযোগ্যা কন্যা এত দুর্লভ থাকিবে না।

৩। বিধবা বিবাহ রীতি প্রচলিত হউক।† সাধারণতঃ যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বপরিণীত স্ত্রীর মৃত্যু বা বন্ধ্যাত্বাদি দোষ বশতঃ অধিক বয়সে পুনঃ বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা স্বীয় স্বীয় বয়োযোগ্যা বিধবা রমণীদিগকে পরিণয় করিবে। কিন্তু ইহাতে এরূপ বলা হইতেছে না যে, বিধবা নারীকে কোন অকৃতদার ব্যক্তি আদৌ বিবাহ করিতে পারিবে না। যেমন মৃত-পত্নীক- যুবা স্বীয় বয়সের উপযুক্ত অনূঢ়াই হউক বা বিধবা হউক বিবাহ করিতে পারিবে, বিধবা নারীরও সেইরূপ স্বীয় বয়ো-যোগ্য কৃতদার বা অকৃতদার ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে হানি নাই।

৪। কৌলিন্য প্রথা ও শুল্ক গ্রহণ ব্যাপার সামাজিকগণ উঠাইয়া দিউন। ইহাতে অসম বিবাহের সহকারী কারণ নিরাকৃত হইবে।

---

*, † বহুবিবাহ নিবারিত এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, তাহা বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু বিবাহ সমালোচনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে সংবাদ পত্র সম্পাদক ও পাঠক মহোদয়গন দ্বিতীয় খণ্ড সত্বরে মুদ্রিত করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমার প্রচুর অবসর না থাকায় এতদিন আমি উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি নাই, এবং সেই কারণে বর্ত্তমান খণ্ডের "প্রুফসিট্" ও যথারীতি দেখিতে পারি নাই। অপিচ মুদ্রাযন্ত্রে পণ্ডিত না থাকায় ইহার মুদ্রাঙ্কনেও অনেক ভ্রম ঘটিয়াছে। তথাপি যতদূর সম্ভব শুদ্ধি পত্রে তাহা সংশোধন করিয়া দিলাম। তদ্ভিন্ন এই পুস্তকে যে সমস্ত গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতেও যে কোন ভ্রান্তি না থাকিতে পারে এমতও নহে। অতএব সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, যে তাঁহারা কোন ভ্রম দেখিলে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অবগত করিয়া চিরবাধিত করেন। ইতি

মেদিনীপুর }
মাঘ ১২৮৫। } গ্রন্থকার

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহু-বিবাহ।

সচরাচর বহু ভার্য্যা গ্রহণকেই বহুবিবাহ বুঝায়। ফলতঃ ইহার শব্দার্থ লইতে গেলে কেবল বহু ভার্য্যা কেন, বহুপতি গ্রহণকেও বহু-বিবাহ বলা যাইতে পারে। অতএব এই পুস্তকে বহু বিবাহের শব্দার্থ-মূলক সূত্র করা যাইতেছে; যথা—একাধিক পতি বা পত্নী গ্রহণের নাম বহু-বিবাহ।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইহা প্রয়োজনানুসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়-পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইবে।

আদিম মনুষ্য-সমাজে যখন স্ত্রী-পুং-সংযোগের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। তখন যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া যেমন এক নারী এক কালে বা বিভিন্ন কালে বহু পুরুষ আশ্রয় করিত, সেইরূপ এক পুরুষও বহু নারীর সহিত সম্মিলিত হইত। এরূপ পশ্বাচার কোন২ অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে শুনা যায়। সমাজ আদিমাবস্থা হইতে কিয়ৎপরিমাণে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিলে বৈবাহিকী রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখনও অনেক স্থলে এক ব্যক্তি বহু নারী ও এক নারী বহু পুরুষ পরিগ্রহ করিত। কাল ক্রমে সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে বহু পতি গ্রহণ-

পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অনেক হ্রাস হইয়া পড়ে। আমরা সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রচয়িতা হিরোডোটসের গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হই, যে পুরাকালে গ্রীস দেশে থ্রেসীয় জাতির মধ্যে বহু-ভার্য্যা-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। বাইবেল গ্রন্থেও এ প্রথা প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। ভারতের ইতর সাধারণ লোকদিগের মধ্যেও এই প্রকার বহু বিবাহ পূর্ব্বাপর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অপর, এক নারীর বহু-পতি-গ্রহণ রীতি পুরাকালে অন্যান্য সমাজের ন্যায় আর্য্য-সমাজেও কতক প্রচলিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ নাই। অধুনা ভারতবাসী কতকগুলি অসভ্য-জাতি মধ্যে, সিংহল দ্বীপ ও তিব্বত দেশে এবং পৃথিবীর আরো কোন২ স্থলে এই প্রকার বিবাহ * সমধিক প্রচলিত দেখা যায়। †

এস্থলে কেবল হিন্দু সমাজে অতীব প্রাচীন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কথিত উভয়বিধ বহু-বিবাহের কি রূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই যথাসাধ্য অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

হিন্দু সমাজে প্রাচীনতম কালে কি প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা পরিচয় দিতে বেদ এবং মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা পারগ। বেদ এত পুরাতন যে উহা অপৌরুষেয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। ফলতঃ আধুনিক বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমুদয় বেদ বহুকাল ব্যাপিয়া ভিন্ন২ ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত। সমগ্র বেদ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম সংহিতা

* এপ্রকার বহুবিবাহে অনেক স্থলেই পাণ্ডবদিগের ন্যায় ভ্রাতৃ-সাধারণের এক ভার্য্যা।

† Vide Sir J. Lubbock's On the Origin of civilization and Premitive condition of man. P.P. 100-1

বা মন্ত্র, ২য় ব্রাহ্মণ। সংহিতা যে সময়ে প্রণীত হয় ব্রাহ্মণ ভাগ তাহার বহুকাল পরে রচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের দুরূহ বিষয় সকলের তাৎপর্য্য ও বিচার, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধান ও নিষেধ প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রাচীন। ইহার সংহিতা খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে "এক ব্যক্তি বহুদার গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু একটী স্ত্রীর অনেক পতি হইতে পারে না।" * আর ব্রাহ্মণ ভাগে নির্দ্দেশ আছে যে "এক ব্যক্তির বহুভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর এক সঙ্গে বহুপতি হইতে পারে না।" † ইহা দ্বারা প্রতীত হয়, যে আদিম আর্য্য-সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল; ঋগ্বেদ প্রচার কালে স্ত্রীজাতির এক সঙ্গে বহুপতি গ্রহণ প্রথা নিষিদ্ধ হয় মাত্র। কিন্তু এই নিষেধ সমাজে যে সম্যক্ প্রতিপালিত হইয়াছিল এমত, বোধ হয় না। কেননা অপেক্ষাকৃত স্বল্পপুরাতন অথর্ব্ব বেদের সংহিতায় প্রকাশ, "যে স্ত্রীলোক পূর্ব্বপতি সত্ত্বে অন্য পতি গ্রহণ করেন, অজপঞ্চৌদন দান করিলে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না। দ্বিতীয় পতিও যদি দক্ষিণাদ্বারা দীপ্তিমান্ অজপঞ্চৌদন দান করেন, তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার পুনরুদ্বাহিত পত্নী উভয়ে এক লোকে গমন করেন"। ‡ অপিচ প্রাচীনতম কাব্য

---

* একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ এব বহবঃ পতয়ঃ সন্তি।
তত্ত্বোবোধিনী ধৃত, অগ্রহায়ণ, ১৭৮৮।

† একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ।
ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৩ প। ২ অ। ২৩ খ।

‡ যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরং।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ॥
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৯। ৫। ২৭৩২৮।
মুদ্রিত পুস্তকের ২০৪ পৃষ্ঠা।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের উক্তি একস্থলে এই রূপ আছে, "পুরাণেও * শুনিতে পাওয়া যায়, নিরতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণা গোতমকুলোদ্ভবা জটিলা সপ্ত ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর, মুনিকন্যা বার্ক্ষী প্রচেতা নামক তপঃপরায়ণ দশ ভ্রাতার ভার্য্যা হইয়াছিলেন।" † তদ্ভিন্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি গ্রহণেরও বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এই পরিণয়কালে এক স্ত্রীর বহুপতি হইতে পারে কি না ? এই কথা লইয়া বিস্তর তর্ক উপস্থিত হয়, কিন্তু অবশেষে এরূপ আচার সূক্ষ্ম-ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া তৎকালে পরিগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতেছে, যে বৈদিক কালে নারীর, সময়েং বহু পতি আশ্রয়ের ত কথা নাই, এক সঙ্গে বহু-পতি-গ্রহণ রীতিও প্রচলিত ছিল। কিন্তু কাল প্রবাহে তাদৃশী প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। দ্রৌপদীর বিবাহ কালে সমাজের অনেক লোকেই নারীর বহু পতি পরিগ্রহ অভূতপূর্ব্ব বলিয়া মনে করিয়াছিল।

২। পূর্ব্বে বেদ ভিন্ন বেদ মূলক ও বেদ শাস্ত্রানুযায়ী তাবৎ গ্রন্থই স্মৃতি শব্দে উক্ত হইত। বৈদিক সূত্র সকলও স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। বেদ বাক্য অতীব বিস্তৃত, গম্ভীর এবং দুরূহার্থক, এজন্য বৈদিক কাল অবসানে সমাজস্থ সকল লোকেরা বেদানুযায়ী আচার ব্যবহার সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদনন্তর সূত্রগ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ কালে কালে বেদ পারগ ঋষি ও কবিগণ কর্তৃক সংরচিত হয়। ফলতঃ মন্বাদি ঋষি-প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রকে এক্ষণে আমরা সচরাচর স্মৃতি কহিয়া থাকি। তাবৎ স্মৃতি শাস্ত্রে অন্যান্য আচার ব্যবহারের ন্যায় বৈবাহিক আচার ও নিয়ম বিষয়ে অতি স্পষ্ট রূপ

* পুরাণ শব্দে এ স্থলে পুরাতন বৈদিক উপাখ্যান।

† আদি-পর্ব্ব। ১৯৬ অ।

মীমাংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে বহু বিবাহ বিষয়ে বৈদিক মতের যেরূপ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ ও যে প্রকার গূঢ় অর্থ স্পষ্টীকৃত এবং উপযুক্ত প্রয়োগ-স্থল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অনেকেই অবগত আছেন যে, সূত্র সকল বেদ ও স্মৃতির মধ্যকালে প্রচারিত হয়। অতএব বৈদিক কালের অন্তেই "সৌত্রিক" বলিয়া একটী কাল কল্পনা করা যাইতে পারে। বৌধায়ন, কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি মহর্ষিরা সূত্র সকলের রচয়িতা। আপস্তম্বীয় সূত্রে অবগত হওয়া যায় "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্ম কার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। ধর্ম্ম কার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে (অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে) পুনরায় বিবাহ করিবেক।" * ইহাতে এই জানা যায় যে, অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম ও পুত্রলাভান্তে যদি গৃহস্থের স্ত্রী বিয়োগ হয়, তাহা হইলে সে আর দার গ্রহণ করিবেক না। অতএব সৌত্রিক সময়ে ধর্ম্ম ও পুত্রলাভেরই নিমিত্ত, প্রয়োজন হইলে, পুরুষ একাধিক নারী বিবাহ করিতে সক্ষম হইত, নতুবা পারিত না। বেদে পুরুষ বহু দার গ্রহণ করিতে যে অনুজ্ঞাত হইয়াছে, সূত্র প্রণেতা আপস্তম্ব ঋষি তাহার প্রোক্ত রূপ উপযুক্ত স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

খ। বেদ অপেক্ষা সূত্র সকল ঋজু হইলেও তাহার অর্থ সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য থাকিল। ইহাতে সংক্ষেপোক্তি ও বহুবিধ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ থাকায় কালে সূত্রোল্লিখিত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া আচরণ করা অনেকের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল। তখন সেই সূত্র কারক এবং অপরাপর মহর্ষিরা সমাজের অবস্থা ও সামাজিকগণের

---

* ধর্ম্ম প্রজা সম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।
২য় প্রশ্ন। ৫ম পটল। ১১শ খণ্ড। ১২। ১৩ সূত্র।

প্রয়োজনানুরূপ আচার ব্যবহারের নিয়ম সকল অপেক্ষাকৃত সরল ভাবে সময়েং প্রকটিত করিয়া বর্ত্তমান স্মৃতিশাস্ত্রের প্রণয়ন করিলেন। অতএব বৈদিক সূত্রের বহু দিন পরে যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। মনুসংহিতা বৈদিকসূত্র কিম্বা অথর্ব্ব বেদের পূর্ব্বে রচিত হইলেও তাহার প্রচার তৎকালে হয় নাই, ইহা মানব স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বচনেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। যাহাহউক এক্ষণে বহু বিবাহ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কি রূপ প্রমাণ দেয়, নিম্নে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

স্ত্রী সম্বন্ধে—দেবল বলিয়াছেন যে "নষ্ট প্রব্রজিত, ক্লীব, রাজকিল্বিষী (রাজযক্ষ্মা রোগাক্রান্ত), দেশান্তরগত পতি স্ত্রীর পরিত্যাজ্য"। * এই ব্যবস্থাপক এবম্বিধা স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিবে কি না, তাহার স্পষ্ট উপদেশ দেন নাই। কিন্তু পারাশর স্মৃতিতে প্রকাশ, যে "পতি নষ্ট হইলে, মরিলে, প্রব্রজিত, ক্লীব বা পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদের কোন আপদে, স্ত্রীদিগের অন্যপতি গ্রহণ করা বিহিত"। † এস্থলে দণ্ডাপূপ ন্যায়ে উদবন্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিবে যেরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়, দেবল মুনির কথিত ব্যবস্থার দ্বারা সেই রূপে স্ত্রী পূর্ব্বপতিকে ত্যাগ করিয়া অন্যপতিও গ্রহণ করিবে, ইহা স্থির করা অসঙ্গত হইতে পারে না।

---

* নষ্টঃ প্রব্রজিতঃ ক্লীবঃ পতিতো রাজ-কিল্বিষী।
লোকান্তর গতোবাপি পরিত্যাজ্যঃ পতিঃ স্ত্রিয়া॥ ব্যবস্থা-দর্পণ-ধৃত

† নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্ত্রীর বহুবিবাহ সম্বন্ধে বর্ত্তমান মানব-স্মৃতিতে ঈদৃশ বিধান বা স্থল নির্দ্দেশ দেখা যায় না। কিন্তু মুল মনুসংহিতার সারসংগ্রহ নারদ--স্মৃতিতে পরাশরোক্ত কথিত বিধান অবিকল দৃষ্ট হয়। বীরমিত্রোদয়ও আপন পুস্তকে "নষ্টে মৃতে,, ইত্যাদি বচন মমুক্ত বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব মহর্ষি নারদ ও বীরমিত্রোদযের বাক্যে আস্থা রাখিলে দেবল ও পরাশরোক্ত স্ত্রীর বহু-বিবাহ-বিধায়ক বচন মনুরই অনুস্মৃতিলব্ধ বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

পুরুষ সম্বন্ধে--মনু বলিয়াছেন "যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রূর-স্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তৎসত্ত্বে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবেক"। আর, স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা, কন্যামাত্রপ্রসবিনী এবং অপ্রিয়বাদিনী হইলে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিবে। * যাজ্ঞবল্ক্য উপরোক্ত দশ স্থলের আট স্থলে পুনরায় বিবাহের বিধান দিয়াছেন। † তিনি স্ত্রীর মৃতবৎসত্ব ও অতিক্রূরস্বভাবত্ব এই দুই স্থলে পুরুষের পুনঃ পরিণয়ের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবস্থাপকেরা রতি বাহুল্য বশতঃ স্থল বিশেষে পুরুষের দ্বিতীয় পত্নী

---

* মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥
৯ অ. ৮০। ৮১

† সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥ ১ অ। ৭৩

গ্রহণের আরও একটী বিধি দিয়াছেন। * ঈদৃশ বিধান আপস্তম্বীয় সূত্রে দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বেদে পুরুষের বহু ভার্য্যা হইতে পারে বলিয়া যে নির্দ্দেশ আছে এবং ধর্ম্মসূত্রে ধর্ম্ম ও প্রজালাভের ব্যতিক্রম স্থলেই বহু-বিবাহের যে বিধান দৃষ্ট হয়, ধর্ম্ম-প্রযোজক ঋষিরা তাহা স্মার্ত্তিক কালে উল্লিখিত স্থল সকলে সুসংলগ্ন বলিয়া অবধারণ করিয়া গিয়াছেন।

৩। পুরাণ সমস্তও বেদ ও স্মৃতিমূলক। কথিত আছে বেদ সংগ্রাহক ব্যাস মুনি পুরাণ নিচয়েরও রচয়িতা। এই সমস্ত গ্রন্থ স্মৃতি শাস্ত্রের বহু দিন পরে প্রস্তুত হয়। পুরাণে বেদোক্ত আখ্যায়িকা ভিন্ন অপরাপর কবি-কল্পণা-নিঃসৃত অনেক উপন্যাসও বিবৃত আছে। অনেক স্থলে স্মৃতির বিধানও উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ ইহার বেদমূলক অংশ টুকু পৃথক্ করা সহজ নহে; বোধ হয় এই হেতু পূর্ব্ব আচার ব্যবহার বা রাজনীতি পরিচয় বিষয়ে স্মৃতি অপেক্ষা পুরাণ লঘুতর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে বহু-বিবাহ বিষয়ে পুরাণ কি রূপ সাক্ষ্য দেয় তাহাই আমাদের আলোচ্য।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণীয় স্বতন্ত্র-গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে, "ধর্ম্ম-কর্ম্মোপযোগিনী এক ভার্য্যাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু উপযাচিত হইয়া কেহ কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে, অথবা রতি বিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে অনেক ভার্য্যাও গ্রহণীয়া,,। † স্মৃতিকারকেরা পুরুষের বহু

---

* সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা॥
মনু ৩ অ. ১২।

† একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্ম কর্ম্মোপযোগিণী।
প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রাহ্যানেকা অপি দ্বিজ॥
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধৃত পাঠ।

ভার্য্যা গ্রহণের যে সমস্ত স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে উপযাচিত হইয়া কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে অনেক ভার্য্যা গ্রহণের স্থল দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহা একটী বহু বিবাহের নূতন স্থল বা পৌরাণিক বিধি বলিতে হইবে। এই বিধান লইয়া পুরাণের সহিত স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। আমাদিগের শাস্ত্র-মীমাংসকদিগের মতে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ স্থলে স্মৃতিরই মত প্রবল, আর স্মৃতি ও বেদের বিরোধে বেদেরই মত গ্রাহ্য। উল্লিখিত পৌরাণিক বহু বিবাহের স্থল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুমোদিত না হইলেও এক কালে বেদাভিপ্রায় বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না; কেননা বেদোপদেশ-"একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি"। তবে এ বিষয়ে স্মৃতি ও পুরাণের বিষমতার কারণ এইরূপ অনুমিত হইতে পারে, যে বহু বিবাহের কথিতস্থল স্মার্ত্তিক কালে বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, পক্ষান্তরে পৌরাণিক কালে তাদৃশ বিধানের উপযোগিতা উপস্থিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই জন্যই স্মৃতিকর্ত্তারা আপনাপন সংহিতায় কথিত স্থল আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ইহা অসম্ভব ও নহে, যে পৌরাণিক কালে বিশিষ্ট কারণে বর্ণবিশেষের মধ্যে বিবাহ যোগ্যা কন্যা অপেক্ষা বিবাহ যোগ্য পুরুষের সংখ্যা অধিক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। এ দিগে পূর্ব্বাবধি অসবর্ণে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন বিশেষ নিমিত্ত ব্যতীত, নিকৃষ্ট কল্প স্থির থাকায় এক বর্ণের লোক বর্ণান্তরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ অবধারণে প্রবৃত্ত ছিল না। সুতরাং এই কালের ব্যবস্থাপকেরা স্থল-বিশেষে এক বরে (সবর্ণে) বহু কন্যা প্রদানের বিধান দিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

প্রথমোক্ত অনুমিতির পোষকে পৈঠীনসি বচন * উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যথা—"স্বজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে স্নাতক ব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক, কেহ কেহ শূদ্রকন্যা বিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন"। এ স্থলে সমাজের বর্ণ বিশেষে কন্যার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল প্রতিপাদিত হইতেছে। দ্বিতীয় অনুমিতির পোষকেও প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।—যথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, † মহাবীর পরশুরাম একবিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমন্তপঞ্চকে ক্ষত্রিয়শোণিতে পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন। মহাভারতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অনুরোধে পরশুরাম সমরানল উদ্দীপ্ত করিয়া ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলিত করেন। বাস্তবিক প্রত্যেক বারে পরশুরামের জ্ঞানে পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য হইলেও অল্প সংখ্যক ক্ষত্রিয় কোন না কোন উপায়ে জীবিত থাকিত, ‡ এবং ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব, যে তাহাদিগের কর্ত্তৃক বহু ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে গর্ব্ভোৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই ক্ষত্রিয়বংশ পুনঃ পুনঃ উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাহউক পরশুরামের কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তাহাতে

---

* অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে।
পরাশর ভাষ্য ও বীরমিত্রোদয় ধৃত।

† ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্॥
মহাভারতীয় রাজ-ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তৎকালে আর্য্য সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা (বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় শ্রেণী মধ্যে) যে অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বংশ-বিস্তার ও নারীদিগের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এক ব্যক্তির বহু দার পরিগ্রহ করা, এবং এক বরে উপসর্পণা করিয়া বহু কন্যা দান করা নিতান্ত সঙ্গত হইতেছে। যদিও পরশুরামের কালে অসবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিষম বৈরিতা থাকা প্রযুক্ত অনুলোম বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে সন্তানোৎপন্ন হওয়া অসম্ভাবিত। এদিগে বিলোম বিবাহ পূর্ব্বাবধি প্রতিষিদ্ধ বশতঃ তদ্দ্বারাও বংশ বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল না; অতএব সমাজের তেমন অবস্থায়, বিশেষতঃ সবর্ণবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কল্প স্থির থাকায়, অনেক স্থলেই সবর্ণা বহু ভার্য্যা গ্রহণেরই অধিকতর সম্ভাবনা। কথিত আছে, ক্ষত্রিয়রাজা দশরথ সপ্ত শতাধিক মহিষীর ভর্ত্তা ছিলেন।

অপর, এই কালে নারীর বহু পতি গ্রহণ সমাজে তাদৃশ প্রচলিত ছিল বোধ হয় না; কেননা পুরাণে * বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হয়।

৪। পৌরাণিক কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমাদের সমাজ-চরিত্র পরিচয় দিবার কোন উপযুক্ত গ্রন্থ নাই, সুতরাং এই কালের কোন কথা স্থির করিয়া বলা কঠিন। তবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বোধ হয়, কাল ক্রমে সভ্য-সমাজে এক-পাতিত্বধর্ম্ম সমধিক আদৃত, এবং ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ-বৈধব্য

* আদি পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ইত্যাদি।

নিয়ম সম্যক্ প্রচলিত হইলে স্ত্রীর বহু-পতি-গ্রহণ-রীতি এককালে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে কেবল নীচ জাতীয়দিগের মধ্যেই বিধবার এবং স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত নারীদিগের পত্যন্তর-গ্রহণ-নিয়ম (যাহাকে ইতর ভাষায় সাঙ্গা বা নিকা কহে) অবাধে কতক চলিত আছে। আর, পুরুষের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নিমিত্ত বশতঃ বহু-ভার্য্যা-গ্রহণ অল্পাধিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে *। কেবল অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় রতি বাহুল্য বশতঃ বহু বিবাহ এক্ষণে রহিত হইয়া গিয়াছে। আর পৌরাণিক কারণ বশতঃ বহু বিবাহও অধুনা অননুষ্ঠিত হইয়াছে। পরন্তু আক্ষেপের বিষয়, বর্ত্তমান সমাজে উল্লিখিত শাস্ত্রীয় কারণ নিচয় ব্যতীত, পুরুষের বহু বিবাহের আরও কয়েকটী নূতন কারণ উদ্ভাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত ৪টী প্রধান বলিয়া স্থির করা যায়। যথা—

১। কৌলীন্য নিয়ম পালন। তদুপলক্ষে অর্থোপার্জ্জন।

২। বৈবাহিকদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া সেই আক্রোশে পিতা মাতা কর্তৃক পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রদান।

৩। কোন স্থানে পুত্র পিতা মাতার অনুরোধে বাল্যে দারপরিগ্রহ করিয়া যৌবনে ঐ স্ত্রীর রূপ বা গুণে অপ্রীতিকারিত্ব দর্শন করিয়া স্বকীয় মনোমত দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ।

৪। কোন কোন বিত্তশালীর গৃহে দুই একটী মাত্র পুত্র থাকিলে সত্বরে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পনায় ঐ পুত্র বা পুত্রদ্বয়ের দুই দুইটী বিবাহ প্রদান।

---

* অধিবেদন প্রস্তাব দেখ।

প্রথমোক্ত কৌলীন্য নিয়ম পালন এবং সেই উপলক্ষে অর্থোপার্জ্জন জন্য সমাজে বহু বিবাহের স্রোত অত্যন্ত প্রবল বেগে প্রবাহিত। প্রায় আট শত বর্ষ গত হইল রাজা বল্লাল সেন স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষ কর্তৃক আহুত পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গে আগত পাঁচ জন কায়স্থদিগের বংশে আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নয়টী গুণ দৃষ্টে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। তৎকালে কেবল সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সাধারণ ব্যক্তি হইতে সমাজে সম্মান ভাজন করা ভিন্ন বল্লালের এই মর্য্যাদা সংস্থাপনের আর কিছু অভিপ্রায় ছিল বোধ হয় না। কিন্তু বঙ্গের দুর্ভাগ্য ক্রমে এই কৌলীন্য-মর্য্যাদা এক্ষণে নানা অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্র ও যুক্তিবিগর্হিত এই বহুবিবাহ কাণ্ড অন্যতম প্রধান। বল্লালের কালে বর্ত্তমান আদান প্রদানের নিয়ম, বিশেষতঃ মেলবন্ধের নাম গন্ধও ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থের শ্রেণী এত বহুধা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত না থাকাপ্রযুক্ত এক্ষণকার ন্যায় এক ব্যক্তিকে বহু কন্যা দানের আবশ্যকতা উপস্থিত হইত না। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকারকরিতে হইতেছে, যে রাজা বল্লালের কাল হইতে হিন্দু সমাজে এই অনিষ্ট জনক বহুবিবাহের পন্থা প্রসারিত হয়, তদন্তর সামাজিক অবস্থা সহায়ে উহা এক্ষণে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

উপরে আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের বহু বিবাহ বিষয়ের ইতিবৃত্ত উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে বহু বিবাহ সম্বন্ধে বেদের অভিপ্রায় কি, এবং সৌত্রিক, স্মার্ত্তিক ও পৌরাণিক বিধিতেই বা ঐ অভিপ্রায় কত দূর পরিগৃহীত হইয়াছে তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১। বেদের উপদেশ এই, এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা পরিগ্রহ করিতে পারে কিন্তু এক স্ত্রীর এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না। বেদান্তরে ইহার যুক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে; যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেই রূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। * এরূপ যুক্তির অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না, তজ্জন্য বিজ্ঞানের সহায়তা প্রয়োজন করে। বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে, যে স্ত্রীদিগের সন্তান-উৎপাদিকা-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, পক্ষান্তরে পুরুষদিগের ঐ ক্ষমতা সেরূপ নহে। অর্থাৎ স্ত্রী একটী পুরুষ সংসর্গে যত সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিবে, বহু পুরুষ দ্বারাও উহার অধিক সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু একটী পুরুষ সম্ভবতঃ বহু নারী সংযোগে বহু সংখ্যক সন্তানের জনক হইতে পারে। ইতিহাসে ও বর্ত্তমান সমাজে ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্যাম দেশের বর্ত্তমান রাজা প্রায় শত পুত্রের জনক। শুনা যায় ইহাঁর অনেক ভার্য্যা। অতএব ইহাতে প্রতীত হয়, যে সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রীর একাধিক পুরুষ আশ্রয় করা বিফল, পক্ষান্তরে পুরুষ বহু পুত্রোৎপাদন চেষ্টায় সম্ভবতঃ বহু স্ত্রী পরিগ্রহ করিলে সে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে। † এক্ষণে "একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ

---

* যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে। তৈত্তিরীয় সংহিতা।

† নিউইয়ার্ক অন্তর্গত ইউটা নামক স্থানের উপনিবেশীরা সম্প্রতি প্রজা বৃদ্ধির উদ্দেশে বহু ভার্য্যা গ্রহণ করিতেছে।

বহবঃ সহ পতয়ঃ" এই বেদোপদেশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিলক্ষণ- হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। পরন্তু কোন্ কোন্ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ বহু বিবাহের অনুষ্ঠান করিবে নিগূঢ়ার্থক বেদবাক্য তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে না। বোধ হয় বেদপ্রচার কালে তাদৃশ স্পষ্ট নির্দ্দেশের আবশ্যক- তাও ছিল না। অতঃপর বেদজ্ঞ সূত্র প্রণেতা ও স্মৃতিকার, তথা পুরাণ কর্ত্তা মহর্ষিরা উল্লিখিত বেদোপদেশের কি রূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা কেমন স্থলে প্রয়োগ বিধান করিয়াছেন, দেখা যাউক।

ক। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সূত্রপ্রণেতা মহর্ষি আপস্তম্ব ব্যবস্থা দেন, গৃহস্থ এক স্ত্রী হইতে গৃহস্থোচিত সকল ধর্ম্ম এবং সন্তান লাভ করিলে তৎসত্ত্বে দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিবে না। কিন্তু উহার অন্যতর অর্থাৎ ধর্ম্ম বা সন্তান লাভের ব্যাঘাত হইলে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিবে। ইহাতে এই জানা যায়, যে বহু- বিবাহ বিষয়ে বেদের যে উপদেশ আছে তাহা ধর্ম্ম বা সন্তান লাভের ব্যাঘাত স্থলেই প্রযোজ্য; নতুবা অন্য কারণে কেহ একাধিক দার গ্রহণ করিতে অধিকারী সূত্রকারদিগের মতে বেদ বাক্যের সেরূপ তাৎপর্য্য নহে।

গৃহস্থের কি কি অবস্থায় ধর্ম্ম ও প্রজালাভের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সূত্রকার ঋষি তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই।

খ। স্মৃতিকারকেরা বহু বিবাহের স্থল সকল স্পষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন. যাহা এ পুস্তকের ৬।৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাতে বেদার্থের কতদূর তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা হইয়াছে তাহার বিচার অধিবেদন প্রকরণে বিবেচিত হইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে, স্মৃতিকর্ত্তারা ধর্ম্ম-

ব্যবস্থা কালে বেদের নিগূঢ় অভিপ্রায় অপেক্ষা সামাজিক অবস্থা এবং পুরুষ জাতির প্রাধান্য সংস্থাপনের প্রতি কিঞ্চিদধিকতর মনোযোগ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

গ। পুরাণে এক ভার্য্যা স্বীকার করাই উচিত বলিয়া যে উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা আপস্তম্বীয় বেদব্যাখ্যানুসারে বেদ- মূলক বলিতে হয়। আর উৎকট রতি প্রযুক্ত ও সমাজে কন্যা বাহুল্য বশতঃ যে বহু বিবাহের অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে তাহার প্রথমটী স্মৃতিমূলক, দ্বিতীয়টী বেদমূলক বলিয়া স্থির করা যায়। মনে কর, যদি সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়ে (যাহা হওয়া বিলক্ষণ সম্ভব) তবে "একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা" এই মাত্র বিধানানুসারে উদ্বাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইলে অবশ্যই অনেক স্থলে নারীদিগের অবিবাহিতাবস্থায় কাল কাটাইতে হয়। এদিগে স্ত্রী জাতির সেরূপ অবস্থা সমাজের পক্ষে কিছুতেই মঙ্গল জনক নহে। সমাজের তথাবিধ অবস্থা উপস্থিত হইলে ব্যবস্থাপকেরা কি রূপ সদ্বিধান দিতে পারেন? প্রজা বৃদ্ধির জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে কি অসঙ্গত বোধ হয়? এবং সামাজিকগণ কন্যা গুলিকে অবিবাহিতাবস্থায় রাখা অপেক্ষা কৃতদার ব্যক্তিকে উপসর্পণার সহিত প্রদান করা কি অন্যায় মনে করিবেন? কখনই নহে। এমত বিশিষ্ট স্থলে পুরুষের বহু- বিবাহের অনুষ্ঠান স্বতঃই ঘটিয়া উঠে, শাস্ত্রের উপদেশ বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান সমাজে পূর্ব্বোল্লিখিত অভিনব কারণ নিচয়ে পুরুষের

বহু-বিবাহ-রীতি অত্যন্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল কারণ শাস্ত্র-বহির্ভূত হইলেও সমাজে সম্যক্ কার্য্যকারী। সামাজিকগণের সংস্কার এই, যে স্ত্রী-গ্রহণ-কার্য্য আপনাপন ইচ্ছা ও সুবিধার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিবাহ বিষয়ে আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত ইচ্ছাময় জ্ঞান করেন। শাস্ত্র সকল পূর্ব্বে যে জাতির (ব্রাহ্মণ) মস্তকে স্থান পাইয়াছে, কাল ক্রমে তাহা এক্ষণে সেই জাতির পদে দলিত হইতেছে; ইহা সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। যে হিন্দু সমাজে পুরাকালে অকৃতদ্বার পাত্রে কন্যা সমর্পণ উৎকৃষ্ট স্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই সমাজে এক্ষণে কৃতদার ধনাঢ্য বা শতপত্নীক কুলীন নামধারী ব্যক্তিকেও কন্যাদান শ্লাঘার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান বহু বিবাহ রীতি কোন শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও সমাজে বিশেষ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। সুতরাং এস্থলে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে হইতে পারে—যদি কোন আচার শাস্ত্রানুমোদিত না হয় তবে তাহা সমাজে অনুষ্ঠিত হইতে পারে কি না? বোধ হয় ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে কোন আচার ব্যবহার যদি শাস্ত্র সম্মত না হইয়া যুক্তি-পরিশুদ্ধ এবং সমাজের হিতকর হয়, তবে তাহা শাস্ত্রীয় বিধানবৎ অনায়াসে গ্রাহ্য হইতে পারে। ঐ রূপ শাস্ত্র-সম্মত কোন আচার যদি যুক্তি বিহীন, এবং জনসাধারণের হিতসাধক না হয় তবে তাহা অনায়াসেই ত্যাগ করা যাইতে পারে। * অতএব

* কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। *
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ বৃহস্পতি
যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিবত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥
যোগবাশিষ্ট •

বহুবিবাহ রীতি শাস্ত্রানুমোদিত না হউক কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও জনসমাজের হিতসাধক তাহা একবার অনুশীলন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ। স্ত্রী পুরুষের সংখ্যানুসারে বহু বিবাহ যুক্তি সিদ্ধ কি না?

সকলেই স্বীকার করেন, যে পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় তুল্য। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ যদিও শতকরা ২। ৩ সংখ্যা অধিক জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু পুরুষ সংসারে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপদে আপদে নিক্ষিপ্ত, সুতরাং পীড়িত ও মৃত হয় বলিয়া ঐ অতিরিক্ত সংখ্যার সত্বরেই সামঞ্জস্য হইয়া থাকে. যৌবনে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান দাঁড়ায়। ইহার পর মৃত্যু ইহাদিগের সংখ্যার ন্যূনাধিক করে না। মনুষ্যগণনা তালিকায় অবগত হওয়া যায়, যে দেশ বিশেষে ও সম্প্রদায় বিশেষে যদিও স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ দেখা যায়, কিন্তু গড়ে ধরিলে উহাদিগের সংখ্যার তাদৃশ তারতম্য লক্ষিত হয় না। যেমন ইউরোপ দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কিছু অধিক, এদিগে ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কিছু কম।

বিগত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বেভর্লি সাহেব বঙ্গ প্রদেশের (বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোট নাগপুর) মনুষ্য গণনার যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক দেখান হইয়াছে—অর্থাৎ শতকরা পুরুষ ৫০.৩, স্ত্রী ৪৯.৭। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনাতিরেক হিন্দু

ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যেই লক্ষিত হয় *। হিন্দু জাতি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া প্রায় দেশান্তরে গমন বা উপনিবেশ স্থাপন করে না। দ্বিতীয়তঃ কোন ভিন্নজাতির লোক হিন্দু জাতি মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে মুসলমান, খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে, আবার দেশান্তরস্থ তৎ তৎ জাতীয়েরা ঐ সকল শ্রেণীতে মিশ্রিত হয়। বোধ হয় এই কারণে হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা তুল্য রক্ষিত হইয়াছে, আর অন্যান্য জাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই ইতরবিশেষও যৎসামান্য। যখন স্ত্রী পুরুষের সাধারণতঃ তুল্য সংখ্যতার বিষয়ে উল্লিখিত তালিকা এবং অন্যান্য দেশের অপরাপর তালিকা জাগ্রত প্রমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তখন এক পুরুষের এক মাত্র স্ত্রী গ্রহণ নৈসর্গিক নিয়ম বলিয়াই প্রতীত হয়। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য হইতেছে, যে যদি কেহ বহু স্ত্রী বা বহু পতি গ্রহণ করে তবে অন্যের স্ত্রী বা পতি গ্রহণ সত্ত্ব তাহার অপহরণ করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। সামাজিক জীবনে কাহার বহু বিবাহ প্রয়োজন হয় কি না?

শতকরা	স্ত্রী	পুরুষ
হিন্দু	৫০.০	৫০.০
মুসলমান	৪৯.৬	৫০.৪
বৌদ্ধ	৪৮.৫	৫১.৫
খ্রীষ্টীয়ান	৪৪.৫	৫৫.৫
অন্যান্য জাতি	৪৮.৯	৫১.১

মনুষ্য যদি গো অশ্ব মেষাদির ন্যায় সংসারে অবস্থিত হইত তবে এক নারীর বহু পুরুষ (এক সময়েই না হউক) এবং এক পুরুষের বহু নারী অবশ্যই প্রয়োজন হইত, স্বীকার করি। কিন্তু দেখা যায়, মনুষ্যগণ তাদৃশ হীনাবস্থ নহে, ইহারা সামাজিক এবং স্বতন্ত্রেচ্ছু। ইচ্ছা করিলে স্ত্রী পুরুষ চিরজীবনই এক পতি বা এক পত্নী আশ্রয় করিয়া সংসার যাত্রা অতিবাহিত করিতে পারে। তবে এরূপ প্রশ্ন উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব, যে সামাজিক জীবনে যাবতীয় প্রয়োজন যদি এক পুরুষ বা এক স্ত্রী হইতে কাহার সংসাধিত না হইয়া উঠে, তবে তাহার একাধিক পত্নী বা পতি গ্রহণ যুক্তি সঙ্গত কি না? বাস্তবিক সামাজিক জীবনে পুরুষের এক স্ত্রী এবং নারীর এক পুরুষ আশ্রয় করিলে ন্যায্য প্রয়োজন সকল যদি সুসিদ্ধ না হয় তবে সহজেই উহাদিগের বহু বিবাহ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু যখন সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, সংসার নির্ব্বাহের সহায়তা, আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই এক স্ত্রী, অন্যপক্ষে এক পুরুষ হইতে সম্যক্ লাভ হইয়া থাকে, তখন স্ত্রী পুরুষের বহু বিবাহ নিষ্প্রয়োজন এবং যুক্তি-পরিশূন্য হইতেছে। তবে যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে কাহার কোন গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী বা স্বামী মৃত হয়, তবে তাহার পুনর্বায় বিবাহ করা অন্যায় নহে; কেননা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে যখন প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সংসারে সতত তুল্যভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে তখন মৃত-পত্নীকের ও মৃত-পতিকার পুনরায় বিবাহ করা সহজেই উচিত হইতেছে। [illegible] জাতির মধ্যে স্ত্রী

পুরুষ উৎকট ব্যাধি, ষণ্ডত্ব বা বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ গ্রস্ত হইলে পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্যুত করিয়া উহাদিগের অন্য পতি বা পত্নী আশ্রয় করা কর্ত্তব্য কি না তাহা এস্থলে বিবেচ্য নহে। ফলতঃ তাহা কর্ত্তব্য হইলেও উভয় পক্ষে তুল্য নিয়ম পরিলক্ষিত হওয়া যুক্তি সঙ্গত।

তৃতীয়তঃ। প্রবল কামাতুরের বহু বিবাহ করা কর্ত্তব্য কি না?

সকলের অবগত হওয়া উচিত, যে কামপ্রবৃত্তি কেবল সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত ঈশ্বর তাবৎ জীব জন্তুর হৃদয়ে নিহিত রাখিয়াছেন। এই প্রবৃত্তি পরিচালনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। হইতে পারে, কোন ব্যক্তির কামপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক প্রবল, অথবা কাহার অযোগ্য-মিলন বশতঃ এক স্ত্রী হইতে রতিপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রশমিত হয় না, ইহা বলিয়া তাহার একাধিক পত্নী গ্রহণ করা কখন উচিত হইতে পারে না। কেননা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থানুরোধে বহু ভার্য্যা গ্রহণ করিলে অন্যান্য অনিষ্টের সহিত অনল্প অনর্থকর বহু সন্তান উদ্ভব হওয়া সম্ভব। অতএব বহু সন্তান উৎপাদন করা উচিত কি না অগ্রে তাহা বিচার করিয়া কামুক ব্যক্তিদিগের বহু ভার্য্যা গ্রহণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যপক্ষে কামপ্রবৃত্তির উৎকটতা কদাচ স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ইহা একটী দৈহিক গুরুতর পীড়া বিশেষ। এ পীড়া স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকেই আক্রমণ করিতে পারে।* চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঈদৃশী পীড়া উপশমের নিমিত্ত রমণাতিশয্যের—অথবা এক পক্ষে বহু স্ত্রী, অন্য পক্ষে বহু পুরুষ সম্ভোগের ব্যবস্থা দেয় না। যেমন কোন ব্যক্তির স্তেয় প্রবৃত্তি

* স্ত্রীর—Nymphomania.
পুরুষের—Satyriasis.

প্রবল হইয়া উঠিলে * তৎচরিতার্থতার জন্য তাহার প্রতিবেশীর হৃতবিত্ত হওয়া উচিত হয় না, সেইরূপ উৎকট কামাসক্ত ব্যক্তিদিগকে কামোপশমের নিমিত্ত বহু বিবাহ করিতে দিয়া সমাজ সাধারণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কোন মতে ন্যায়ানুগত নহে।

চতুর্থতঃ। বহু পুত্রার্থে বহু দার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে অগ্রে দেখা আবশ্যক, যে সামাজিক ব্যক্তির বহু পুত্র প্রয়োজনীয় কি না? সমাজের আদিম অবস্থায় প্রজা বৃদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক বিধায় মনুষ্যের সন্তানোৎপাদন প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। এইহেতু উপনিবেশীদিগের মধ্যে বংশবর্দ্ধন চেষ্টা অপেক্ষাকৃত বলবৎ দেখা যায়। কিন্তু সমাজে লোক বৃদ্ধি হইলে ঐ প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে। এমন কি, তখন অধিক প্রজা বৃদ্ধি না হয় সেজন্য অনেক উপায়ও অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইদানীং লোকাকীর্ণ দেশের. এই অবস্থা। বহু সন্তানোৎপাদন করা ব্যক্তিবিশেষের ও জনসমাজের কিরূপ হিতকর বা অহিতকর তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বতন সভ্যসমাজে বংশ বর্দ্ধন নিয়ম কিরূপে প্রতিপালিত হইত তাহা এস্থলে এক বার আলোচনা করা দূষ্য নহে। ধর্ম্মশাসন সামাজিক সভ্যতার পরিচয় স্থল, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে বংশ-বর্দ্ধন নিয়ম কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই দেখা যাউক।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে গৃহস্থ মাত্রেরই সন্তানোৎপাদন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে অনপত্য ব্যক্তির অনেক নিন্দা-

* Kleptomania.

বাদ আছে, এবং পুত্রহীন গৃহস্থকে পুত্রার্থে দ্বিতীয়াবধি চতুর্থ দার পরিগ্রহেরও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থের একটী মাত্র পুত্র সন্তান জন্মিলেই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। * শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, পুত্র মুখ দেখিয়া পিতা ইহ-জীবনেই পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হন এবং পুত্র জন্মিলে তাহাকে পিতৃ ঋণ অর্পণ করিয়া আপনি স্বর্গী হয়েন। * মনু বলিয়াছেন, প্রথম পুত্র জাত মাত্রেই গৃহস্থ পুত্রী হয়। এই প্রথম পুত্রই ধর্ম্ম-পুত্র, আর দ্বিতীয়াদি কামজ পুত্র। † কিন্তু দেখা যায়, ধর্ম্মজ পুত্র উৎপাদনানন্তর কেই ইতর পুত্র প্রজননে ক্ষান্ত হয় না। অনেকে বলিয়াও গিয়াছেন, এক পুত্র পুত্রের মধ্যেই পরিগণিত নহে, ‡ কেননা যাহার মৃত্যুতে এক কালে বংশ নাশ এবং পিণ্ড লোপ হইতে পারে। এই কারণে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন নিয়মে ২টী পুত্র উৎপাদন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ‡ আরও দেখা যায়, নারীদিগের গর্ভাধান কালে দশ পুত্র প্রার্থনা করার রীতি আছে। ¶ বস্তুতঃ এই বহু পুত্রের কামনা কামমূলক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। যেহেতু শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, গৃহস্থ "বহু পুত্র কামনা করিবে,

---

"* পুত্রোৎপাদন শাস্ত্রস্য চৈকপুত্রোৎপাদনেনৈব চরিতার্থত্বাৎ" কল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যা মনু ৩ অ। ৪৫

* পিতৃণামনৃণো জীবন্ দৃষ্ট্বা পুত্রমুখং পিতা।
স্বর্গী স তেন জাতেন তস্মিন্ সংন্যস্য তদৃণং ॥ দায়ভাগ ধৃত।

† জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি ॥
যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥ ৯।১০৬।১০৭

‡ অপুত্র এক পুত্র ইতি॥ কল্লুক ভট্ট ধৃত।

‡ দ্বিতীয়মেকে প্রজননং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ। মনু ৯।

¶ দশাস্যাম্পুত্রানাধেহীতি।

কারণ উহার মধ্যে যদি কেহ গয়াতে যায়, কেহ কপিলা ধেনু দান করে, অপর কেহ বা বৃষোৎসর্গ করে"; ইত্যাদি। যাহা হউক এই কামমূলক বা কামজ পুত্র উৎপাদন না করিলে গৃহস্থের কোন প্রত্যবায় নাই। কেননা এক পুত্রবান্ ব্যক্তির স্ত্রী বিয়োগ হইলে পুত্রার্থে তাহার দারান্তর গ্রহণ শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। অপর, স্ত্রীর ঋতুরক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নিয়ম এই, যে গৃহস্থ যাবৎ পুত্রোৎপন্ন না হয় তাবৎ প্রতি ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে।* স্ত্রীর ঋতু চিরকালই যে রক্ষা করিতেই হইবে শাস্ত্রের কখন এরূপ অভিপ্রায় নহে। যেহেতু দেখা যায়, বানপ্রস্থ গমন কালে স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি না হইলে গৃহস্থ স্ত্রীকে সঙ্গে না লইয়া পুত্রের নিকট তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া যাইবেন ব্যবস্থা আছে।

অপর, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কন্যা হইতেও পিতার অনেক উপকার ও স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে।‡ বোধ হয় কন্যা সৎপাত্রে প্রদত্তা এবং সুশীলা ও সাধ্বী না হইলে অনেক অধর্ম্ম ও অসুখের নিদান হইবে ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকারেরা কন্যা কামনার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন প্রবৃত্তি দেন নাই। ফলতঃ কন্যাদানের ফলশ্রুতি এবং "প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ" "ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচন দৃষ্টে প্রতিপন্ন হয়, যে ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগের মতে গৃহস্থের পক্ষে কন্যাও বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু গৃহস্থের পুত্র না হইয়া কন্যা—এমত কি, বহুকন্যা হইলেও শাস্ত্রানুসারে তাহার দার-গ্রহণ-প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয় না। এমত স্থলে অধিবেদনের ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

---

* ঋতু কালাভিগামীস্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে।
কূর্ম্ম পুরাণ, উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত।

‡ কন্যাপ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ং। উদ্বাহতত্ত্ব।

অপর, মহম্মদীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে (কোরাণে) প্রজাবৃদ্ধির বিষয়ে উপদেশ আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির কত সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করা উচিত তাহার কোন নিয়ম নাই। ফলতঃ উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বৈবাহিক বিধি অনুশীলন করিলে জানা যায় যে, পুরুষ যদিও একাদিক্রমে চারি সংখ্যক ভার্য্যা পরিগ্রহ করিতে অনুজ্ঞাত, কিন্তু প্রত্যেক ভার্য্যাকে সর্ব্ব প্রকারে তুল্য ভাবে না দেখিতে পারিলে তাহার প্রত্যবায় আছে। কোরাণবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে ঐ তুল্য ভাবে দেখা এত দূর কঠিন (অন্যান্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, স্বামী এক স্ত্রীর সহিত যতটী কথা কহিবেন অন্য স্ত্রীর সহিতও তাঁহার ঠিক ততটী কথা কহিতে হইবে) যে, তাহা প্রায় কেহই সম্যক্ পালন করিয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং শাস্ত্র মর্ম্মানুসারে পুরুষের একাধিক পত্নী পরিগ্রহ করা সুকঠিন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও সন্তানোৎপাদনের সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। বাইবলের এক স্থলে দেখা যায় যে, ঈশ্বর নোয়া ও তাঁহার সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীতে বহুতর হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হও।" * পরন্তু স্থলান্তরে পুরুষের এক স্ত্রী গ্রহণেরই স্পষ্ট অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। †

অতএব উপরে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহাতে এ রূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থের ১টী পুত্র হওয়া অত্যাবশ্যক। তদ্ভিন্ন তাহার গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতির নির্দ্দিষ্ট কাল (২৫। ৩০ বৎসর) মধ্যে এক স্ত্রী হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে

---

* GENESIS. CH. IX

† GENESIS. CH. VI—VII

যত সংখ্যক হউক সন্তান উদ্ভূত হইলে হানি নাই। আর মুসলমান খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রমতেও গৃহস্থ একটী স্ত্রী হইতে ইচ্ছামতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে।

কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে অনেকে সন্তানোৎপাদন বিষয়ে কেবল উল্লিখিত শাস্ত্রীয় মত জানিয়া সন্তুষ্ট না হইতে পারেন। তাঁহাদের এ রূপ মনে হইতে পারে যে, বহুপুত্র দ্বারা সাংসারিক ব্যক্তির, সুতরাং সমাজ সাধারণের অনেক হিত সাধিত হওয়া সম্ভব; এবং তন্নিমিত্ত তাহার বহু ভার্য্যা গ্রহণ করা উচিত।

এ রূপ প্রগাঢ় পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসা করিতে হইলে কেবল যুক্তিরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

১। যদি আমরা উদ্ভিদ্ বা প্রাণি জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তবে দেখিতে পাইব যে উহাদিগের উৎপাদন-গুণের ইয়ত্তা নাই। কিন্তু পৃথিবীতে তাদৃশ প্রচুর স্থান ও পোষণ অভাবে উল্লিখিত প্রজনন শক্তির অপর্য্যাপ্ত-পরিচালন কার্য্যে পরিণত হইতে পায় না। যদি পৃথিবীতে এক জাতীয় মাত্র উদ্ভিদ্ রক্ষিত হয় এবং তাহার বিস্তৃতির কোন রূপ ব্যাঘাত না ঘটে তবে কিছু কালের মধ্যেই সেই জাতীয় উদ্ভিদ্ দ্বারাই সমস্ত জগৎ পরিপূরিত হইয়া যাইতে পারে। ঐরূপ, যদি কোন প্রাণী না থাকিয়া এক জাতীয় মনুষ্য এই সংসারে থাকিত তবে সেই জাতীয় মনুষ্য দ্বারাই পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। বাস্তবিক উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের অত্যন্ত উৎপাদন-প্রবণতা থাকি-

লেও স্থান ও পোষণের পরিমাণানুসারে উহাদিগের উৎপাদন ও রক্ষা কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, উদ্ভিদ্ হইতে নিয়তই বাহুল্য পরিমাণে উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি হইতেছে এবং নিয়তই ঐ অতিরিক্ত পরিমাণ স্থান ও পোষণ অভাবে নষ্ট বা অন্যান্য জীবের জন্য ব্যয়িত হইয়া অবশিষ্ট ভাগ রক্ষিত হইতেছে। আর, নিম্ন শ্রেণীর জন্তুগণও সংস্কার পরবশ হইয়া আপনাপন প্রজনন শক্তির যথেষ্ট চালনা করে এবং কোন বিঘ্ন না ঘটিলে তদ্দ্বারা অপর্য্যাপ্ত বংশ বর্দ্ধনও হয়; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা অচিরেই হ্রাস হইয়া যায়। মনুষ্যগণও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। বিশেষের মধ্যে এই যে, মনুষ্য বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন বলিয়া অপরাপর জন্তুর ন্যায় যথা সংস্কার বংশ বিবর্দ্ধনে রত থাকিতে পারে না। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অসভ্য, অসামাজিক ও অপরিণামদর্শী তাহাদিগের অবস্থা এ সম্বন্ধে পশুদিগের হইতে বড় পৃথক্ নহে। কিন্তু সভ্য ও সামাজিকগণের কথা স্বতন্ত্র। ইহাদিগের সম্বন্ধে স্থান ও পোষণের অবস্থা বিচার করিয়া অপরিসীমা জননশক্তির পরিচালন করা বিধেয় হয়। যদিও মনুষ্য-বিস্তৃতির জন্য পৃথিবীতে এখনও স্থানের অপ্রাচুর্য্য না থাকিতে পারে কিন্তু অত্যধিক মনুষ্যের আহার্য্য পৃথিবীতে অপ্রতুল হওয়াই সুনিশ্চিত। যদি বল সভ্যতার বৃদ্ধি হওয়ায় ভোজ্য একদেশ হইতে দেশান্তরে অবাধে নীত হইতেছে, এবং এক রাজ্য হইতে ভিন্ন রাজ্যে মনুষ্য উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, কিন্তু যখন সামাজিক নিয়মে ক্ষমতাপন্ন (পরিশ্রম বা অর্থ বিষয়ে) ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন অনেকের পক্ষে উহা লাভ করা যে অসম্ভব, তাহাতে সংশয় কি? পুরাকালে কোন২ দেশে

উৎপন্ন আহার্য্যের পরিমাণ ধরিয়া তদুপযোগী লোক-রক্ষার চেষ্টা করাও হইয়াছিল। এজন্য পুরাতন গ্রীসে সোলন শিশু হত্যার বিধি দিয়াছিলেন। প্লেটো নিয়ম করেন, ম্যাজিষ্ট্রেটেরা অধিক প্রজা-বৃদ্ধি হইতে দিবেন না, এবং স্ত্রী পুরুষ কেবল তাহাদিগের পূর্ণ-শক্তিশালিনী অবস্থাতেই সন্তান প্রজনন করিতে পারিবে, অপিচ দুর্ব্বল শিশু সন্তানদিগকে হত্যা করিবে। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে আরিষ্টটল ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, স্ত্রী পুরুষ ক্রমান্বয়ে ১৮ ও ৩৭ বৎসর বয়সের পুর্ব্বে বিবাহিত হইবে না, এবং নারী পরিমিত সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিবে, তদতিরিক্ত গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। আরও তিনি বলিয়াছেন যে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথেচ্ছা সন্তানোৎপাদন করিতে দেওয়া হয় তবে নানা পাপ ও বিসম্বাদের আকর দরিদ্রতা অবশ্যই উপস্থিত হইবে। * বোধ হয়, এই সকল ব্যবস্থাপকেরা কথিত উপায় সকল অবলম্বন দ্বারা ভোজ্য ভোক্তার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভোজ্যাভাব প্রযুক্ত অনিষ্ট রাশি হইতে সমাজকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কথিত উপায় সকলের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত বা বর্ত্তমান কালের উপযোগী বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হয় না, তবে কতকগুলি সদুপায় অবলম্বন করিলে সমাজে ভোজ্য-ভোক্তার অত্যন্ত অসামঞ্জস্য সংঘটিত না হওয়ার অনেকটা সম্ভাবনা বটে। যদিও পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যের এবং উহাদিগের ভক্ষ্য সামগ্রীর সামঞ্জস্য

---

* Vide—Essay on the Principle of Population.
By the Revd. Mr. Malthus.

বিধান করা নিতান্ত দুরূহ, কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থ—ক্রমে প্রত্যেক সমাজ—তদনন্তর প্রত্যেক জাতি—অবশেষে প্রত্যেক দেশে উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হইলে তাদৃশ গুরুতর কার্য্যও অনেক সহজ হইয়া পড়ে। মনুষ্য সমাজে এই চেষ্টার ত্রুটি বশতঃ ঐশ্বরিক নিয়মে সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ, মরক ও যুদ্ধাদি লোক-সংহারিণী ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়া ভক্ষ্য ভক্ষকের সমতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ক্ষোভের বিষয়, বর্ত্তমান সামাজিক-পদ্ধতি উল্লিখিত দুর্ঘটনা নিচয়ের প্রকৃষ্টরূপে সহায়তা করে। মনে কর বঙ্গে ১০ কোটি মণ তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, ইহাতে ২ কোটি লোক জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু সামাজিক নিয়মানুসারে ঐ তণ্ডুল ২ কোটি লোক যথাপ্রয়োজন প্রাপ্ত হয় না। কেননা সমাজে ব্যক্তি বিশেষের উপার্জ্জনের ক্ষমতানুসারে ভক্ষ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং কেহ ১০ জনের, দ্বিতীয় ব্যক্তি ২০ জনের, তৃতীয় ব্যক্তি ৫০ জনের উপযুক্ত তণ্ডুল সংগ্রহ করে। অন্যপক্ষে উপার্জ্জন ক্ষমতাহীন এবং তৎপক্ষে সামান্য ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় তণ্ডুল সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় না। ইহাতে এক জনের গৃহে রাশীকৃত তণ্ডুল থাকিতে তাহার প্রতিবাসীর তণ্ডুলাভাব ঘটিয়া থাকে। এই রূপে এক দেশে দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব তৎ-পার্শ্ব দেশে সচ্ছলান্ন বিদ্যমান দেখা যায়। যাহা হউক, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত বলিলেই হয় যে, প্রত্যেক গৃহস্থ স্বীয় ও আপেক্ষিকগণের জন্য যথা প্রয়োজন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে পোষণ অভাবে তাহার ও তৎ আপেক্ষিকগণের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিবার সম্ভাবনা। সমাজের

ঈদৃশী ঘৃণিতাবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের স্বীয় আহার্য্যোপার্জ্জনের ক্ষমতা অনুসারে পরিবারের সংখ্যা কল্পনা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি তিন জনকে মাত্র পোষণ করিতে পারে তাহার ১০ দশ জন পোষণের ভার লওয়া অনুচিত। যে ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনীয় ভোজ্য সংঘোটন করিয়া উঠিতে পারে না তাহার দ্বিতীয় ব্যক্তির পালনের ভার লওয়া বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। যখন দেখা যায়, বিবাহ সূত্রে সংবদ্ধ হইলে সামাজিক নিয়মে ভার্য্যার এবং তদনন্তর তদুৎপন্ন সন্তান সন্ততির, ইহা ভিন্ন আবার (বিশেষতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে) কখন কখন ঐ ভার্য্যা সম্পর্কীয় অপরাপর ব্যক্তিরও প্রতিপালনের ভার লইতে হয়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় ক্ষমতা বিচার করিয়া দার-পরিগ্রহ এবং উপযুক্ত সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করা উচিত। এ হিসাবে হয় ত ব্যক্তিবিশেষের আদৌ দার পরিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য বোধ হইবে না। কাহার বা দার গ্রহণানন্তর ২। ৩টী মাত্র সন্তানোৎপাদন করা বিধেয় স্থির হইবে, অপর কাহার বা এক স্ত্রী হইতে যত সন্তান উদ্ভব হইতে পারে তত সন্তানই উৎপাদন করা উচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

২। আরও দেখা যায়, প্রত্যেক নারী হইতে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ সংখ্যক সন্তান উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ দেশ ও সামাজিক অবস্থা বিশেষে এই সংখ্যার তারতম্য ঘটে। যেমন ইংলণ্ডে ৫ হইতে ৭, জর্ম্মাণ (শর্ম্মণ) দেশে ৬ হইতে ৮, ফ্রান্সে ৪ হইতে ৫ সংখ্যক সন্তান প্রত্যেক রমণী গড়ে প্রসব করে। ভারতবর্ষে বিবাহ বিষয়ে ও দম্পতি-আচরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিয়ম থাকায় প্রত্যেক নারী হইতে, বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত অধিক

সংখ্যকই সন্তান জন্মিয়া থাকে। আর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সন্তান উৎপাদিকা-শক্তি সীমাবদ্ধ নহে সুতরাং এক ব্যক্তি বিস্তর সন্তানের জনক হইতে পারে। মনু কহিয়াছেন যে, নারী ক্ষেত্র রূপা এবং পুমান্ বীজ-স্বরূপ। বাস্তবিক ক্ষেত্র যেরূপ পরিমিত বীজ ধারণ এবং শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে, নারীও সেই রূপ নির্ণীত সংখ্যক গর্ভধারণ ও সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে। আর বীজ যে রূপ ক্ষেত্রের সীমা ব্যক্ত করে না পুরুষও সেইরূপ. সন্তানের সংখ্যা নির্দ্দেশ করে না। অতএব প্রচুর বীজবিশিষ্ট কৃষক যে রূপ স্বকীয় সাধ্যানুসারে ভূমি গ্রহণানন্তর যথাপরিমাণ বীজ বপন করিয়া যথা প্রয়োজন শস্য উৎপাদন করিয়া লয়, সেইরূপ প্রভূত বীজধারী পুরুষেরও স্বীয় ক্ষমতানুসারে স্ত্রী গ্রহণ এবং তাহা হইতে যথা প্রয়োজন সন্তান উৎপাদন করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। আর কৃষক যেমন অবিবেচনা বশতঃ অপরিমিত ক্ষেত্র গ্রহণ করিলে প্রয়োজনানুরূপ কর্ষণাদি না করিতে পারিয়া যথোপযুক্ত শস্যোৎপাদন এবং তাহা সংগ্রহ করিতে শক্ত হয় না, পুরুষও সেইরূপ বিবেকবিমূঢ় হইয়া বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করিলে তাহাদিগের সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহাদিগের হইতে যথা-সম্ভব সন্তান প্রজনন এবং উৎপন্ন অপত্যের যথোপযুক্ত ভরণপোষণাদি করিতে সক্ষম হয় না। এমন কি, কৃষক পরিমিত ভূমি গ্রহণানন্তর যথা সম্ভব শস্যোৎপাদন করিয়াও যদি তাহার সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে না পারে তবে তাহাকে যে রূপ শস্য লাভে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, পুরুষও এক মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করিয়া তাহাতে যথা-সম্ভব সন্তানোৎপাদন করিয়া যদি উহাদিগের উপযুক্ত ভরণপোষণ করিতে অক্ষম হয়

তবে তাহাকেও সেইরূপ সন্তান লাভে ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। মনুষ্য-সমাজের দরিদ্র মণ্ডলীতে ইহার জাগ্রৎ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। দরিদ্রের ঘরে বহু সংখ্যক সন্তান জন্মে কিন্তু সমুচিত পোষণাভাবে অনেকেই অকালে মরিয়া যায়।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে সত্য যে, পূর্ব্বকালের রাজারা বহু সন্তানের জনক হইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা বীর্য্যবন্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন বলিয়া হয় ত তাঁহাদিগের পক্ষে বহু অপত্য তৎকালে তাদৃশ অনিষ্টজনক হয় নাই। পরন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে বহু সন্তান সর্ব্বদাই অনিষ্ট ও দুঃখ জনক। কথিত আছে, দূরদর্শী বিভীষণ বহু পুত্রের জনক হওয়া ঘৃণিত বিষয় বলিয়া শপথ করিয়া ছিলেন। * যাহা হউক, সামাজিক জীবনে গৃহস্থের বহু সন্তান যে নানা অনর্থের আকর, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। এক ভার্য্যা সংযোগে যে সকল সন্তান উদ্ভূত হইতে পারে অনেকের এরূপ অবস্থা নয় যে, তৎসমুদয়কে যথোচিত ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া প্রয়োজনীয় বিদ্যা বা ব্যবসা শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল সাধারণ ব্যক্তির নহে, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরও বহু সন্তান কখনই প্রার্থনীয় নহে; কেননা সচরাচর দেখা যায়, ধনবানের পুত্রেরা প্রায়ই স্বীয়২ জীবিকা উপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ হয় এবং নানা প্রকার ব্যসনে আসক্ত থাকে, এদিগে উহাদিগের হইতে আবার বহু সন্তান জন্মিয়া বৃহৎগোষ্ঠী হইয়া উঠে। ইহারও

---

* বহ্বপত্য শব্দে সাধু ভাষায় শূকর ও মূষিক বুঝায়।

সচরাচর পিতৃ-ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আলস্যে কাল যাপন করে। পৈতৃক ধন ক্রমশঃ বহুধা বিভক্ত এবং কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহাদিগের মধ্যে পরিণামে ভীষণ দরিদ্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনুষ্য সমাজে যাহারা নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া বসিয়া খায় তাহাদিগের হইতে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। অতএব বিত্তশালীর বহু পুত্র হইলে সমাজের কোন উপকার নাই বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা। সুতরাং ইহাদিগের বহু সন্তান কামনা এবং তদর্থে বহু ভার্য্যা গ্রহণ অকর্ত্তব্য। অধিকন্তু যখন দেখা যাইতেছে, কি দুঃখজীবী কি মধ্যবিত্ত কি ধনী কাহারও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ এক বা দুই সংখ্যক সন্তানের অধিক আবশ্যক করে না, অথচ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক অপত্য (২০।২২!) এক মাত্র স্ত্রী হইতেই সমুদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন গৃহস্থের কোন্ যুক্তিতে বহু পুত্র কামনা, ও সেই হেতু বহু ভার্য্যা গ্রহণ বিহিত হইতে পারে?।

উপরে যে রূপ আলোচনা করা হইল তাহাতে পুরুষের একাধিক বহু বিবাহ (কেবল স্থল বিশেষে অধিবেদন ব্যতীত) যে কোন সদ্যুক্তির অনুমোদিত, এরূপ প্রতীত হয় না।

অস্মদ্ সমাজের কতকগুলি লোক চির কুসংস্কার বশতঃ এরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যে কুলীন ব্যক্তিরা বহুদার গ্রহণ করিতে অধিকারী। অতএব তদ্বিষয়েও ২।১ টী কথা এস্থলে বলা একান্ত প্রয়োজন।

বাস্তবিক কুলীন অর্থাৎ সৎকুলোদ্ভব পাত্রে কন্যা দান এবং

সৎকুলোদ্ভবা কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। শাস্ত্রেরও এইরূপ অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিবাহ বিধিতে অবগত হওয়া যায়, যে বংশের দশ পুরুষ বিখ্যাত নিত্য বেদাধ্যায়ী ও অরোগী এবং ধনধান্যাদিসম্পন্ন সেই বংশের নিত্যাধ্যায়ী ধীমান্ ও লোক প্রিয় যুবক বরে কন্যা দান করিবে। আর কন্যাও ঐরূপ বংশগৌরবসম্পন্না অরোগিণী ও নির্দ্দোষা হওয়া আবশ্যক। বোধ হয় রাজা বল্লাল সেনের সময়ের পূর্ব্বে সমাজে কুলীন শব্দে উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভিন্ন আর কিছু বুঝাইত না, কিন্তু বল্লালের কালে উক্ত কুলীন শব্দের অর্থ কিছু বিভিন্ন বিষয়-জ্ঞাপক হইয়া উঠে। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক আনিত পাঁচটী ব্রাহ্মণ ও পাঁচটী কায়স্থ বংশের যে সকল ব্যক্তিকে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতীষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ এবং দান এই নবগুণে ভুষিত দেখিয়াছিলেন তাহাদিগকে "কুলীন" আখ্যা প্রদান করিয়া সমাজের মধ্যে তাহাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহাদিগের সহিত তৎশ্রেণীস্থ অপরাপরের বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং আহার ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিয়া স্থির হয়। কাল ক্রমে এই প্রাধান্য ঐ সকল ব্যক্তিদিগের বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে ঐ বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পৈত্রিক আচার, বিনয়াদি কোন গুণ না থাকিলে, প্রত্যুত সহস্র দোষ সত্ত্বেও তাহারা কুলীন বলিয়া সমাজে পরিচিত ও আদৃত। যাহা-হউক সৎকুল এবং সদ্‌গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কন্যাদান প্রশস্ত কল্প ইহাই শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বল্লালও

এই নীতি এক প্রকার অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। পরন্তু এক বরে বহু কন্যা দান করিতে হইবে এ কথা কোন শাস্ত্রেও নাই, এবং বল্লালেরও এমত অভিপ্রায় ছিল, বোধ হয় না। কেবল কাল ক্রমে শাস্ত্র-চর্চ্চা লোপ, রাজশাসন বিরহ এবং কৌলীন্যাধিপত্য বিস্তার প্রযুক্ত কুলীনেরা সমাজে বহু বিবাহ রূপ স্বেচ্ছাচার-মূলক প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, এখনও কুলীনদিগের তাদৃশ স্বেচ্ছা-চারিতা সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে। এই কৌলিন্য-ব্যভিচার ব্রাহ্মণ শ্রেণীতেই অধিকতর দৃষ্ট হয়! কায়স্থদিগের মধ্যেও ইহা অলক্ষিত নহে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু দার গ্রহণ করিবার কাল্পনিক অধিকার সমাজে অদ্য পর্য্যন্ত পরিচালন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, সমাজ তাহা কাল পরম্পরা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, এখনও সহ্য করিতেছেন। হায়! যে হিন্দু সমাজে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে ভরণীয়া বলিয়া ভার্য্যা শব্দে অবিহিতা হইয়া আসিয়াছে অধুনা সেই সমাজে ভার্য্যা স্বামীর ভরণ পোষণের উপায় স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে কুলীনদিগের বহু দার গ্রহণের যে অধিকার তাহা কাল্পনিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক।

এক্ষণে শাস্ত্র ও যুক্তি কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতেছে না, যে পুরুষের বহু ভার্য্যা পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য বা আবশ্যক। বিশেষ নিমিত্ত বশতঃ একাধিক বিবাহ করা হিন্দুজাতি সম্বন্ধে অশাস্ত্রীয় বা সকল স্থলেই যুক্তি বিহীন বলা না যাউক, কিন্তু তাদৃশ কারণ ব্যতীত বা সামান্য কারণে (যেমন উপজীবিকা কিম্বা

আক্রোশের জন্য) বহু ভার্য্যা গ্রহণ শাস্ত্রাভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এক কালে যুক্তি পরিশূন্য । আমরা দৈনন্দিন বহু-দর্শিতা দ্বারা জানিতেছি যে এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা (যে কারণেই গৃহিত হউক না) সর্ব্বদা অসুখ ও অনর্থ জনক । যে সমাজে এই নিকৃষ্ট বৈবাহিক রীতি প্রচলিত আছে তথায় নানাবিধ পাপ ও অশেষ দুঃখ নিয়ত বিরাজিত দেখা যায় ।

অস্মাদ্ সমাজে বহু বিবাহ হইতে সে সমস্ত অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে তাহা আজ কাল প্রায় অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন । পরিতাপের বিষয়, এখনও অনেক কুসংস্কারাপন্ন মূঢ় ব্যক্তি আছেন যাহারা বহু বিবাহের বিষময় ফল সকল প্রত্যক্ষ, এমত কি উপভোগ, করিয়াও এই কুৎসিত বিবাহ রীতিকে প্রশ্রয় দিতে ক্ষান্ত নহে । যদিও সময়ে সময়ে বহু বিবাহ বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধে বহু বিবাহের বহুদোষিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি সাধারণের পুনরুদ্বোধনের জন্য এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন । বহু বিবাহ হইতে সমাজে—

১। অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেমের অভাব,

২। পুরুষের প্রত্যক্ষ, স্ত্রীর পরোক্ষ ব্যভিচার পথাবলম্বন এবং তদ্দ্বারা সমাজে ব্যভিচার কার্য্যের আদর্শ সংস্থাপন,

৩। জারজেরা ঔরস সন্তান রূপে পরিগণিত, অথচ আবার অন্যায় রূপে আদৃত,

৪। অনেক স্থলে বংশ বৃদ্ধির ব্যাঘাত,

৫। অনেক স্থলে শারিরীক ও মানসিক দুর্ব্বল সন্তানের উদ্ভব,

৬। স্বাভাবিক অপত্য ও ভ্রাতৃ স্নেহের অভাব,

৭। অসম বিবাহের অন্যতর প্রধান প্রয়োজনের উদ্ভব,

৮। দ্রারিদ্র্য দুঃখের বিস্মৃতি,

৯। গৃহ বিবাদ,

১০। স্ত্রী-হত্যা, বাল-হত্যা, পতি-হত্যা, আত্ম-হত্যা, ইত্যাদি অনিষ্ট সমুদ্ভূত হইতেছে।

১। অকৃত্রিম দম্পতি প্রেমের অভাব।

একটী পুরুষ একাধিক বহু রমণীর প্রণয়াধার হইলে, বিশেষতঃ সে যদি কেবল অর্থের অনুরোধে তাহাদিগকে স্ত্রীত্বে স্বীকার করিয়া থাকে তবে, তাহাদিগের মধ্যে কি রূপে অকৃত্রিম প্রণয় জন্মিতে পারে? এই হেতু বহু বিবাহে বিমল পত্নী-প্রেম লক্ষিত হয় না। স্ত্রীদিগেরও বিশুদ্ধ পতি-প্রেম, বিশেষতঃ সপত্নী সহ, সম্ভোগ করা অসম্ভব হইয়া থাকে।

২। পুরুষের প্রত্যক্ষ এবং স্ত্রীর পরোক্ষ ব্যভিচার ইত্যাদি।

পুরুষ একাধিক পত্নী, বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত, গ্রহণ করিলে তাহার প্রত্যক্ষ ব্যভিচার ধর্ম্ম আশ্রয় করা হয়। যখন স্বামী সত্ত্বে স্ত্রী অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গ দূরে থাকুক, বিরুদ্ধ ভাবে আলাপ করিলেও তাহার সতীত্ব ধ্বংশ হয়, তখন এক পুরুষ উপজীবীকা বা অন্য তুচ্ছ কারণে বহু নারীর সহিত সংসর্গ করিলে তাহার ব্যভিচার দোষ ঘটিল না, কি রূপে বলা যাইতে পারে? আমাদিগের সমাজের এক্ষণে এরূপ প্রকৃতি হইয়া দাড়াইয়াছে যে, কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যত ইচ্ছা তত ভার্য্যা গ্রহণ করিলে, তাদৃশ বিবাহ

স্পষ্ট রূপে ধর্ম্মানুমোদিত না হইলেও, তাহাতে ব্যভিচার দোষ ঘটে না, লোকে এমন মনে করে।

অপর, বহু নারী এক পুরুষ কর্ত্তৃক পাণিগৃহিতা হইলে তৎকর্ত্তৃক সকলের ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া সম্ভব হয় না, কেননা উহাদিগের মধ্যে অনেকেই স্বামী সন্দর্শন পর্য্যন্তও লাভে বঞ্চিত হয়। একে স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহাতে কাম রিপু যৌবনে দুর্দ্দম হইয়া থাকে, সুতরাং উল্লিখিত স্ত্রী দিগের মধ্যে কেহ কেহ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। স্ত্রীর ব্যভিচার পুরুষের ন্যায় সমাজে প্রশ্রয়িত নহে, এজন্য উহারা গোপনে পরপুরুষ আশ্রয় করে, কখন কখন আনুসঙ্গিক কারণে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। অনেক রমণী অনেক স্থলে হয়ত সপত্নী পরিবেষ্টিত না হইলে চিরজীবন আপন আপন সতীত্ব ধর্ম্ম অনায়াসে পালন করিয়া যাইত, কিন্তু সপত্নী ঈর্ষ্যা ও তাহার দুর্ব্ব্যবহার, ক্ষোভ, অপমান, মনস্তাপ প্রভৃতির বশীভূত হইয়া তাদৃশ অমূল্য রত্নকে হারাইয়া থাকে। এমন কত নারী আছে যাহারা ব্যভিচার পথের পথিক হইয়াও এবং ভ্রূণহত্যাদি পাপে নিজে ও আত্মীয় স্বজনকে লিপ্ত করিয়াও সমাজস্থা ও অন্তঃপুরবাসিনী রহিয়াছে। এই সকল রমণীরা অন্যান্য রমণীর পক্ষে কি ভয়ানক আদর্শ। হায়! মনু সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও স্ত্রীকে রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, * কিন্তু আমরা ঘোরতর দুঃসঙ্গের মধ্যেও স্ত্রী দিগকে অবলীলা ক্রমে রাখিতেছি, এবং অনেক স্থলে ইহার অনিষ্টফলও প্রাপ্ত হইতেছি।

---

* সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রীয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ু ররক্ষিতাঃ॥ ৯। ৫

৩। জারজেরা ঔরস সন্তান রূপে পরিগণিত ইত্যাদি।

সন্তানোৎপাদন স্ত্রী পুরুষ সংসর্গের নৈসর্গিক ফল। বিশেষ প্রতিবন্ধক ব্যতীত যে কোন সম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষ হউক না কেন উপযুক্ত সময়ে উভয়ের সংযোগ ঘটিলে গর্ভোৎপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং বহু বিবাহকারীদিগের যে পত্নীরা ব্যভিচার পথ অবলম্বন করিয়াও গৃহে থাকে তাহাদিগের জারজ গর্ভ হওয়া বিরল নহে। ইহার মধ্যে কতক গুলি গর্ভ নষ্ট করা হইয়া থাকে, কতক বা রক্ষিত হয়। এই সকল সন্তানেরা তাহাদিগের মাতৃপাণিগ্রাহকের ঔরস বলিয়া কৌশলে পরিচিত হয়। যদিচ এই সকল ঘটনা ক্রমশঃ অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে তথাপি সমাজ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে আজও ইহার দৃষ্টান্ত কোথায় না কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সন্দেহ নাই। এখনও এমন অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাদিগের পিতার বা পুত্রের সহিত পরিচয় নাই। আজও কাহারও কাহারও বাটীতে কন্যার গর্ভ সঞ্চার হইলে বাহির বাটীতে উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারা জামাতার আগমন সংবাদ মিথ্যা প্রচারিত হয়। যাহা হউক যত দিন বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিবে তত দিন এরূপে জারজ সন্তান সমাজে উৎপাদিত হইবেই হইবে। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, উক্ত বিধ সন্তানেরা আবার "কুলীন সন্তান" বলিয়া সমাজে সমাদৃত হইতেছে এবং উৎকৃষ্ট বংশের কন্যা সকল অনায়াসে বিবাহ করিয়া পৈত্রিক নাম ও ব্যবসা রক্ষা করিতেছে।

৪। অনেক স্থলে বংশ বৃদ্ধির প্রতিরোধ।

বহু বিবাহকারী ব্যক্তিরা সচরাচর দুই তিনটী পত্নী লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অবশিষ্ট পত্নীরা আপন আপন পিত্রালয়ে বা কোন আত্মীয় স্বজনের বাটীতে অবস্থিতি করে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এরূপ আছে, যে তাহারা সহস্র যাতনা বা প্রলোভোন সত্বেও পরপুরুষ কাঙ্ক্ষনী হয় না। এই হিন্দু মুখোজ্জ্বলকারিণী রমণীদিগের মধ্যে এমন কতক গুলি হতভাগিনী আছে যে তাহাদিগের চির-জীবনে স্বামী-সঙ্গতি লাভ হয় না, কাহার কাহার ভাগ্যে স্বামী সংসর্গ ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। যাহার যাহার ঘটে তাহাদিগের মধ্যে অনেকের হয়ত গর্ভানুকুল কালে ঘটে না, সুতরাং ঐ অকালসংসর্গ নিস্ফল হয়; আবার অনেকের তাদৃশ কালে ঘটিলেও বহু স্ত্রীসম্ভোগী স্বামির শুক্র প্রায় ঔৎপাদিক শক্তি বিরহিত বলিয়া অনেক স্থলে গর্ভোৎপত্তি হয় না। অধিকন্তু সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রণয় প্রয়োজন করে, তাহার অভাব উল্লিখিত স্থলে প্রায়ই বিদ্যমান দেখা যায়। এই কারণ সমষ্টিতে অনেক নিরপরাধিনী অথচ সুস্থ শরিরী অবলাদিগের হইতে বংশ বৃদ্ধির প্রত্যাশা রহিত হইতেছে।

৫। অনেক স্থলে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল সন্তানের উদ্ভব।

বহু-রমণী-গৃহিতাদিগের রমণাতিশয্য অনিবার্য্য। কেননা উহা তাহাদিগের যথা-শক্তি কর্ত্তব্য পালন করিতেই ঘটিয়া উঠে। অধিক স্ত্রী-সঙ্গমে পুরুষের শরীর ও মনের সহিত শুক্রও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়,

এবং হয়ত শুক্রের এক কালে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া যায়। নিস্তেজশুক্র সংযোগে যদিও গর্ভ হওয়া এক কালে অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহাতে উৎপন্ন সন্তানেরা অবশ্যই দুর্ব্বল হয়। এই দুর্ব্বলতা কেবল দৈহিক নহে মানসিকও। কেননা শুক্র দ্বারা জনকের শারীরিক ভাব সকলের সহিত, মানসিক ভাব সকলও সন্তান প্রাপ্ত হয়।

৬। স্থল বিশেষে স্বাভাবিক অপত্য ও ভাতৃ স্নেহের অভাব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে বহু ভার্য্যাগ্রাহীর অনেক দার স্বকীয় ভবনে থাকেনা, উহারা আপন আপন পিতা বা আত্মীয়ের ঘরে থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ স্বামী-সংসর্গ লাভে কৃতার্থ হয়। যাহাদিগের ভাগ্য বশতঃ এই সংসর্গ সফল হয় তাহাদিগের গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে; আর অপরাপর রমণীদিগের মধ্যে অনেকে জার হইতে গর্ভ লাভ করে। এই সকল সন্তান জন্মিয়া প্রায় মাতুলাশ্রয়ে বা মাতা যাহার আশ্রয়ে থাকেন তাহার আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়। পিতার সহিত আলাপ বা পরিচয় পর্য্যন্তও ঘটে না। ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখে। ইহাদিগের অন্যান্য বৈমাত্রেয় দিগেরও এই রূপ দুরবস্থা। অনেক স্থলে উভয় বৈমাত্রে ও পিতা পুত্রে চির জীবনে এক বারও সন্দর্শন লাভ হয় না। কোথায়২ বা হঠাৎ পরস্পরের পরিচয় জানিয়া পিতা পুত্র বা ভাই ভাই সম্পর্ক স্থির করিয়া লয়। এই সম্পর্ক অবধারিত হইলেও যে তাহার মত কোন কার্য্য হইয়া থাকে, এমতও নহে; সুতরাং এই হতভাগ্যদিগের মধ্যে মঙ্গলময় অপত্য-স্নেহ বা

ভাতৃ-সৌহার্দ্য লক্ষিত হয় না।

৭। অসম বিবাহের অন্যতর প্রধান প্রয়োজনের উদ্ভব।

পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন কারণেই হউক এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা গ্রহণ করিলে অপর কতক গুলির স্ত্রীলাভ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে, কেননা সংসারে একটী পুরুষের জন্য একটী নারীই সৃষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু আমাদিগের সমাজে বিবাহ বিষয়ে যে রূপ জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ এবং বংশদোষাদি পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে কোন শ্রেণীর কতক লোক বহু দার গ্রহণ করিলে তৎ শ্রেণীর অনেক লোকের বিবাহ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এই হেতু অনেক স্থলে যুবা ও প্রৌঢ় ব্যক্তিকে নিতান্ত বালিকার পাণি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

৮। দারিদ্র্য-দুঃখের বিস্তৃতি।

বহুবিবাহপদ্ধতি হইতে সমাজে দরিদ্রতা উপস্থিত ও বিস্তৃত হইতেছে, বোধ হয়, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি এক মাত্র স্ত্রী এবং তাহা হইতে যে সকল সন্তান উদ্ভব হইতে পারে তৎসমুদয়কে ভরণ পোষণাদি করিতে অনেকে সমর্থ হয় না। আর যখন গৃহস্থের, অধিক স্ত্রীর কথা দূরে থাকুক, দুইটী মাত্র স্ত্রী থাকিলে পৃথক্২ সংসার উপস্থিত হয়, তখন বহু ভার্য্যা গ্রহণ করিলে অনেকের যে দৈন্যদশা উপস্থিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বহু-দার-গ্রহণ-তৎপর কুলীনেরা তাবৎ স্ত্রী পুত্রের ভার না লইলেও তাহাদিগকে কতক সংখ্যক স্ত্রী ও তদুদ্ভূত সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের ভার অগত্যা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়,

অথচ এ দিগে কুলীনেরা প্রায়ই বিদ্যাহীন সুতরাং সদ্ব্যবসা অবলম্বন দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ইহারা মধ্যে২ বিবাহ ও শশুরালয় গমন দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, অর্থাভাব উপস্থিত হইলেই নয় নূতন একটী বিবাহ, নয় কোন বিস্মৃত-পূর্ব্ব শশুরের বাটীতে গমন করে। পরন্তু এ রূপ অর্থ লাভে সাংসারিক দুঃখ মোচন হয় না। প্রত্যহ ধনাগম অথবা নির্দ্দিষ্ট আয় না থাকিলে সাংসারিক অভাব দূর হওয়া দুর্ঘট। কেবল বিবাহ ও শশুরের নিকট হইতে সময়ে২ ভিক্ষা লাভ করিয়া আজ কাল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি দেখাও যাইতেছে, কোন২ কুলীন-সন্তানেরা পৈতৃক ঘৃণিত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অন্যান্য সদ্ব্যবসা অবলম্বন করিতেছেন। যাহা হউক অধিক সংখ্যক কুলীন ব্যক্তিরা যে কৌলিক ব্যবসায় নিরত থাকিয়া দরিদ্রতার সেবা করিয়া থাকেন, তাহার সন্দেহ নাই। বংশজ ও মৌলিকেরা বহু বিবাহকারী কুলীনদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়েন। কন্যা বা ভগিনী কুলীন পাত্রে অর্পণ করিতে প্রথমতঃ বিস্তর অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হয়, তদনন্তর ঐ কন্যা বা ভগিনীকে এবং তৎ প্রসূত সন্তানদিগকে চির কাল ভরণ পোষণ করিতে হয়, মধ্যে২ জামাতা বা ভগিনীপতিকে বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া বাটীতে আনিতে হয়। ইত্যাদি অনাবশ্যক অপব্যয়ে কত কাল লক্ষ্মী গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন? পুরাতন বিত্তশালী বংশজ ও গোষ্ঠীপতিরা এই রূপে কুলীন সংসর্গে দুঃখী হইয়া পড়িতেছেন।

৯। গৃহ-বিবাদ।

বহু বিবাহ গৃহ বিবাদের অন্যতর বিষময় ফল। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এক ব্যক্তির দুইটী মাত্র স্ত্রী হইতেই নার্য্যোচিত সামান্য কলহ হইতে রাজদ্বারে অভিযোগ পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সপত্নীদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য-ভাব সচরাচর বিরল। বহু সপত্নী একত্র বাস করিলে ত কথা নাই, দুই জন মাত্র এক বাটীতে থাকিলেও নিয়ত বিবাদ বিসম্বাদ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। সপত্নী ঈর্ষ্যা অতীব ভয়ঙ্করী। ইহা দ্বারা কেবল সপত্নীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয় এমত নহে, পিতা পুত্রে, উভয় বৈমাত্রে এবং পরিবারের মধ্যে অন্যান্যের সহিত প্রায়ই কলহ ঘটিতে দেখা যায়। আজ কাল ধর্ম্মাধিকরণে গৃহ বিবাদ বিষয়ক যে সকল অভি-যোগ উপস্থিত হয়, অনুসন্ধান করিলে, তন্মধ্যে অনেক স্থলে বহু বিবাহ তাহার মূলীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পরিতাপের বিষয়, কোন অর্থী স্বীয় পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত আপন বৈমাত্র বা পিতৃ বৈমাত্র প্রত্যর্থীকে বিজাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; স্থানান্তরে কোন সপত্নী দ্বিতীয়া সপত্নী ব্যভিচাররতা, সুতরাং সে স্বামীর ধনে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না, ইহারই প্রমান প্রয়োগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

১০। স্ত্রী-হত্যা, বাল-হত্যা, পতি-হত্যা, আত্ম-হত্যা, ইত্যাদি।

বহু বিবাহ হইতে এই সকল মহাপাপ সমাজকে যে কলঙ্কিত করিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল। "পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছ, যে বহুজনে এক দ্রব্যাভিলাষী হইলে

স্বভাবতঃই লোকের মনে পরস্পর দ্বেষভাব উপস্থিত হয়, এবং যে স্থলে দ্বেষভাব আসিয়া অধিকার করে সে স্থলে যে প্রণয় ভাবের অভাব হয়, তাহা কাহার না বিদিত আছে? মনের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম! যখন যে পক্ষে যে ভাবের উদয় হয় তখন সে পক্ষে সেই ভাবেরই বিস্তার হইতে থাকে। প্রিয় পদার্থ সম্পর্কীয় সকলি যেমন প্রিয় বোধ হয়, সেই মত যাহার প্রতি দ্বেষভাব উপস্থিত হয় তৎপক্ষীয় সকলেরই উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেই দ্বেষভাব সঞ্চরণ করিতে থাকে, সুতরাং সপত্নী ঈর্ষ্যা কেবল সপত্নীতেই স্থির থাকে না, সে ঈর্ষ্যা সপত্নী-সন্তান ও সপত্নী-প্রিয় পতি পর্য্যন্তও ধাবিত হয়, এবং ক্রমে২ তাহারা সকলেই বিষবৎ হইয়া উঠে। যখন স্ত্রী জাতির মনে অনবরত সপত্নীর প্রজ্বলিত দ্বেষানল জ্বলিতে থাকে, তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে তাহারা আর দিগ্বিদিক কিছু মাত্র বিবেচনা করে না। পতির সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াও সপত্নীকে দীন হীন করিবার চেষ্টা করে, পতিকে নির্ব্বংশ করিয়াও তাহাকে পুত্র শোক দিবার মন্ত্রণা করে এবং অবশেষে দুর্লভ পতিরত্ন নষ্ট করিয়াও তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা প্রদান করিবার মানস করে। সপত্নী ঈর্ষার এই ফল যে কেবল অনুমান করিয়া লেখা যাইতেছে এমত নহে, এ বিষয়ের রাশি রাশি প্রমান অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সপত্নী ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইয়া অনেক স্ত্রী যে পতিঘাতিনী হইয়াছে এবং অনেকে যে উদ্বন্ধন বিষ পানাদি দ্বারা আত্ম হত্যা করিয়াছে, অনেকে যে অবোধের ন্যায় স্বামীর যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং অনেকে যে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নিশাচরীর ন্যায় গোপনে সপত্নী সন্তানের প্রা-

পর্য্যন্ত নাশ করিয়াছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও নিদর্শন দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে তাহার কোন প্রয়োজন নাই।”

এ সকল ব্যতীত, গোপনে ভ্রূণ-হত্যা, স্বামীবশীকরণার্থ নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ, পুরুষের সংসার ত্যাগ প্রভৃতি আর২ যে সমস্ত অনিষ্ট ও দুঃখ বহু বিবাহ হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাহা হিন্দু সমাজে অবিদিত নাই, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, যখন সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে বহু বিবাহ রীতি কোন রূপেই সমাজের হিতজনক নহে, প্রত্যুত বহু অনর্থের মূল, তখন তাহার অনুষ্ঠান সমাজ হইতে উঠিয়া যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অতএব কি২ উপায় অবলম্বিত হইলে এই কুৎসিত বহু বিবাহ প্রথা এবং তজ্জনিত অনিষ্ট রাশি সমাজ হইতে বিদূরীত হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রস্তাবিত হইতেছে। যথা।—

১। বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথা সমাজে আর প্রশ্রয়িত না হয়। ইহাতে কৌলীন্য-মর্য্যাদার ভানে এক ব্যক্তির বহু দার গ্রহণ এবং এক পাত্রে বহু কন্যা দান নিবারিত ও নিষ্প্রয়োজন হইবে।

২। সমাজে কেহ ইচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবে না, করিলে সামাজিক ও রাজ-দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আর ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাতসন্তানেরা উত্তরাধিকারিত্ব হইতে রহিত হইবে।

* তত্ত্ববোধিনী ১৫২ সংখ্যা। ১৭৭৭ শক

৩। দ্বিতীয়দারগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি রাজার ও সামাজিকগণের নিকট বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শন করিয়া অনুজ্ঞাত হইলে দ্বিতীয় ভার্য্যা পরিগ্রহণ করিতে পারিবে। এই নিয়ম অধিবেদন পক্ষে প্রযোজ্য। অতএব সেই প্রস্তাবে কিং অবস্থায় দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা বিবৃত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অধিবেদন।

পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিশিষ্ট কারণানুরোধে ভার্য্যান্তর গ্রহণকে অধিবেদন বলে। ইহা যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বহু বিবাহের মধ্যে পরিগননীয় নহে। অধি—অতিরিক্ত, বেদন—বিবাহ; অতএব শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া অর্থ করিলে অধিবেদন শব্দে অতিরিক্ত বিবাহই বুঝায়। বোধ হয় প্রাচীন আর্য্যরা বিশিষ্ট হেতু বশতঃ পুরুষের একাধিক বিবাহকে অতিরিক্ত বিবাহ বুঝাইবার জন্য "অধিবেদন" এই যৌগিক শব্দ সৃজন করিয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজে পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর কয়েকটী দোষ ঘটিলে, এবং এক স্ত্রী হইতে পুরুষের কামোপশম না হইলে দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণের প্রয়োজন হইত। এই রীতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ও শিষ্টাচার সম্মত বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সমাজে কেবল পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী ব্যভিচার দোষে দূষিতা হইলেই বিধিমতে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারে। নতুবা স্ত্রীর অন্যান্য বহু দোষ থাকিলেও, তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া, তৎসত্ত্বে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। ইহাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও সামাজিক

আচার উভয়ই তাদৃশ বিবাহ অনুমোদন করে না। মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ বিধানানুসারে পুরুষ এক হইতে চারি সংখ্যক স্ত্রী বিবাহ করিতে অধিকারী। কিন্তু এই চারি স্ত্রীর মধ্যে কাহার বিশিষ্ট দোষ ঘটিলে তাহাকে প্রচলিত প্রথানুসারে ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য ভার্য্যাও পরিগ্রহ করিতে পারে, নতুবা চতুর্থাতিরিক্ত ভার্য্যা গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞাত নহে।

এস্থলে হিন্দু সমাজে বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অধিবেদন ব্যাপার যেরূপ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ক। প্রাচীন বৈদিক কালে কোন্ কোন্ স্থলে অধিবেদন অনুষ্ঠিত হইত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু "একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি" এবং "যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যযতি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে" ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা প্রতীত হয়, যে তখন আর্য্যদিগের বিবেচনায় উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ নির্ব্বাহ হইত। ফলতঃ সে উপযুক্ত কারণ কি তাহা বৈদিক অন্যান্য গ্রন্থ হইতেই স্থির করিতে হইতেছে।

খ। বৈদিক কালের অবসানে বৈদিক সূত্র সকল সংরচিত হয়। অতএব ইহা হইতে প্রাচীন হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এই সূত্রগ্রন্থ সকল বেদের দুরূহার্থ এবং তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত করে। বিশেষ সাময়াচারিক বা ধর্ম্ম-সূত্রে ধর্ম্মজ্ঞদিগের প্রামাণ্য ও সেবিত প্রচলিত রীতি নীতি এবং সামাজিক-আচার-ব্যবহার-প্রণালী সংক্রান্ত বিধি নিয়ম নিষেধ ইত্যাদি স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখা যায়, তৈত্তি-

রীয় যজুর্ব্বেদের মহর্ষি আপস্তম্ব প্রণীত ধর্ম্ম-সূত্রে অধিবেদনের স্থল নির্দ্দিষ্ট আছে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, * যে প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী হইতে গৃহস্থের ধর্ম্ম ও পুত্র, অথবা উহার অন্যতরের, লাভ না হইলে, তৎসত্ত্বে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহাতে এই উপলব্ধি হয়, যে বৈদিক ও সৌত্রিক কালে গৃহস্থের ধর্ম্ম ও পুত্র লাভ বিরোধী দোষ প্রথম পরিণীতা স্ত্রীতে ঘটিলে অধিবেদন অনুষ্ঠিত হইত।

গ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে বৈদিক ও সৌত্রিক কালের অবসানে স্মৃতির কাল, এবং স্মৃতি-শাস্ত্র সকল বৈদিক সূত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মানবস্মৃতি অন্যান্য স্মৃতি হইতে অধিক প্রাচীন ও প্রামাণিক। আর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (যাহা আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে মানবস্মৃতির সহস্রাধিক বর্ষান্তে প্রকটিত) ও দেবল স্মৃতিও হিন্দু সমাজে সম্যক্ আদৃত; অতএব এই কয়েক স্মৃতি হইতে অধিবেদন সম্বন্ধে প্রমাণ লইলে উহার স্মার্ত্তিক কালীয় অবস্থা ও প্রয়োজন অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

মনু বলিয়াছেন, †—

যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের

---

* ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।

† মদ্যপাসত্যবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥ ৯।৮০

বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয় তবে সে স্ত্রী থাকিতেও অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে।

আর, * —

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে একাদশ বর্ষে, এবং স্বামীর অপ্রিয়বাদিনী হইলে বিনা কালাত্যয়ে পুনরায় বিবাহ করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, †—

যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, চিররোগিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্র প্রসবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হয় তবে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবেক।

দেবল বলিয়াছেন, ‡—

যে ব্যক্তি স্ত্রী সত্ত্বে কামবশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে অর্থদ্বারা পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

উল্লিখিত মনূক্ত স্ত্রী সম্বন্ধীয় অধিবেদনের দশবিধ কারণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অষ্টবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া অধিবেদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি স্ত্রীর মৃতবৎসত্ব চিররোগ বিশেষের এবং অতিক্রূর-

---

* বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৯।৮১

† সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥ ১।৭৩

‡ একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ। স্মৃতি চন্দ্রিকা ধৃত॥

স্বভাবত্ব পতিদ্বেষিতার মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকিবেন, বোধ হয়।

যাহাহউক, প্রাগুক্ত অধিবেদনের স্থল সকল পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, যে স্মার্ত্তিককালে ধর্ম্ম ও প্রজা লাভের অভিপ্রায় ব্যতীত অপর উদ্দেশেও দার পরিগৃহীত হইত। মনু একস্থলে বলিয়াছেন,* যে পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গলাভ এই সমস্ত স্ত্রীর অধীন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, যে স্মার্ত্তিক কালে সমাজের সভ্যতার অবস্থা। তখন আর্য্যগণ অনেকে কৃষি কার্য্য ত্যাগ করিয়া অবশ্যই বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহাদিগের শারীরিক শুশ্রূষা এবং রতি প্রবৃত্তির সুতৃপ্তি লাভেচ্ছাও তৎকালে অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্ভিন্ন এই কালে পুরুষেরা স্ত্রী জাতিকে আপনাদিগের সম্যক্ অধীনে রাখিবারও প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মপ্রয়োজক ঋষিরা সামাজিকগণের উল্লিখিত প্রয়োজন সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রোক্ত রূপ অধিবেদনের বিধান দিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ উক্ত বিধান কার্য্যে কতদূর ব্যবহৃত হইত, বলা যায় না। দেখা যায়, স্মৃতির কালে প্রধানতঃ ধর্ম্ম, পুত্র ও রতি এই তিন প্রয়োজনেই বিবাহের অনুষ্ঠান হইত; তদনুসারে প্রথমা স্ত্রী হইতে কথিত প্রয়োজনত্রয় সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে সচরাচর পুনরায় বিবাহের কারণ উপস্থিত হইত বোধ হয়।

---

* অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ।
৯।২৮

ঘ। পৌরাণিক কালের প্রথমে স্মার্ত্তিক কালীয় অভিপ্রায়েই সমাজে অধিবেদন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, কেননা তখন লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রের সমাদর করিত। কিন্তু যখন আদিত্য ও বৃহন্নারদীয়াদি উপপুরাণের সৃষ্টি হয়,* অথবা যখন কলি নিষিদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদবধি সমাজে বানপ্রস্থ ও দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান নিবারিত হও-

---

* তাবৎ পুরাণ যে সমগ্র ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচারের পরে রচিত হইয়াছিল, এমত নহে। কোন২ পুরাণ কোন২ ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ব্বেও সংরচিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ অমরকোষ অভিধান এবং মৎস্য, বিষ্ণু, বায়ু, ইত্যাদি পুরাণে পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণের কথা উল্লেখ আছে,† তাহাতে ভিন্ন২ আশ্রমবাসীদিগের সেবনীয় আচার ব্যবহারের প্রসঙ্গ পুরাণে থাকা আদৌ সম্ভবপর হয় না। তবে প্রচলিত পুরাণোপপুরাণে যে লৌকিক আচার ব্যবহার বিষয়ের বিধি নিষেধাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত আধুনিক কালের প্রয়োগ এবং পুরাতন পুরাণে অভিনব সন্নিবেশিত। অন্ততঃ অমরসিংহ (যিনি খ্রীষ্টীয় শকের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বের লোক) কোন পুরাণে আচার ব্যবহারের উল্লেখ থাকার কথা জানিতেন না। ‡

†——পুরাণং পঞ্চ লক্ষণং ॥

অমর কোষ।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।

বিষ্ণু, মৎস্যাদি পুরাণ।

‡ Vide Wilson's Vishnu Puran. Preface—V.

য়ায় লোকের পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ ব্যগ্রতা অনেক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং পুত্রার্থ অধিবেদনের অনুষ্ঠানও তখন অনেক কম হইয়াছিল অনুমান করিতে হইবে। আর, বর্ত্তমান সমাজ চরিত্র দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে যে সমস্ত সামান্য কারণে অধিবেদন আচরিত হইত পৌরাণিক কালে তাদৃশ কারণে দারান্তর গৃহীত হইত না।

৩। ইদানীন্তন কালে সমাজের ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মশাসনকে পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রায় কেহ ভয় করে না। অধিবেদন বিষয়ে ধর্ম্মাজ্ঞা তাদৃশ প্রতিপালিত নহে। অনেক স্থলে ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত আর কেহ দারান্তর গ্রহণ প্রয়োজন মনে করে না। অধিবেদনের উপযুক্ত কারণ সত্ত্বেও লোকে অধিবেদন অনুষ্ঠানে বিরত আছে। কোথাও আবার অধিবেদনের প্রকৃত কারণ নাই কেবল উহার সত্বার ভান করিয়াও অধিবেদন আচরিত হইতেছে (এই বিবাহকে বহু বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই কর্ত্তব্য)। কিন্তু আহ্লাদের বিষয়, অধুনা অসবর্ণ বিবাহ সমাজ অপ্রচলিত বিধায় কাম-প্রশমনার্থ সবর্ণে অধিবেদনের অনুষ্ঠানও বিরল দেখা যায়।

হিন্দু সমাজে কালপরম্পারা যে রূপ অধিবেদন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর অধিবেদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি, ধর্ম্মপ্রযোজক ঋষিগণ অধিবেদনের যে সকল স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সাধন পক্ষে কত দূর উপযোগী, এবং অনুষ্ঠান নিয়মের উপকারিতা কি, পর্য্যায় ক্রমে তাহা দেখা যাইতেছে।

১। অধিবেদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি?

প্রজা বৃদ্ধি করা যদি ঈশ্বরাভিপ্রেত হয় তবে বংশবর্দ্ধনের ভার ব্যক্তিমাত্রের উপরই নিহিত আছে, বিবেচনা করিতে হইবে। পরন্তু মনুষ্যসমাজে যাহাদিগের পরিবার ও সন্ততি প্রতিপালনের ক্ষমতা আছে তাহাদিগেরই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করা উচিত। পুরাতন আর্য্যদিগের মধ্যে ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক দার গ্রহণানন্তর পুত্রোৎপাদন করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেন। এই পুত্র যাহাতে বিশুদ্ধ, অরোগী ও দীর্ঘজীবী হয় তাহাও বাঞ্ছা করিতেন। তদ্ভিন্ন, অতিথি-সেবা, স্বজন-বন্ধু-ভোজন, (নৃযজ্ঞ,) পশুপক্ষীকে অন্নদান (বলিযজ্ঞ) ইত্যাদি তাঁহাদিগের দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। আবার সময়ে সময়ে বৃহৎ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য আশ্রমবাসী লোকের ভূরি ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্তি সাধন করিতেন। গৃহস্থের এই সকল কার্য্য সৌকার্য্যার্থে ভার্য্যাই প্রধান সহায় ছিল। ভার্য্যা ব্যতীত সন্তানোৎপাদন, ভার্য্যা অরোগিণী ও সাধুশীলা না হইলে অরোগী ও দীর্ঘজীবী সন্তান লাভ, ভার্য্যা অনুগতা ও সুগৃহিণী না হইলে গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম লাভ, ইহার কিছুই হইতে পারে না। অপর, রতি প্রবৃত্তির তৃপ্তি-সাধন সভ্য সমাজে কেবল ভার্য্যা হইতেই হইয়া থাকে। অতএব দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি কাহার প্রথম পরিণীতা স্ত্রী হইতে উল্লিখিত কার্য্য সকল সুসম্পন্ন না হয় তবে তাহার কি করা উচিত?

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেকে বলিতে পারেন, যে তাদৃশ কারণে অধিবেদনের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অধিবেদন রীতি হিন্দু সমাজে যখন প্রবর্ত্তিত হয় তখন আর্য্যদিগের মনে ধর্ম্ম ও পুত্রলাভের, তথা কামোপশমের উদ্দেশে

ভার্য্যা গ্রহণ করা বিহিত বোধ ছিল, এবং প্রথম ভার্য্যা হইতে যদি ঐ সমস্ত প্রয়োজন সুসম্পন্ন না হইত তবে দ্বিতীয়া এবং স্থল বিশেষে (পুত্রার্থে) তৃতীয়া চতুর্থী ভার্য্যাও গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত ছিল। যাহাহউক এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, যে হিন্দুসমাজে যে উদ্দেশে প্রথম বিবাহের ব্যবস্থা হয় অধিবেদন ব্যবস্থাও সেই উদ্দেশে হইয়াছে।

২। ধর্ম্মপ্রয়োজক ঋষিগণ অধিবেদনের যে সকল স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সাধন পক্ষে কত দূর উপযোগী?

ক। স্ত্রী সুরাপায়িণী হইলে তৎসহযোগে স্বামীর গার্হস্থ ধর্ম্ম লাভ হওয়া দুর্ঘট। পূর্ব্বকালে গৃহস্থমাত্রেই অতিথিসৎকার, ভৃত্য পর্য্যন্ত যাবৎ পরিবারবর্গকে পরিতোষজনক আহার দান, সন্তানদিগকে যথোচিত লালন পালন প্রভৃতি নিত্য কার্য্যকে ধর্ম্মকার্য্য বিবেচনা করিতেন। এই সকল কার্য্য সুচারু রূপে সাধন স্ত্রীর গৃহদক্ষতা, সদ্বিবেচনা, ও কষ্টসহতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু স্ত্রী সুরাপায়িণী হইলে তাহার কথিত গুণ সকল নাশ হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে উল্লিখিত কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অপিচ স্ত্রী পানরতা হইলে ভর্ত্তার শরীর শুশ্রূষার ব্যাঘাত ঘটে। তদুৎপন্ন সন্তানও দুশ্চরিত্র হয়; অধিক কি, স্তন দান কালে মাতা অধিক সুরাপান করিলে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মারাত্মক রোগ জন্মিতে পারে।* বোধ হয়,

* Convulsion—See The Lancet. April 26. 1873.

এই সকল কারণে সুরাপায়িনী স্ত্রী সত্বে গৃহস্থের অধিবেদন অনুষ্ঠান উচিত স্থির হইয়াছিল। স্ত্রীলোক যাহাতে সুরাপান না করে এজন্য শাস্ত্রীয় অন্যান্য শাসনও দৃষ্ট হয়। যথা—যে ব্রাহ্মণী সুরাপান করে সে পতি লোক প্রাপ্ত হয় না এবং ইহ কালেও অত্যন্ত ঘৃণিত হয়।* আর স্ত্রী সুরাপান করিলে তাহার স্বামী অর্দ্ধশরীরে পতিত হয় এবং তাহার নিষ্কৃতি হয় না। †

খ। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহার মন ও বুদ্ধি উপপতির দিগেই নিযুক্ত থাকে, গৃহোচিত ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ বা তাহাতে নিপুণতা পরিচালন করিতে ইচ্ছা জন্মে না। ব্যভিচাররতা স্ত্রী হইতে ঔরস সন্তান লাভের সম্ভাবনা অল্প হয়; কেননা তাদৃশী স্ত্রী সচরাচর অনুরক্ত উপপতি হইতেই গর্ভ লাভ করে। আর স্ত্রী একবার জারজ সন্তান উৎপাদন করিলে, তদনন্তর তাহা হইতে যে ঔরস জন্মে তাহার দৈহিক প্রকৃতি ও ভাব স্ত্রীর জারের অনুরূপ হইবার সম্ভব। ‡ বোধ হয় দূরদর্শী প্রাচীন আর্য্যরা এই সকল লক্ষ্য করিয়া প্রজা বিশুদ্ধ্যর্থ স্ত্রীকে বিশেষ রূপে রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ¶ যাহা হউক ব্যভিচারিণী স্ত্রী হইতে গৃহস্থের ধর্ম্ম ও পুত্র

---

* পতি লোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ।
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চোপজায়তে।
যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, কল্লুক ভট্টধৃত।

† পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য ভার্য্যা যস্য সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥ পরাশর।

‡ Vide—Tanners' Signs & Diseases of Pregnancy. p 230.

¶ যাদৃশম্ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং।
তস্মাৎপ্রজা বিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥
মনু ৯। ৯

লাভের ঘোরতর বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ভার্য্যা দ্বিচারিণী হইলে কুল কলঙ্কিত, স্বামীর অর্থ, যশ ও জীবন নাশের সম্ভাবনা হয়। অপিচ তাদৃশী স্ত্রী অন্যান্য স্ত্রী দিগের কদর্য্য আদর্শ হইয়া থাকে। এই হেতু শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী ব্যভিচার দোষযুক্তা হইলে তৎস্বামীর অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তেমন স্ত্রী পতিতা সুতরাং তাহাকে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে নিযুক্ত করিতে নিবারণ করিয়াছেন। আর তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবারও বিধান দিয়াছেন। ¶

গ। স্ত্রী চিররোগিণী হইলে গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সন্তান উভয় লাভের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যে সমস্ত রোগ কখন আরোগ্য হইবার নহে অথবা যাহা দীর্ঘ কাল শরীরে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকে চিররোগ বলা যায়। অতএব চিররোগ শব্দে সচরাচর কুষ্ঠ, কর্কটক, রাজযক্ষ্মা, উন্মাদ, জরায়ুর কোন২ পীড়া ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। স্ত্রী চিরপীড়িতা হইলে তৎকর্ত্তৃক সংসার-ধর্ম্মের কোন সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার চিকিৎসা ও সেবার জন্য গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থিরচিত্ত থাকিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ অনেক স্থলে সন্তান লাভের আদৌ প্রত্যাশা থাকে না। অন্যপক্ষে রুগ্না স্ত্রীর সন্তান উৎপত্তি হইলেও সে সন্তান রুগ্ন প্রকৃতির হয়, অধিকন্তু সচরাচর তাহাদিগের সমুচিত লালন পালন বিরহে স্বাস্থ্য ও জীবনের আশা অল্প হইয়া থাকে।

¶ যা স্ত্রী পতিং পরিত্যজ্য পুরুষান্তরমাশ্রয়েৎ।
কামাৎ ক্রোধাৎ তথান্যস্মাৎ পতিতা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নসা দৈবে নাপিপৈত্রে বিনিযোজ্যা দ্বিজাতিভিঃ॥ পারস্কর।
নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈবচ।
যাজ্ঞবল্ক্য।

ইহা ভিন্ন চিররুগ্না স্ত্রী হইতে গৃহস্থের শরীর শুশ্রূষা ও রতি পরিতৃপ্তি হইতে পারে না এবং সংসারিক উন্নতির ও সুখের প্রত্যাশা মাত্র থাকে না। অনেক স্থলে নার্য্যোচিত গৃহকার্য্য সকলও গৃহস্থকে স্বয়ং করিতে হয়। আবার রুগ্না স্ত্রীর পীড়া সংক্রামক দোষযুক্তা হইলে তাহার সংসর্গে ও সহবাসে গৃহস্থের ও অন্যান্য পরিজনের সেইরূপ পীড়া ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। চিকিৎসা শাস্ত্রেও রুগ্না স্ত্রীর সংসর্গ প্রতিষিদ্ধ দেখা যায়।

ঘ। ভার্য্যা সর্ব্বদা অর্থনাশিনী হইলে তৎদ্বারা সন্তান লাভের ব্যতিক্রম হয় না সত্য কিন্তু তৎকর্তৃক গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম লাভের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। পরিবার বর্গ (স্ত্রীও ইহার অন্তর্ভূত) ও আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন, দীন দুঃখিকে সাহায্য দান, অতিথীসৎকার, সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্যকৃত্য অর্থব্যয় সাধ্য। স্ত্রী যদি স্বামীর অর্থ ধ্বংশ (আত্মসাৎ বা অন্যরূপে নাশ) করে তবে গৃহস্থের উল্লিখিত ধর্ম্ম কার্য্য সকল কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? অপিচ গৃহস্থমাত্রেরই ধন সঞ্চয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কেননা সংসারিক নানা প্রকার বিপদ আপদ হইতে অর্থবলে লোক পরিত্রাণ পায়; ধন গৃহস্থের সুহৃৎ ও ধর্ম্মলাভের সহায়। অতএব স্ত্রী যদি স্বামীর উপার্জ্জনের ও সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অতিব্যয় বা অপব্যয় করে, তবে তদ্দ্বারা গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সংসারিক সুখের পথে কন্টক দেওয়া হয়, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে সাধ্বী স্ত্রীরা কখন ব্যয়বিষয়ে মুক্তহস্তা অথবা অতিব্যয়শীলা হইবে না।

ঙ। স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া স্থির হইলে গৃহস্থের সন্তানোৎপাদনের

আশা থাকে না। বিশেষতঃ পুত্ত্রোৎপাদন প্রবৃত্তি প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে এত প্রবল ছিল যে তন্নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে গৃহস্থ পুনঃ২ দার গ্রহণ করিতেও পারিতেন। * দেখা যায় শাস্ত্রকারেরা সন্তানবতী ভার্য্যাকেই ভার্য্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। † আর বন্ধ্যার সহিত সংসর্গ পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ‡ কেহ পাছে বন্ধ্যা ভার্য্যা লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনে উদাসীন হয়, এজন্য তাঁহারা অনেক শাসন বাক্য শাস্ত্রান্তর্গত করিয়াছেন। যথা —১ অপুত্ত্রব্যক্তির সদ্গতি নাই অর্থাৎ তাহার পুন্নাম নরক ভোগ করিতে হয়। ২ পুত্ত্রোৎপাদন ব্যতিরেকে পিতৃঋণ পরিশোধ হয় না। ৩ পিতৃঋণ থাকিতে গৃহস্থের অন্যান্য আশ্রমাবলম্বনে অধিকার জন্মে না। ৪ পুত্ত্রহীন ব্যক্তির বাটীতে ভোজন করিলে পাপ হয়। ইত্যাদি। অতএব সন্তান উৎপাদন নিতান্ত প্রয়োজন বিবেচিত হইলে বন্ধ্যা স্ত্রী হইতে তাহা কি রূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

চ। স্ত্রী মৃতবৎসা অর্থাৎ তাহার পুনঃ২ অপত্য জন্মিয়া মৃত হইলে তৎকর্তৃক দীর্ঘজীবী সন্তান লাভের সম্ভাবনা থাকে না। মৃতা-

---

* অপুত্ত্রঃ সন্ পুনর্দ্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ।
পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্ত্রদর্শনাৎ॥
বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ॥
বিরমিত্রোদয় ও বিধানপারিজাত ধৃতস্মৃতি।

† সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
শঙ্খ্য।

‡ রাজবল্লভ দ্রষ্টব্য।

পত্যা নারী বন্ধ্যা স্ত্রী হইতে নিকৃষ্ট বলিতে হইবে, কেননা বন্ধ্যা হইতে সন্তান হইল না এই মাত্র দুঃখ, কিন্তু মৃতবৎসা হইতে সন্তান বারম্বার লাভ করিয়াও অবশেষে গৃহস্থকে নিঃসন্তান হইতে হয়।

ছ। স্ত্রী কন্যা মাত্র প্রসবিনী হইলে পুত্রলাভ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। পুরাতন আর্য্যরা কেবল সন্তানোৎপাদন হইলেই কৃত-কার্য্য হইতেন না, পুত্রোৎপাদন তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেকালে গৃহস্থরা সংসারে কিছু কাল থাকিয়া পরে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যাশ্রম, তদনন্তর যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কালে তাহাদিগের পোষ্য ও রক্ষণীয় পরি-বার বর্গের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ভার কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে নিক্ষেপ করত নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবার প্রয়ো জন হইত। তৎপক্ষে কন্যা অপেক্ষা পুত্রই উপযুক্ত পাত্র বিবে-চিত ছিল।

জ। প্রথম পরিণীতা স্ত্রী হইতে পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ না হইলে তাহার ব্যভিচার দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। সে কালে স্ত্রী পুষ্পবতী, গর্ব্ভিণী বা পীড়িত হইলে তাহার সহিত পুরুষের সংসর্গ করার পদ্ধতি ছিল না। সুতরাং কোন২ রতিপ্রবল ব্যক্তির স্ত্রীর তাদৃশী অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কালক্ষেপ করা ক্ষমতাতীত হইত। এমত স্থলে গৃহস্থকে কি সদুপায়ে ব্যভিচার দোষ, এবং সেই হতু সমাজকে বিবিধ অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা যাইতেপারে? এস্থলে প্রাচীন আর্য্যরা অসবর্ণ হইতে ভার্য্যান্তর গ্রহণের বিধান দেও-য়া উপযুক্ত স্থির করিয়াছিলেন। ইহাতে কামুক ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দে-ওয়া হয় নাই অথচ তাহাকে ও সমাজসাধারণকে ব্যভিচার দোষ হই-

তে রক্ষা করা হইয়াছিল।

৩। অধিবেদন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান-নিয়মের উপকারিতা কি?

অধিবেদনের ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মপ্রযোজক ঋষিরা যদি উহার অনুষ্ঠান বিষয়ে কোন নিয়ম সংস্থাপন না করিতেন তবে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত এবং অধিবেদনের উদ্দেশ্য সুসাধিত হইত না। পুরাকালে পুরুষ ২৫ বৎসর বয়সে ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে বাস করত পুত্রোৎপাদন এবং অপত্যের অপত্যোৎপাদন দৃষ্টি করিয়া বনে গমন করিত। তাহার গৃহস্থাশ্রমের অবস্থিতির কাল মধ্যে গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম এবং পুত্র লাভ একান্ত প্রয়োজনীয় হইত। অপিচ ঐ পুত্রকে লালন পালন বিদ্যাদান ও গৃহ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাহাকে আপনার সহিত তুল্যভাবে দেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা ছিল।* কথিত নির্দ্দিষ্ট কালে বা তৎসন্নিহিত কিছু দীর্ঘকাল মধ্যেও গৃহস্থ ইপ্সিত ধর্ম্ম ও পুত্রলাভে অশক্ত হইলে তাহাকে ভাবী জীবনের অনুষ্ঠেয় অন্যান্য কার্য্য হইতে সহজে ক্ষান্ত হইতে হইত। এই হেতু ধর্ম্মবিধাতা ঋষিরা প্রথম পরিণীতা স্ত্রী হইতে ধর্ম্ম সঞ্চয় ও পুত্রলাভের হানি বা ব্যাঘাত সম্ভাবনা হইলে, গৃহস্থ অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রমের অবস্থিতির নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে উল্লিখিত কার্য্য সমাধা করিতে পারে, এরূপ উপায় অবধারণ করিতে

---

* চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েৎ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তান্ তুল্য ভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বাধ্য হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যাহাতে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা হয়, গৃহস্থাশ্রম সুখের আলয় হয়, স্ত্রীজাতি সাধুশীলা ও পুরুষের সতত অনুগত থাকে ইত্যাদির প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীর প্রথম ঋতু হইতে ৮ বৎসর কাল মধ্যে গর্ভ সঞ্চার না হইলে, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান হইয়া পুনঃ২ মৃত হইলে, এবং একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত কন্যাই প্রসব হইতে থাকিলে, তাদৃশী স্ত্রীকে পর্য্যায়ক্রমে বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ও স্ত্রীপ্রসূ বলিয়া স্থির করিতেন। তদনুসারে ঐকাল নিয়ম গতে গৃহস্থ দারান্তর গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞাত হইয়াছে। আরশাস্ত্রানুসারে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী যদি পুত্রবতী না হয় তবে বিনা কাল ব্যাজে অধিবেদন অনুষ্ঠিতব্য ঃ আর স্ত্রী পতিদ্বেষিণী হইলে এক বৎসর অপেক্ষা করত পশ্চাৎ সেই স্ত্রীকে (পতিদ্বেষিণী বলিতে স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, সতত অর্থনাশিনী, এবং ক্রূরস্বভাবা বুঝাইতে পারে) দায় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার সহিত সহবাস পরিত্যাগ করিবে। * বোধ হয় ইহার পরেই গৃহস্থ পুনরায় বিবাহে প্রবৃত্ত হইবে। স্ত্রী চিররোগিণী হইলে সে যদি অনুকূলা থাকে তবে তাহার সম্মতি পাইলে, আর প্রবল রত্যর্থ স্বামী অন্যা ভার্য্যা গ্রহণেচ্ছু হইলে পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইলে অধিবেদন অনুষ্ঠেয়। সুরাপায়িণী ও ব্যভিচারিণী স্ত্রী সম্বন্ধে অধিবেদনের কোন কাল নিয়ম নাই। বোধ হয়, সুরাপান ও ব্যভিচার দোষ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়

---

* সম্বৎসরম্প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতম্পতিঃ।
ঊর্দ্ধং সম্বৎসরাদেনাং দায়ং হৃত্বা ন সম্বসেৎ॥
মনু ৯। ৭৭

বলিয়া শাস্ত্রকারেরা তজ্জন্য কোন প্রতীক্ষণীয় কালনিয়ম নির্দ্দিষ্ট করেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে অধিবেদনের কথিত রূপ যদি কালনিয়ম অবধারিত না থাকিত তবে অনেকে হয়ত আদৌ ধর্ম্ম ও পুত্রলাভ করিতে পারিতনা। অনেকে হয়ত রুগ্না স্ত্রীকে অবমাননা করিত, হয়ত কেহ উপর্য্যুপরি ২টী কন্যা হইলেই ভর্য্যাকে স্ত্রীপ্রসূ, আর আদ্য ঋতুর পরে ২।৫ বৎসর সন্তান না হইলে বন্ধ্যা বলিয়া স্থির করিত। কামার্থ অধিবেদনে পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীকে অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করা দূরে থাকুক, তাহার অভিপ্রায় জানিতেও ইচ্ছা করিত না। কেহ স্ত্রীর সহিত বচসা হইলেই তাহাকে দূর করিয়া দিত। স্ত্রী কখন কোন কারণে স্বামীর অর্থ হঠাৎ নষ্ট করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সপত্নী জ্বালা ভোগ করিতে হইত। ইত্যাদি।

অতঃপর সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অধিবেদন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত কি না? যদি উচিত হয় তবে তাহা কোন্ কোন্ স্থলে ও কি নিয়মে নির্ব্বাহ হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।

ইদানীং সমাজে অধিবেদনের অনুষ্ঠান পুরুষের ইচ্ছাধীন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের কোন উপদেশ গৃহিত বা সম্মানিত হয় না। সামাজিকগণ শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছা অতিরিক্ত ভার্য্যা গ্রহণ করেন, তাহাতে কোন দুরদৃষ্ট ঘটে না, প্রত্যবায়ের ভয়ও করিতে হয় না। আজ কাল সমাজের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে পূর্ব্বে যে স্থলে পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ এবং ভার্য্যান্তর গ্রহণ না করিয়া দৈব বা পৈত্র কোন কার্য্য করিবার উপায় ছিলনা, এক্ষণে সে স্থলে স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার বা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবার আবশ্যকই করে না! স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে অধুনা তাহাকে পরিত্যাগ

করা দূরে থাকুক, অপবাদ ভয়ে শাসন করিতেও লোকে সঙ্কুচিত হয়। এক্ষণে নব্যদলের অনেকে স্বীয় ভার্য্যাকে মদ্যপান করাইতে অভ্যাস করান। অনেকে স্ত্রৈণ্য প্রযুক্ত স্ত্রীর প্রতিকূলতা বুঝিতে ও তৎপ্রতিবিধান করিতে সক্ষম হন না। স্ত্রী অভিপ্রায়ের বিপরীত সহস্র কার্য্য করিলেও স্বামী কিছুই বলিতে পারেন না। ক্রূরস্বভাবা স্ত্রী ইদানীং সমাজে বিস্তর! কুটুম্ব ও বান্ধবদিগের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ এবং স্বামীর নিকট সাহায্যপ্রার্থীদিগকে বৈমুখ করা ইহাদিগের স্বভাব সিদ্ধ বলিলে হয়। স্বামীর অর্থধ্বংশ করিয়া অপব্যয় করা অনেক স্ত্রীর অভ্যাস আছে। অতএব সমাজের এরূপ অবস্থা চলিতে থাকা কি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? তবে ইহাও বলি না, যে কথিত দূরবস্থা অপনয়ন করিতে কেবল অধিবেদনের অনুষ্ঠানই সর্ব্বত্র ও সম্যক্ উপযোগী। যে স্থলে স্ত্রীর দোষ (যেমন সুরাপান, বিপরীতকারিতা, ক্রূরতা, অপ্রিয়বাদিতা দ্বেষভাব ইত্যাদি) নীতি ও ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা ক্ষালন হইতে পারে, সে স্থলে তাহাকে সপত্নী সহবাস রূপ কঠিন দণ্ড দেওয়া আমাদিগের বিবেচনায় কদাচ উচিত বোধ হয় না।

ঐরূপ, স্ত্রী কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে অধিবেদন বিধেয় নহে। যেহেতু কন্যা বা পুত্র সন্তান স্ত্রী বিশেষের কোন দোষ বা গুণ হইতে জন্মে, এমত নহে। দম্পতী হইতেই কোন অজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মে পুত্র বা কন্যা উদ্ভব হয়। অতএব কোন পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহা হইতেই যে পুত্র সন্তান হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই; সেইরূপ কোন নারীর উপর্য্যুপরি কন্যা হইলে, তাহার যে কখনই পুত্র হইবে না; এমনও কোন কথা নাই। এমত স্থলে কি উদ্দেশ্যে অধিবেদনের অনুষ্ঠান বিহিত হইতে পারে? মনে কর যদি কন্যা মাত্রই গৃহস্থের লাভ

হয়, তাহাতেই বা কি দুরদৃষ্ট ঘটিতে পারে? কন্যা হইতে কি সংসারের কোন উপকার সাধিত হয় না? শাস্ত্রেও কন্যা হইতে সদ্‌গতি লাভ হইতে পারে, * এবং সংসারে পৌত্রে এবং কন্যার পুত্রে ধর্ম্মতঃ কোন বিশেষ নাই, ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। †

স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দোষ অনুমান করিয়া অধিবেদনে প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত নহে। সন্তানোৎপাদন স্ত্রী পুরুষ উভয় সংযোগে হইয়া থাকে। অতএব কোন দম্পতী হইতে সন্তানোৎভব না হইলে কেবল স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব স্থির নিশ্চয় করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। কেননা উহার কারণ স্ত্রীপুরুষ উভয়েতে অথবা কেবল পুরুষেতেই থাকা সম্ভব। রমণীর বন্ধ্যাত্ব স্থির করা যত সহজ দেখা যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তত সহজ নহে। ১৯।২০ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত স্ত্রী স্বামীর সহিত একত্র থাকিয়া গর্ভধারণ না করিতে পারিলে তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া সংশয় করা হয়, ইহাতে যদি আবার কোন গুর্ব্বিণী উহার উদর ও নিতম্বদেশ পরীক্ষা করিয়া উহাকে বাঁজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তবে ত তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকে না। পুরুষের যে জননবিরোধী কোন দোষ থাকিতে পারে, সাধারণ লোক তাহা অল্প বিশ্বাস করিয়া থাকে। তবে কাহার ২।৩টি স্ত্রী হইতে সন্তান উৎপন্ন না হইলে, তখন তাহার প্রতি সন্দেহ নিক্ষেপ করা হয়। আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে অবগত হইতেছি, যে সহজাত বা পীড়াবশতঃ জননেন্দ্রিয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা উহার ক্রিয়াগত নানাপ্রকার বিকৃতি

---

* কন্যাশ্চৈবানপত্যানাং দদতাং গতিমুত্তমাং।
ভবিষ্যোত্তর। উদ্বাহতত্ত্ব

† পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষো ঽস্তি ধর্ম্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥
মনু।৯। ১৩৩

স্ত্রীদিগের গর্ভধারণের প্রতিরোধক হইয়া থাকে। আর উহাদিগের দৈহিক অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অত্যাহার, বিলাসাশ্বাস, শারীরিক বসাবাহুল্য এবং উপদংশাদি দোষে সন্তানোৎপাদন না হইতে পারে। * পুরুষেরও ঐ রূপ নানা কারণে জননক্ষমতা নষ্ট হইলে তাহা হইতে সন্তান প্রজনন হইতে পারে না। অনেক স্থলে রমণ ক্ষমতার বিদ্যমানতা প্রযুক্ত, জনন ক্ষমতার অভাব অলক্ষিত থাকে। † (ইহা কেবল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায়) এই সমস্ত ব্যতীত দম্পতীর পরস্পর অসাময়িক ‡ ও অত্যধিক সংসর্গ সন্তানোৎপাদন নিবারণ করে। কথিত আছে, ফ্রান্সের দ্বিতীয় হেনিরির মহিষী ক্যাথেরাইন ডি মেডিচির বহুকাল পর্য্যন্ত অসাময়িক সংসর্গ বশতঃ সন্তান উৎপাদন হইতে পারে নাই। ¶

আশ্চর্য্যের বিষয় কোনং স্থলে দম্পতী মধ্যে প্রাগুক্ত কোন প্রকারে দোষ বিদ্যমান না থাকিলেও সন্তান জন্মে না। কিন্তু তাহারা অন্যং স্ত্রী বা পুরুষ সংসর্গ করিলে সন্তান লাভ করিতে পারে। আমাদের সমাজে অধিবিন্না বন্ধ্যাভিহিতা নারীদিগকে যদি পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে দেওয়া হইত, তবে তাহারা অনেক স্থলে তাহাদিগের অধিবেত্তৃ স্বামীর ন্যায় সন্তানোৎপাদন করিতে পারিত, তাহার সন্দেহ নাই। যাহাহউক উপরে যাহা প্রদর্শিত হইল তাহতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে কোন দম্পতীর সন্তান উৎপন্ন না হইলে কেবল স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দোষ নিশ্চয় করিয়া পুরুষের অধিবেদন অনুষ্ঠান করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ।

---

* Vide Dr. G. Hewitt's Diseases of women. Chap. on Sterility,

† Mr Curling's Diseases of the Testis. ed. 2. p. 216.

‡ ঋতুস্রাবের অবসানেই গর্ভানুকূল কাল।

¶ Montgomery. op. cit. p. 179 quoted by Dr. G. Hewitt.

যদিও ইহা এক কালে অস্বীকার করিতে পারা যায় না, যে সুবিচক্ষণ জনন-তত্ত্বজ্ঞেরা কোন২ নারীর বন্ধ্যাত্ব দোষ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিতে পারেন ; কিন্তু তাদৃশ সঙ্কীর্ণস্থল অস্মদ্দেশে ও অস্মদ্‌সমাজে নির্ব্বাচিত হওয়া নিরতিশয় কঠিন, সন্দেহ নাই। অতএব এই সমস্ত ও অন্যান্য ন্যায্য কারণে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব বশতঃ অধিবেদনের অনুষ্ঠান না হওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

স্ত্রীর মৃতবৎসত্ব দোষে অধুনাতন কালে আর অধিবেদনের অনুষ্ঠান অকর্ত্তব্য। যেহেতু কথিত দোষ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের, অথবা কেবল পুরুষের দৈহিক পীড়াদি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। অস্মদ্‌ সমাজে পুরুষের উপদংশ পীড়া হইতে স্ত্রীর মৃতবৎসত্ব অতি সাধারণ দেখা যায়। যাহাহউক এই মৃতবৎসত্ব উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থলে অপনীত হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে অপনীত না হয়, এবং তথায় যদি উহা কেবল স্ত্রীর দোষেই ঘটে, তাহা হইলেও, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ন্যায়, এই দোষ নিবন্ধন ও অধিবেদনের অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য।

আর, পুরুষের রতি বিষয়ে অতৃপ্তি বশতঃ অধিবেদনের অনুষ্ঠানও পরিহার্য্য। মনু বলিয়াছেন, কামপ্রবৃত্তিকে যত বৃদ্ধি কর উহা ততই বৃদ্ধি পায়।* ইহা সম্পূর্ণ সত্য। যদি স্ত্রীর পীড়া বিশেষ বশতঃ স্বামীর কামপ্রবৃত্তি যথাতৃপ্ত না হয়, তবে তাহার সমুচিত চিকিৎসা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারেরা কামপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় না দিবার মানসে এই বিবাহে অসবর্ণা কন্যা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ফলতঃ কলিতে অসবর্ণে বৈবাহিক ক্রিয়া রহিত হওয়ায় সৌভাগ্যক্রমে রত্যর্থ অধিবেদন অধুনা আর অনুষ্ঠিত হয় না।

* ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগ্যেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থলে অধিবেদন অনুষ্ঠান করা বিহিত, তাহাই বিবেচ্য রহিতেছে। যদিও অধিবেদনের অনুষ্ঠান পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পক্ষেই দুঃখ ভিন্ন কদাচ সুখের বিষয় নহে, কেননা এতদ্দ্বারা বহু বিবাহ জনিত অনিষ্ট নিচয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া সুকঠিন; তথাপি দুঃখের বিষয়, মনুষ্য সমাজের সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সাধন এবং বংশ রক্ষা প্রভৃতি গুরুতর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কয়েক স্থলে অধিবেদনের অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। যথা

১। স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হইলে তাহাকে লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত নহে। ঈদৃশী স্ত্রীকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে কুণ্ঠিত হওয়াও কাপুরুষের বর্ম্ম বলিতে হয়। অতএব যাহার ভার্য্যা পরপুরুষে উপগতা হইয়াছে তাহার অন্যা ভার্য্যা পরিগ্রহ করা বিধেয়। অনেকে এরূপ তর্ক করেন যে, পুরুষ দুষ্ক্রিয়াশক্ত হইলে কোন দোষ নাই কিন্তু স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলেই সকল দোষ কেন? এ কথার প্রত্যুত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যে স্ত্রীর ন্যায় পুরুষেরও ব্যাভিচার দোষ কিছুতেই ক্ষমনীয় নহে; তবে পুরুষ অন্যা স্ত্রীতে উপগত হইলে যদি গর্ব্ভোৎপাদন হয় তবে তদ্দ্বারা তাহার নিজের তাদৃশ ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে ঐ নারী ও তৎ-সম্পর্কীয় লোকের ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই হেতু বোধ হয় স্ত্রীর ব্যাভিচার সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিক দোষাবহ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। কেহ২ বলেন, স্ত্রী দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্বচিৎ পরপুরুষ সংসর্গ করিলে তদর্থে তাহাকে ত্যাগ ও অধিবেদনের অনুষ্ঠান নির্দ্দয়তার কর্ম্ম। এরূপ মত কত দূর যুক্তিযুক্ত তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু স্ত্রীজাতি ব্যাভিচার পথে পদার্পণ না করিতে পারে এ রূপ উপায় বা নিয়ম করাই আমাদিগের মতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

২। স্ত্রীর অসাধ্য কুষ্ঠ, কর্কটক প্রভৃতি সংক্রামক দোষশীল রোগ, তথা চিরস্থায়ী উন্মাদ, পক্ষাঘাত এবং জননেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা দোষ থাকিলে তাহার সহিত পুরুষের সংসর্গ করা বিহিত বা সম্ভব হয় না। সুতরাং এবম্বিধা স্ত্রী হইতে স্বামীর রতি-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইতে অনেক স্থলে জীবন্ত সন্তানও জন্মে না; যদি জন্মে তবে তাহারা মাতৃপীড়া প্রবণ, দুর্ব্বল এবং অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন গৃহস্থ চিররুগ্না স্ত্রী লইয়া সাংসারিক অন্যান্য কোন সুখই লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাকে বিস্তর দুঃখ ও শোক ভোগ করিয়া কাল যাপন করিতে হয়। এমত অবস্থায় রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসা ও সেবার কোন ত্রুটি না করিয়া, তাহাকে স্নেহ দৃষ্টি হইতে দূরে না রাখিয়া, তাহার সম্মতি ক্রমে গৃহস্থের দ্বিতীয় দার গ্রহণ বিহিত হইতে পারে।

উপরে বর্ত্তমান কালোপযোগী অধিবেদনের যে সকল স্থল প্রদর্শিত হইল তৎসমুদয় স্থলেই অধিবেদনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এমত নহে; কেননা তৎপক্ষে গৃহস্থের ইচ্ছা ও উপযুক্ততার প্রয়োজন করে। কাহাকে বলপূর্ব্বক অধিবেদনে প্রবৃত্ত করা, অথবা ব্যভিচাররত বা চিররুগ্ন ব্যক্তির অধিবেদনে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই উচিত নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অধিবেদন, স্ত্রী কি পুরুষ, কাহার পক্ষে সুখকর নহে। অতএব কি উপায় অবলম্বিত হইলে অধিবেদনের প্রস্তাবিত স্থল আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, এবং অনবধানতা বশতঃ অন্যায় অধিবেদন নিবারিত হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা নিম্নে যথা সাধ্য প্রস্তাব করা যাইতেছে।

প্রথম বিবাহকালে যদি ভার্য্যার দেহ, প্রকৃতি, রোগ-প্রবণতা, বংশচরিত প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়, তবে ভাবী

কালে তাহার দুশ্চারিত্র্যও চিররোগিতা দোষ সংঘটনের সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হইয়া যায়।* এরূপ সাবধানতার পরেও দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি কোন স্ত্রীর উল্লিখিত দোষ বর্ত্তে, তবে অগত্যা সে স্থলে অধিবেদন অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সামাজিকগণের অনবধানতা বশতঃ স্ত্রীর প্রকৃত চিররোগিতা দোষ না থাকিলেও উহার বিদ্যমানতা অনুমান করিয়া অধিবেদন আচরিত হয়। বর্ত্তমান সমাজে শ্বিত্রকুষ্ঠ, (ধবল) প্লীহা বা যকৃতের পীড়া, ঋতুশূল (বাধক) প্রভৃতি সাধ্যপীড়া কর্ত্তৃক স্ত্রী আক্রান্ত হইলে স্বামী ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করিতেছে। অতএব এরূপ না হইতে পায় তজ্জন্য সুবিজ্ঞ ধার্ম্মিক চিকিৎসকের দ্বারা স্ত্রীর চিররোগ বিষয়ে নিঃসন্দিহান হইয়া অধিবেদনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। স্ত্রীর ব্যাভিচারিতাও বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণিত না হইলে কেবল সন্দেহ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে ত্যাগ এবং ভার্য্যান্তর গ্রহণ কখন বিহিত হইতে পারে না। অতএব এই সকল দোষ অধিবেদন অনুষ্ঠান রীতিকে স্পর্শ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটী নিয়ম প্রস্তাব করা যাইতেছে।

ক। অধিবেদনেচ্ছু ব্যক্তি পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীর ব্যভিচার ও চিররুগ্নতা বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে রাজা ও সামাজিকগণ তাহার অধিবেদনে অনুমোদন করিবেন।

খ। তাদৃশ প্রমাণ প্রদর্শনে অক্ষম হইয়াও যদি কেহ পুনরায় বিবাহ করে তবে সে বিবাহ বহু বিবাহের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এবং তাদৃশ পরিণয়কারী তদুপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।†

---

* বিবাহ ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য। † বহু বিবাহ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধবা বিবাহ।

পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীর পুরুষান্তরকে পুনঃ পতিত্বে গ্রহণের নাম বিধবা বিবাহ। এই বিবাহ ব্যাপার অতি প্রাচীন কাল হইতে জন সমাজে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত।

সুবিধার জন্য অগ্রে অন্যান্য সমাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ হিন্দুসমাজের কথা উল্লেখ করিতেছি।

মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় সমাজে বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধি আছে, যে বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে পতি বিয়োগের ৪ মাস ১০ দিন পরে যে কোন সময়ে পুরুষান্তরকে বিধি পূর্ব্বক বিবাহ করিতে পারে। * এই পরিণয় বিধবার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছার অধীন। শ্রুত হওয়া যায়, মুসলমানদিগের আদিম বাসস্থল আরব্য ও পারস্য রাজ্যে বিধবা বিবাহ এক্ষণেও ঠিক শাস্ত্রানুরূপ অনুষ্ঠিত হয়। তত্তৎস্থলে স্বয়ং বিধবা অথবা তাহার ভ্রাতা বা পুত্র পাত্রান্বেষণ ও সম্বন্ধ অবধারণ করিয়া থাকে। বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা না থাকিলেও তজ্জন্য তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে অনুরোধ করে। অস্মদ্দেশে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যাভাব

---

* সরেঃ বকায়া দেখ।

এক্ষণে অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে। সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান স্বীয় বিধবা কন্যা বা ভগিনীর পুনঃ পরিণয়েচ্ছা অবগত হইয়াও তাহা চরিতার্থ করিতে দেয় না। কিন্তু এদিগে তাহারা অপেক্ষাকৃত নীচ বংশ হইতে বিধবার অনায়াসে পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। পারস্য ও আরব্যদেশে এরূপ বিসদৃশ ভাব নাই। ভারতবাসী মুসলমানেরা উহাদিগের শাস্ত্রোক্ত বিধির অনেক ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছে। বহুকালাবধি হিন্দুসংস্রব এবং হিন্দুআচার ব্যবহার পরিদর্শন প্রযুক্ত ইহাদিগের অনেকাংশে হিন্দুপ্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ বিষয়ে হিন্দুর ন্যায় মুসলমান-রমণীরও শাস্ত্রানুমোদিত অধিকার উচ্চশ্রেণী মধ্যে প্রায় আর দেখা যায় না। বরং নিম্নশ্রেণী মধ্যে তাদৃশ অধিকারানুযায়ী অনেক কার্য্য দৃষ্ট হয়। এইহেতু এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আর, খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের পুরাতন খণ্ডে বিধবা বিবাহের নিদর্শন এবং নূতন খণ্ডে উহার বিধান দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় সমাজেও বিধবা বিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তথায় বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে। তাহাতে তাহার ভ্রাতা বা পিতার কোন বাধা দিবার অধিকার নাই। ফলতঃ এই সমাজে উচ্চ বংশীয় বিধবা নারীরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনেক স্থলে পুরুষান্তর গ্রহণ করে না।

অনন্তর, হিন্দু সমাজে পূর্ব্বাবধি একাল পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহ কি রূপ স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং বিধবা নারীদিগের অবস্থা কি রূপ নিম্নে তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইতেছে।

হিন্দু জাতির পুরাবৃত্ত যেরূপ অসম্পূর্ণ ও তমসাচ্ছন্ন তাহাতে কোন

সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত ঋক্‌বেদের এক স্থলে একটী মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রবর সায়নাচার্য্য তাহার এই রূপ অর্থ করিয়াছেন। যথা- (বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া) "তুমি মৃতপতির সমীপে শয়ন করিতেছ তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তুমি সম্যক্‌ রূপে তোমার পুনঃ পাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও। * পণ্ডিতবর ডাক্তার বুলার কথিত মন্ত্রের শেষার্দ্ধের কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অর্থ করেন। তদ্‌যথা- "পুনর্ব্বার পাণিগ্রহনাভিলাষী পুরুষের পত্নীত্ব তোমার সম্যক্‌ প্রকারে সম্ভব হইয়াছে"। কিন্তু ইহাতে বিধবা বিবাহের পক্ষে কোন সংশয় উপস্থিত হইতেছে না। ইহা ভিন্ন বেদের স্থানে২ স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতিগ্রহণের (এক সঙ্গে না হউক) বিধানও দৃষ্ট হয়। † ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে বৈদিককালে বিধবার পুনঃ পতি গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সৌত্রিক কালেও সমাজে বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না। মানবস্মৃতিতে যখন বিধবা রমণীর পুনঃপতি গ্রহণের উল্লেখ আছে তখন সৌত্রিক কালে বিধবা বিবাহের প্রচলন বিষয়ে কি সন্দেহ হইতে পারে?

---

* উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব॥
কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক,
৬ প্রপাঠক ১ অনুবাক ১৪ মন্ত্র।

† বহু বিবাহ, ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মৃতিরকালেও সমাজে বিধবা বিবাহ সমধিক প্রচলিত ছিল, উপলব্ধ হয়। প্রাচীনতম স্মৃতিকর্ত্তা মনু হইতে কলি ধর্ম্মপ্রয়োজক পর্য্যন্ত ঋষিদিগের সংহিতা গ্রন্থে বিধবা বিবাহের উল্লেখ ও বিধান দৃষ্ট হয়। ইতিবৃত্তজ্ঞ আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে মুনসংহিতা খৃষ্টের জন্মের ১২৮০ বা ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে, * এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা খৃষ্টশকের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রকটিত হইয়াছে। † এই শেষোক্ত সংহিতায় মহর্ষি পরাশর ধর্ম্ম প্রয়োজক বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। অতএব পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রণয়নের সমকালীন লোক ছিলেন জানা যাইতেছে। যদি পরাশরের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার হইতে কিঞ্চিদুন এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে ধরা যায়, তাহা হইলেও খৃষ্ট শকের তৃতীয় শতাব্দীতে পারাশরধর্ম্ম সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল বোধ হয়। আর তদবধি ইহা সমাজে যে বিলক্ষণ আদৃত হইয়া আসিয়াছে তাহারও ভূরি২ প্রমাণ পাওয়া যায়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর ব্যতীত অন্যান্য ঋষিরাও এই দীর্ঘ স্মার্ত্তিক কাল মধ্যে উদিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নারদ ঋষি যে সংহিতা প্রচার করেন তাহা পরাশর সংহিতার পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে, কেননা দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য বা পরাশরের সংহিতায় নারদ ধর্ম্মপ্রয়োজক বলিয়া পরিচিত হন নাই। যাহাহউক এই নারদস্মৃতিও বর্ত্তমান সমাজে আচার ব্যবহার বিষয়ে অনেক স্থলে সাদরে পরিগৃহীত হয়। এক্ষণে এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সহায়ে কথিত সুদীর্ঘকাল মধ্যে সমাজে বিধবা বিবাহ কি রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার দেখা যাইতেছে।

---

* Sir W. Jones. Mr. Elphinstone.

† Monier Williams. Morley.

ভৃগুপ্রোক্ত বর্ত্তমান মনু সংহিতায় বিধবা বিবাহের বিধান দৃষ্ট না হইলেও বিধবার পুনরায় বিবাহের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক স্থলে লিখিত আছে, যে নারী পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছা ক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে।* এই প্রকার পুনর্ভূ ও পৌনর্ভবের লক্ষণ বিষ্ণু, বশিষ্ট, যাজ্ঞ্যবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিরা আপন২ সংহিতাতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর মুনিমুখ্য পরাশর ও দেবর্ষি নারদ স্ব২ সংহিতায় বিধবা প্রভৃতি নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।† অতএব যখন পরাশর ও দেবর্ষি নারদ উভয়ে একবাক্য হইয়া বিধবা রমণীর পুনরুদ্বাহের বিধান দিয়াছেন, তখন অন্ততঃ পরাশর ও নারদের কাল হইতে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর ইতঃপূর্ব্বে বিধবা বিবাহ স্পষ্ট রূপে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ছিল না বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অনুষ্ঠান সমাজে উত্তরোত্তর আদৃত হইয়া আসিয়াছিল তাহার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্ব্বে পুনরুদ্বাহিত বিধবাপুত্র পৌনর্ভব বলিয়া অভিহিত হইত। এই পৌনর্ভব কালপ্রবাহে সমাজে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। মনু দ্বাদশ

* যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
৯ অ। ১৭৫

† নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

প্রকার পুত্রের নির্দ্দেশ করেন।* তন্মধ্যে ঔরস সর্ব্বোচ্চ-স্থানীয়। তদভাবে অপর একাদশ প্রকার পুত্র পর্য্যায়ক্রমে প্রতি-নিধিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে।† মনুর গণনায় পৌনর্ভব দশম স্থানীয়। যাজ্ঞবল্ক্য উহাকে সপ্তম, এবং বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ চতুর্থ কীর্ত্তন করেন। মহাভারতে পাণ্ডুর কালেও পৌনর্ভব চতুর্থ স্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।‡ অতএব ইহাতে প্রতীয়মান হয়, যে মনুর কাল হইতে পৌনর্ভব পুত্র পিতার ধন ও শ্রাদ্ধাধিকার বিষয়ে সমাজে ক্রমে২ উচ্চ স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে যে দত্তক পুত্র ঔরসের প্রতিনিধি স্বরূপ পরিগৃহীত হইতেছে তাহা মনুর কাল ব্যতীত অনন্তর কালে পৌনর্ভব অপেক্ষাও নিম্ন স্থানীয় গণ্য ছিল।

আরও দেখা যায়, ব্যবস্থাপকেরা কলিযুগে লোকের শক্তি-হীনতা প্রযুক্ত বহুবিধ পুত্র করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তদনুসারে পরাশর ঔরস, ক্ষেত্রজ এবং দত্তক এই তিন প্রকার পুত্র গণনা করেন। পরাশর স্বয়ং বিধবা বিবাহের বিধান দিয়া বিধবা পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, পৌনর্ভব পুত্র সমাজে ক্রমশঃ আ-দৃত হইয়া আসিয়া পরাশরের কালে ঔরস রূপে পরিগণিত হইয়া থাকিবে। আর বোধ হয়, এই রীতি কলি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পরে বিধবা বিবাহ অপ্রচলন পর্য্যন্ত অনেক দিন প্রচলিত ছিল। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের বিধবা বিবাহিত নারীর পুত্রও ঔরস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ইহা মহাভারত সাক্ষ্য দিতেছে।¶ যাহা-

* ১ ঔরস ২ ক্ষেত্রজ, ৩ দত্তক, ৪ কৃত্রিম, ৫ গূঢ়োৎপন্ন, ৬ অপবিদ্ধ। ৭ কানীন, ৮ সহোঢ় ৯ ক্রীত, ১০ পৌনর্ভব, ১১ স্বয়ংদত্ত, ১২ শৌদ্র,।

† মনু ৯ অ· ১৮০। ‡ আদিপর্ব্ব ১২০ অ·। ¶ ভীষ্মপর্ব্ব। ৯১ অ·

হউক কথিত পৌনর্ভব পুত্রের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ এবং পরে ঔরস রূপে পরিগণিত হওয়া দৃষ্টে ইহা অনুমান করা অন্যায় হইতেছে না, যে স্মার্ত্তিক কালে বিধবা বিবাহ ক্রমে২ অধিকতর আদৃত ও প্রচুর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। *

ইহার পর পৌরাণিক কালের বিধবা বিবাহের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করেন, পুরাণ বলিতে আপাততঃ পুরাতন ইতিহাস বোধ হইলেও উহা যে নিতান্ত অপ্রাচীন কালে সংরচিত, তাহার সন্দেহ নাই। কেহ২ বলেন † অতীব পুরাতন পুরাণও খৃষ্টীয় ৭।৮ শত শতাব্দীর পূর্ব্বকালীয় নহে। যদিচ পুরাতন গ্রন্থে পুরাণ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান পুরাণ বোধক নহে। বর্ত্তমান পুরাণ সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাপুরাণ, ও উপপুরাণ। এই উপপুরাণ যে সর্ব্বশেষে এবং আধুনিক কালে বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। উপপুরাণের কয়েক খানি গ্রন্থে কলি- * কালের নিষিদ্ধ ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে। বৃহন্নারদীয়, আদিত্যাদি উপপুরাণে দত্তা বা বিবাহিতা কন্যার পুনর্দ্দান বা বিবাহ

---

* কেবল বিধবা নারীর কেন, অন্যান্য অনেক প্রকার বিবাহিত নারীরও পুনরায় বিবাহ স্মার্ত্তিক কালে অনুষ্ঠিত হইত। ‡ কিন্তু বোধ হয় পরাশর আপন-সংহিতায় সেই সকল স্থল সংকীর্ণ করিয়া নষ্টে মৃতে প্রভৃতি পাঁচটী মাত্র স্থান রাখিয়া গিয়াছেন।

† Monier Williams. Leithbridge.

‡ সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ স গোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপিবা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাবরণভূষণা॥
পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন।

নিষিদ্ধ দেখা যায়। বোধ হয় এই সকল ঔপপুরাণিক ব্যবস্থা প্রচার হইবার পর হইতে বিধবাদির পুনরায় বিবাহ সমাজে রহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই পুরাণ প্রচার সম্বন্ধীয় কালের বিষয় আধুনিক ইতিবৃত্ত প্রণেতাদিগের কথায় বিশ্বাস করিলে দেখা যায়, যে পুরাণ রচনার কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে হিন্দু সমাজের অবস্থা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বিস্তর লোক ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা সমাজের যে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এই কালে সমাজস্থ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দেশ কাল পাত্রানুযায়ী ধর্ম্ম ও আচার সকল ব্যবস্থা এবং স্থল বিশেষে পূর্ব্ব আচার নিষেধ করিলেন। পরন্তু কথিত বিধি নিষেধ সর্ব্বসাধারণের নিকট সাদরে গৃহীত হয় এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা উহাদিগকে পুরাণান্তর্গত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই রূপে চিরানুষ্ঠিত কতকগুলি আচার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ এই নিষেধ সমাজ সাধারণ্যে তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইয়াছিল, এমত বোধ হয় না। কেননা দেখা যায়, যে অনন্তর কালে অনেকে পৌরাণিক নিষেধ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রযাত্রা, অগ্নি প্রবেশ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।† এখনও কলিনিষিদ্ধ—দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি, কমণ্ডলু ধারণ, জ্যেষ্ঠাংশ প্রভৃতি—আচার কোন২ দেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। যাহা হউক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে পৌরাণিক বিধি নিষেধ সকল কালপরম্পরা সামাজিকগণের অন্তরে জাগরূক থাকিয়া অনেক কার্য্যকারী হইয়াছে। এই হেতু সমুদ্রযাত্রা, অশ্বমেধাদি আচারের সহিত বিধবা বিবাহ উচ্চশ্রেণীমধ্যে কালে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ

† বিদ্যাসাগর লিখিত" বিধবা বিবাহ উচিত কি না? এতদ্বিষয়ক পুস্তক" দেখ, দ্বি, মু, পৃ, ১০৮

বিস্ময়ের বিষয়, ভারতের অনেক নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিধবা নারীর পুনরুদ্বাহ এতাবৎ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ বঙ্গের মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি প্রদেশে গোয়ালা, নাপিত, স্ফটিক-রণ, তেলি, মোদক, ছুতার, উড়ে প্রভৃতি জাতি মধ্যে, মধ্যবঙ্গের নদীয়া হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৩ পরগণা, বরিশাল, ইত্যাদি দেশে বাগ্‌দী দুলে, হাড়ী, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতি মধ্যে (সৎশূদ্রের মধ্যে অপ্রচ-লিত), আর উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে গোপ, কেইর, গাড়েরী, তেলী, মাহুরী, কুর্ম্মি, কাহার, কানু, নাপিত, আহেরী, প্রভৃতি সৎশূদ্র ও অন্ত্যজাতি মধ্যে বিধবাবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। বঙ্গ দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র বিধবা বিবাহের রূপান্তর কণ্ঠী বদল প্রথা অবাধে প্রচলিত দেখা যায়।

হিন্দু সমাজের অধঃ শ্রেণীতে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ও অবাধে অনুষ্ঠিত দেখিয়া বৈদিক ও স্মার্ত্তিক কালে বিধবা বিবাহ যে উচ্চ শ্রেণীতেও প্রচলিত ছিল ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। সমাজ চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, যে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা চিরকাল উচ্চ শ্রেণীর দৃষ্টান্তে আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার কালে বলিয়াছিলেন, * যে প্রধান ব্যক্তি যে২ কর্ম্ম করে সামান্য লোকও সেই২ কর্ম্ম করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন লোকে তাহা অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। বোধ হয়, এই বাক্যের যাথার্থ্য কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাস্তবিক সাধারণ ব্যক্তিরা অস্মাদ্ সমাজে আদিম কাল হইতে বিদ্যা ও ধর্ম্ম জ্ঞানহীন, সুতরাং তাহারা স্বয়ং কর্ত্তব্য অবধারণ

---

* ভগবৎগীতা দেখ।

করিতে অক্ষম প্রযুক্ত চিরকাল শিষ্ট লোকদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃক কোন নূতন আচার সমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে, অথবা কোন চির আচরিত আচার কারণ বিশেষে নিষিদ্ধ হইলে, সর্ব্বাগ্রে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহা অবগত এবং তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অধঃশ্রেণীতে ঐ বিধি নিষেধ বহুদিন পরে প্রচারিত এবং পালিত হইয়া থাকে। এই হেতু কখন এই রূপ হওয়া সম্ভব, যে কোন চিরাচরিত আচার ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর লোক তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হইয়াছে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোক অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তখনও তাহার অনুষ্ঠানে সংরত রহিয়াছে, কালে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইতে পারিবে। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে ঠিক এই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে উপলব্ধ হয়। কেননা দেখা যায়, বৈদিক ও স্মার্ত্তিক কালে বিধবা নারীর পুনরুদ্বাহ সমাজসাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পৌরাণিক কালে এই আচার নিষিদ্ধ হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীতে ইহার ব্যবহার রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অধঃশ্রেণীতে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। তবে উচ্চ শ্রেণীর আদর্শে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন২ স্থলে বিধবা বিবাহ ক্রমশঃ অননুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্য-বঙ্গের নবশাখদিগের মধ্যে অধুনা বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত হওয়াই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

অতঃপর বিধবা নারীদিগের পূর্ব্বাপর সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। বৈদিক কালে হিন্দু সমাজে বিধবানারী মাত্রেই যে পুনরায় বিবাহ করিত, এমত নহে। যাহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে না পারিত এবং যাহারা কেবল নিয়োগ নিয়মে পুত্রোৎপাদন করিয়া তৃপ্ত না হইত তাহারাই দ্বিতীয়

পতির পাণিগ্রহণ করিত। বিস্ময়ের বিষয়, তৎকালে বিধবার সহমরণ বা অনুমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না।* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের যে শ্লোকটী সহমরণ বিধায়ক বলিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উদ্ধৃত করেন তাহা অধুনা ডাং এফ্ হল্ ভ্রান্তি পাঠ বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। † অপর প্রথম ধর্ম্মপ্রযোজক মনু আপন সংহিতায় বিধবার অনুমরণ ব্রতের প্রসঙ্গ মাত্রও করেন নাই। এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হয়, যে প্রাচীন বৈদিক এবং মানবধর্ম্ম প্রচারের কালে অনুমরণ প্রথা আদৌ প্রবর্ত্তিত ছিল না। আর প্রাচীন ইতিবৃত্ত রামায়ণের কোন স্থলেও, এবং সুদীর্ঘ মহাভারতের একটী মাত্র স্থল ব্যতীত আর কুত্রাপি সহমরণের দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয় না। এই শেষোক্ত ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে, যে পাণ্ডু রাজমহিষী মাদ্রী সহমরণ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহমরণ অনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, যে তিনি সহমরণের সাধারণ প্রথানুযায়ী চিতারোহণ করেন নাই। মহাভারতে সহমরণের এই দৃষ্টান্তটী অনন্তর কালে সন্নিবেশিত (Interpolation) বলিয়াও সন্দেহ হয়। কেননা তাদৃশ ব্রত তাৎকালিক সমাজে প্রচলিত থাকিলে দ্রোণাচার্য্যপত্নী প্রভৃতি অনেক বীরাঙ্গনারা তাহা অনুসরণ করিতে কখনই শঙ্কুচিত হইতেন না। আমরা সুপ্রসিদ্ধ হিরোডোটসের ইতিহাস পাঠ করিলে অবগত হই, যে এই সহমরণ প্রথা প্রাচীনকালে শীথিয়ান্ ও থ্রেশিয়ান্‌দিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ডাক্তর মনিয়ার উইলিয়ম্‌স অনুমান করেন,

* অনুমরণ ও সহমরণ শব্দ পরস্পর কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অর্থবোধক হইলেও সুবিধার জন্য এস্থলে উহাদিগকে একার্থেই ব্যবহার করা গেল।

† See Monier Williams' Indian Wisdom, p 258-59.

হিন্দুরা ঐ সকল জাতির নিকট হইতে এই কুরীতি অনুকরণ করিয়া থাকিবে। ষ্ট্রাবো নামক ইতিহাস রচয়িতা বলেন, যে পঞ্জাব প্রদেশে কাথাই নামক সম্প্রদায় মধ্যে স্ত্রী স্বামীকে বিষপ্রয়োগ না করিতে পারে এজন্য তাহারা সহমরণের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিল। এই কাথাই জাতিকে মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব কনৌজ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান করেন। যাহাহউক যখন সহমরণের উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধবানারীকে লোকান্তরিত করা বুঝা যাইতেছে, তখন বোধ হয় কোন সমাজবিপ্লব কালে এই ভীষণ রীতি অবশ্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবেক। অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে এক সময়ে আর্য্য সমাজে ব্যভিচার দোষ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, † এমন কি কোন২ ধর্ম্মশাস্ত্রও উহাকে প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছে। ‡ কিন্তু এরূপ ভ্রষ্টাচার লোকসমাজ কতদিন অনুমোদন করিয়া থাকিতে পারে? ব্যভিচার নিবারণার্থ দীর্ঘতমা মুনি এই রূপ শাসন স্থাপন করেন, যে "পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে. নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আর পতিবিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। বিষয় ভোগ করিলে অকীর্ত্তি ও পরিবাদের পরিসীমা

---

† মহাভারত। আদি পর্ব্ব। ১২২ অ. দেখ।

‡ ন স্ত্রী দূষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোঽ বেদকর্ম্মণা।
নাপো মূত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা॥

* * * * * * * *

স্বয়ং বিপ্রতিপন্না যা যদি বা বিপ্রতারিতা।
বলান্নারী প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাপি বা।
ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা বিধীয়তে॥
অত্রি সংহিতা

থাকিবে না" ।* বোধ হয় ব্যভিচার দোষ বিশেষতঃ বিধবাদিগের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মশাসনকেও অতিক্রম করিয়াছিল, অতএব এই কালে সমাজ সংস্কারক ধর্ম্মপ্রযোজক ঋষিরা ধর্ম্ম লাভের প্রলোভন দিয়া বিধবানারীদিগকে সহমরণে প্রবর্ত্তনা করিবেন ইহা নিতান্ত সম্ভব বোধ হয়। যাহাহউক এই অনুমরণ প্রথা, বোধ হয়, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের ধর্ম্ম ব্যবস্থা প্রচারের কাল হইতে হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের কাল খৃষ্ট জন্মের ৪।৫ শতাব্দী পূর্ব্বে ধরা যাইতে পারে। দেখা যায়, এই সহমরণ প্রথা পূর্ব্বে২ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। যম, হারীত, কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিরা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনেরই যথেষ্ট প্রসংশা করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণু ব্রহ্মচর্য্য তদভাবে অন্বারোহণ, বৃহস্পতি অন্বারোহণ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের বিধি দেন। অঙ্গিরা, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি ঋষিরা অনুমরণের বিস্তর ফলশ্রুতির কথা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। † যাহাহউক কালক্রমে অনুমরণ প্রথা সমাজে প্রচররূপ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অবশেষে সর্ব্বসাধারণ লোকের মনে এতদূর সংস্কার

* মহাভারত আদিপর্ব্ব। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ১০৪ অ.

† পরাশর বিধবার অনুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত বিবাহেরও বিধান দিয়া গিয়াছেন। এই ব্যবস্থাপকের বিধবা-কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশের এই রূপ অভিপ্রায় বোধ হয়, যে বিধবা নারী স্বীয় সমর্থ বিচার করিয়া উল্লিখিত উপায় ত্রয়ের অন্যতম আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ যে বিধবা অনুমরণ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত হইবে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে; এবং যে একপাতিত্বধর্ম্ম শ্রেয় বোধ করিয়া অনুমরণে প্রবৃত্ত না হইয়া সংযতেন্দ্রিয় থাকিতে পারিবে, সে ব্রহ্মচর্য্য

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে পতিব্রতা স্ত্রী না হইলে তাদৃশ ব্রতাবলম্বন করিতে অন্য স্ত্রী কখনই সক্ষম হয় না। অল্পকাল পূর্ব্বে এই কুসংস্কার হইতে দুশ্চরিত্রা নারী বিধবা হইয়া অনেকস্থলে স্বকীয় গুপ্ত ব্যভিচার দোষ ক্ষালন করিবার উদ্দেশে অকুতঃ সাহসের সহিত চিতারোহণ করিত। অনেক স্থলে বিধবার আত্মীয় স্বজনেরা সহমরণ পরাঙ্মুখ বিধবাকে মৃতব্যক্তির জ্বলন্তচিতার উপর বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিত। অবশেষে আমাদিগের গবর্ণমেন্ট এই অত্যাচার নিবারণ জন্য প্রথমতঃ এক নিয়ম সংস্থাপন করেন, তদ্দ্বারা সহমরণ স্থলে জনৈক রাজপুরুষ উপস্থিত থাকিয়া বিধবার চিতারোহণ ব্রতে সম্যক প্রবৃত্তি জানিলে তাহাকে তাহা আচরণ করিতে দিতেন। এই রূপ নিয়ম সত্ত্বেও (১৮১৫ হইতে ১৮২৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) প্রতিবৎসর ৩ হইতে ৬ শত, এবং অন্য এক বৎসর ৮ শত বিধবা সহমরণ আচরণ

অবলম্বন করিয়া জীবন ক্ষয় করিবে। অপর, যে প্রাগুক্ত উভয়বিধ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য মনে করিবে সে তাহাই করিবে। এই শেষ বিধান পরাশরের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোধ হয় এই কালে সমাজের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, যে স্ত্রীদিগকে সাধ্বাচারে রত রাখা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বিধবার অচিরে জীবন ধ্বংশ হওয়াই উচিত বিবেচিত হইয়াছিল। যাহারা অনুমরণ ব্রতানুষ্ঠানে অপারগ হইত তাহাদিগকে ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য এবং তদনুকল্প পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। পরাশর অন্যান্য নারীর সম্বন্ধেও ব্যভিচার দোষ না ঘটিতে পারে এজন্য অনেক শাসন প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যে স্বামী দেশান্তরগত বা মৃত হইলে অথবা পরিত্যাগ করিয়া গেলে যে স্ত্রী জার হইতে গর্ভ উৎপন্ন করে সে পাপচারিণী পতিতা নারীকে ভিন্নরাজ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। ইত্যাদি *) * পরাশর সংহিতা, ৯অ.।

করিয়াছিল।* পরিশেষে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্ যে আইন প্রচার করেন (Reg. XVII) তদ্দ্বারা সহমরণ প্রথা এক কালে নিবারিত হইয়া গিয়াছে। যদিও তাহার পর কখন কেহ গোপনে সহমরণ আচরণ করিয়াছিল ফলতঃ সম্প্রতি রাজশাসনের প্রাদুর্ভাবে উহার আর নাম মাত্রও নাই।

আর, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ রীতি এক্ষণে প্রচলিত নাই, অতএব বিগত ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবার একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রতই অবলম্বনীয় হইয়াছে। নিম্নশ্রেণী মধ্যে যে স্থলে বিধবাবিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত নাই তথায় বিধবানারীরা ব্রহ্মচর্য্য নিয়মের মধ্যে রতিক্রিয়াবিরতি-নিয়মই পালন করিয়া থাকে। তবে অনেকে সময়েং ব্রতোপবাসাদি নিয়মও করিয়া থাকে। যাহাহউক উচ্চ শ্রেণীতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পুরাকালে যে রূপ কঠিনতার সহিত পালিত হইত অধুনা অনেক দেশে এবং অনেক গৃহে তাদৃশ রূপে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। পুরাকালের যে সকল বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিত তাহারা একাহার এবং ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ক্ষয় করিত, † পরিচ্ছদ ও গাত্র সংস্কারের কোন আড়ম্বরই ছিল না। এমত কি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিলে স্বামীর বিষয়াধিকার হইতে বিধবাকে বঞ্চিত হইতে হইত, ‡

---

* See Indian Wisdom, p 259.

† একাহারঃ সদা কার্য্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন। স্মৃতি
কামন্তু ক্ষপয়েৎদেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
মনু ৫।১৫৭

‡ স্ত্রীণাং স্বপতি দায়স্তু উপভোগ ¶ ফলঃ স্মৃতঃ।
নাপহারং স্ত্রীয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন॥

¶ উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানাদিনা, ইত্যাদি। দায়ভাগ

বিধবা কোন প্রকার গন্ধদ্রব্য উপভোগ করিত না, এবং স্বামীর শয্যায় শয়ন করিলে তাহাকে পাতিত করিত। * বিধবার পক্ষে দ্বিসিদ্ধ তণ্ডুল অভক্ষ্য এবং তাম্বুল গোমাংস সদৃশ ছিল, † উপবাস ও ব্রতানুষ্ঠান অত্যন্ত অধিক ছিল। স্থূলকথা বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতালম্বন করিয়া দেহকে ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া ফেলিত। এক্ষণে বিধবা ব্রহ্মচর্য্যের তত কাঠিন্য নাই। কোন২ দেশের কোন২ বংশের বিধবানারী ব্যতীত অপর সাধারণ বিধবা রমণীরা দ্বিসিদ্ধ তণ্ডুল, তাম্বুল প্রভৃতি অভক্ষ্য অবাধে ভক্ষণ করিতেছে। ভদ্র ঘরের অনেক বিধবার মধ্যে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান, অলঙ্কার ধারণ, মৎস্যাদি ভক্ষণ, দুইবেল অন্ন (ভাত), একাদশীতে রোটিকাদি, হয়ত বা অন্নও গ্রহণ অনায়াসে হইতেছে। ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, যে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাবলী প্রোক্ত রূপে ব্যভিচরিত হইবে। একে ব্রহ্মচর্য্য সহজেই দুষ্পালনীয় ব্রত, তাহাতে উহার অবলম্বনের কোন কাল নিয়ম নাই; স্ত্রীর যে অবস্থায় হউক বৈধব্য দশা উপস্থিত হইলেই উহা পালনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বৃদ্ধাবস্থায় যখন ভোগবাসনা ও বিশয়াশক্তি হ্রাস বা তৃপ্ত হইয়া যায় তখনও যে রূপ, আর যৌবনারম্ভে বা যৌবন কালে যখন সংসার সুখ ভোগেচ্ছা কেবলমাত্র অঙ্কুরিত বা বিকশিত হইয়াছে তখনও ঠিক সেই রূপ বিধবাকে নিয়মবতী হইতে হয়।

---

* পর্য্যঙ্ক শায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ। স্মৃতি

† অভক্ষ্যঞ্চ যোতিনাঞ্চ বিধবাব্রহ্মচারিণাং।
তাম্বুলঞ্চ যথা ব্রহ্মণ্ তথা দ্বিঃসিদ্ধমন্নকং।
তাম্বুলং বিধবাস্ত্রীণাং যোতিনাং ব্রহ্মচারিণাং।
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংস সদৃশং ধ্রুবং॥
ব্রঃ বৈঃ ব্রহ্মঃ, ২৭ অ.

সুতরাং এই শেষোক্ত বিধবা অবলা হইতে ব্রহ্মচর্য্যের সুচারু অনুষ্ঠান কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় ? যাহাহউক যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের কঠিন নিয়ম পালন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কষ্টসহতা ও ত্যাগস্বীকার গুণের বহু প্রশংসা করিতে হয়। মুসলান, খৃষ্টীয় প্রভৃতি ভিন্ন সমাজের লোকেরা যদি হিন্দু বিধবাকে নিরম্বু উপবাস অবস্থায় ক্রমান্বয়ে ২।৩ দিন পাক পরিচর্য্যা করিয়া অক্লেশে আত্মীয় স্বজন ভৃত্য অতিথীকে ভোজন করাইতে দেখেন, তবে তাঁহারা বিস্ময়াবিশিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। হিন্দু বিধবারা ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া দুঃসহ কষ্টকেও অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অভাগিনী স্ত্রীলোকেরা সমাজ হইতে সমুচিত সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত নিতান্ত অনাদৃত অবস্থায় কালযাপন করে। কি শ্বশুরকুল, কি পিতৃকুল, কোথাও ইহাদিগের আদর নাই। শ্বশুরকুলে যদি বিধবা বিষয়াধিকারিণী হয় তবেই তাহার কতক সমাদর, নতুবা উভয় কুল হইতে সর্ব্বদা বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবনপাত করিতে হয়। বলিতে কি, হিন্দুবিধবাদিগের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে অল্পই লোক আছে। ক্ষোভের বিষয়, সামাজিকগণের মধ্যে অনেকের সংস্কার এই যে, স্ত্রীজাতি আপন দোষেই বিধবা দশাগ্রস্ত হয়। অনেক পিতামাতা ও ভ্রাতা বিধবাকে তিরস্কার চ্ছলে কহিয়া থাকেন, যে "আমরা এমন ঘর বর দেখিয়া তোর বিবাহ দিলাম তুই তাহা খাইয়া ফেলিলি"। হায়! নিরপরাধিনী অবলাকে তাহার বৈধব্যদশার একমাত্র কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন না করা কি নিষ্ঠুরতার বিষয়! অধিকন্তু কথিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে হীনাবস্থায় রাখা কি পাপেরই কার্য্য!

দেখা যায়, হিন্দুবিধবাকে সচরাচর জা ও ভ্রাতৃভার্য্যার আজ্ঞাবহা দাসী স্বরূপ হইয়া থাকিতে হয়, বিধবা ননন্দ্‌ বা বিধবা জা দিবা রাত্রি সংসারে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও যৎসামান্য দোষেই উহাদিগের তিরস্কারের পাত্রী হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, ইহারা যে কাহারও নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া স্বকীয় হৃদয়ের ভার লাঘব করিবে, এমত লোক নাই। কেবল বিধবাই বিধবার দুঃখ জানিতে পারে। আবার, যে হিন্দুপরিবার ধর্ম্ম-ভীরু তথায় বিধবাদিগের অনিচ্ছা ও অসমর্থতা সত্ত্বেও বহুবিধ ব্রত নিয়ম পালন করিতে হয়। একাদশীর দিনে, ক্ষুধার কথা দূরে থাকুক, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেলেও, অথবা সে দিন ঘোরতর পীড়া গ্রস্ত হইলেও বিধবাকে বারি বা ঔষধ মাত্রও সেবন করিতে দেওয়া হয় না। বিধবার তন্নিমিত্ত মৃত্যু ঘটিলেও ক্ষতি নাই। বাস্তবিক একাদশীর দিনে বিধবার মৃত্যু হইলে মুমূর্ষু অবস্থায় তাহার কর্ণ-কুহরে গঙ্গাজল দিবার রীতি আছে। হায়! কি নৃশংস ব্যাপার! ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপকদিগের কি ভয়ানক শাসন! চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে অনেক হিন্দু বিধবা উল্লিখিত যাবতীয় ক্লেশ জন্মান্তরীণ পাপের প্রতিফল জানিয়া অম্লান বদনে সহ্য করিয়া থাকে। হায়! এই রূপে কতশত নারী কথিত বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছে, এবং এখনও করিতেছে, তাহার পরিসীমা নাই।

এই প্রস্তাবের প্রথম ভাগে হিন্দু সমাজে বিধবানারীর পুনরুদ্বাহ যে পূর্ব্বানুষ্ঠিত ও শাস্ত্রানুমোদিত আচার, তাহা বোধ হয়, নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা কতদূর যুক্তিসম্মত, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

বিধবা মাত্রেরই পুনরায় বিবাহ যে যুক্তিসঙ্গত, এমত বোধ হয় না। ভোগবাসনা-পরিতৃপ্তা, পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিতা কিম্বা প্রকৃত পতিপরায়ণা নারী বৈধব্যদশা গ্রস্ত হইলে তাহার পুনরায় পতিগ্রহণ কখনই যুক্তির অনুমোদনীয় নহে। যেহেতু তদ্দ্বারা বিধবার বা সমাজের কিছু মাত্র উপকারের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে যে যুবতীদিগের ভোগ-বাসনা কিছু মাত্র তৃপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যাহারা পতিপ্রেম সুখ ভোগ করিতে পায় নাই এবং চিত্তবিনোদক ও ভাবী জীবনের সহায় পুত্র লাভ করে নাই, তাহারা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে বৈধব্যদশায় উপস্থিত হয়, তবে তাহাদিগের নিজের এবং সমাজের সুখ ও হিতসাধনের নিমিত্ত পুনঃ পতিগ্রহণ অবশ্যই যুক্তি সংগত হইতে পারে।

গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম সমাহিত না হইতে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে যে যুক্তিতে তাহার পুনরায় ভার্য্যাগ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়, অতৃপ্ত-ভোগলালসা এবং সন্তানবিহীনা অবলা পতিবিরহিতা হইলে তাহার পুনঃ পতি স্বীকার করা সেই যুক্তিরই সাধ্য। পুরুষের পত্নীই যেরূপ গৃহস্থাশ্রম ও সুখের মূল, নারীর স্বামীই সেইরূপ সংসারাশ্রম ও সুখের আকর। যেমন নারী ব্যতীত পুরুষের সন্তান জননাদি কার্য্য নির্ব্বাহ এবং সংসারিক বিবিধ সুখ লাভ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষ ব্যতীত নারীরও তাদৃশ কার্য্য সম্পাদন ও সুখের প্রত্যাশা নাই। আমাদিগের বেদ বলিতেছেন, যে এই আত্মার অর্দ্ধেক পত্নী।* স্মৃতিকর্ত্তা মহর্ষিরাও কথিত বেদবাক্য উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে পুরুষ যাবৎ গৃহী না হয় অর্থাৎ বিবাহ না করে, তাবৎ সে অর্দ্ধমাত্র

---

* "অর্দ্ধো বা এষ আত্মা পত্নীতি" শ্রুতিঃ।
ব্যবস্থাদর্পণ-ধৃত বেদ (১ অ. । ৪ পরিচ্ছেদ)

থাকে; * এবং গৃহস্থ স্ত্রীহীন হইলে তাহার দেহার্দ্ধমাত্র জীবিত থাকে। † বাস্তবিক ইহা কেমন যুক্তিগর্ভ কথা! বিবেচনা করিলে সংসারে মৃতপত্নীক-পুরুষকে অর্দ্ধদেহী বলিতে হয়। যদ্যপি অর্দ্ধাঙ্গী ব্যক্তি সংসারে বাস করিতে অসমর্থ ও অযোগ্য বলিয়া তাহার পুনরায় ভার্য্যা গ্রহণ ন্যায় সঙ্গত হইয়া থাকে, তবে ঐ রূপ স্বামীহীনা অবলাও অর্দ্ধাঙ্গিনী (বরং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অর্দ্ধেক অঙ্গের অধিকারিণী) সুতরাং গৃহস্থাশ্রম বাসে নিতান্ত অসমর্থ ও অযোগ্য বলিয়া তাহারও পুরুষান্তরকে আশ্রয় করা যে একান্ত ন্যায়ানুমোদিত, তাহার সন্দেহ কি? অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে মৃতপত্নীক পুরুষের পক্ষে পুনরায় দার গ্রহণ যত আবশ্যক, বিধবানারীর পুনঃ পতিগ্রহণ তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা শারিরীক ও মানসিক বল বিষয়ে দুর্ব্বল বা ন্যূন। এই প্রযুক্ত, বোধ হয়, দূরদর্শী পণ্ডিতেরা স্ত্রীর প্রতিবাক্যে অবলা শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরাও স্ত্রীর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলতার বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ‡ অনুমান হয়, প্রাচীন আর্য্যরা স্ত্রীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই পুরুষজাতির সর্ব্বদা অধীন থাকিতে উপদেশ

---

* যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ॥
ব্যাস স্মৃতি।

† যস্য নোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য জীবতি।
দায়ভাগ-ধৃত বৃহস্পতি বচন।

‡ "and so far as this relates to the general fact that female nervous system is usually inferior to that of the male in strength and balance of power, it is true enough."— *The Lancet*, p. 839. Dec. 1872.

দিয়া থাকিবেন।† যাহাহউক স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষজাতি যে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় দমন করিতে অধিক সমর্থ, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অতএব বলিতেছি, যে পুরুষ স্ত্রীহীন হইলে তদবস্থাতে অনায়াসে জীবনক্ষেপ করিলে করিতে পারে, কিন্তু নারীর মৃতপতিকা হইয়া বৈধব্য দশায় কালক্ষেপ করা ততদূর সহজ কথনই নহে। যদিও যৌবনকালে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই দুষ্প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু স্ত্রী জাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলিয় উঁহাদিগের ইন্দ্রিয়বেগ সম্বরণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। বোধ হয় এই হেতু যৌবনকালে স্ত্রী পতিরই বশে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যৌবনকালে নারীর পিতা মাতা বা অপর আত্মীয়েরা তাহার ভরণ পোষণ করিতে যে অসমর্থ হয়, বা উহার প্রতি তাঁহাদিগের বাৎসল্যের যে খর্ব্বতা উপস্থিত হয়, এমত নহে; রমণীর ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতৃপ্ত করা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের কার্য্য নয় বলিয়া যৌবনের পূর্ব্বে তাহাকে ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যৌবনকালে নারীদিগের মন পিতৃ মাতৃ-স্নেহ বা ভ্রাতৃ-বাৎসল্য অপেক্ষা গুরুতর পতিপ্রেম লাভে স্বভাবতঃ ব্যগ্র ও সমুৎসুক হইয়া থাকে। প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য নিয়ম! আজন্মোপকারী স্নেহময় পিতা, মাতা ও ভ্রাতা অপেক্ষাও এই নূতন ব্যক্তি (স্বামী) তরুণীর ঘনিষ্ট, বৎসল এবং আত্মীয় হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? ইহার মূল কারণ এই যে, যুবতীর স্বভাবসুলভ রমণেচ্ছা, দর্শন, শ্রবণ

---

† স্ত্রীজাতিরবলা শশ্বদ্রক্ষণীয়া স্ববন্ধুভিঃ।
ব্রঃ বৈঃ ॥

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতা ॥ মনু ৫। ১৪৮

ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবাসনা, এবং তাহার সন্তান ও ঐশ্বর্য্যাদি লাভের স্পৃহা এক মাত্র পতি হইতেই সুচারু রূপে চরিতার্থতা লাভ করে। পতি স্ত্রীর ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিচয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া উহাকে নানা পাপ ও বিপদ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে যদি কোন নারী দুর্ভাগ্য ক্রমে যৌবনকালে পতিহীনা হয়, তবে কথিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমস্ত কি রূপে চরিতার্থতা লাভ করিবে? অথবা সে কি প্রকারেই বা স্বকীয় স্বভাবতঃ তৃপ্ত্যুন্মুখ ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিতে সক্ষম হইবে? অধিক নহে, যদি বৈধব্য দশা উপস্থিত হইলে যুবতী নারীর জননেন্দ্রিয় বিকৃত হইয়া পড়িত, ঋতুস্রাব রহিত হইয়া যাইত, এবং উহা রমণেচ্ছা উদ্দীপন আর না করিত; কিম্বা এই কালে দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়াদি রতিপ্রবৃত্তির উত্তেজনা কার্য্যে সহায়তা করিতে ক্ষান্ত হইত, অর্থাৎ চক্ষুঃ যদি সুবেশ পুরুষের প্রতিবিম্ব তাহার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত না করিত, শ্রবণেন্দ্রিয় সুরতপ্রসঙ্গ বা আদিরস ঘটিত কথা প্রতিধ্বনিত করিতে নিরস্ত হইত, ত্বগ্‌যন্ত্রের স্পর্শানুভাব-কতা শক্তি রহিত হইয়া পড়িত, তবে বুঝিতাম বিধবা হইলেই ইন্দ্রিয় সকল চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকে। যখন পতিহীনা হইলেও নারীর দৈহিক উপাদান ও শারীরধর্ম্ম সকল বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত না হইয়া পূর্ব্ববৎই থাকে, তখন তাহার সংসারে থাকিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীর ন্যায় পুরুষের (এস্থলে দ্বিতীয়পতির) সহায়তা অবশ্যই প্রয়োজন হইতে পারে। প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা বিধবার উল্লিখিত সহায়তার প্রয়োজন না হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বালিকা ও যুবতিদিগের তাদৃশ সহায়তা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন সম্ভব হইতেছে। কেবল তন্মধ্যে যাহাদিগের রিরংসা প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অপ্রবল, অথবা যাহাদিগের মানসিক সংযমনী শক্তি বলবতী, তাহারা যদি পূর্ব্বাবধি

একান্ত পতিপরায়ণা থাকে, তবেই পুরুষান্তর গ্রহণ ব্যতীত বৈধব্যাবস্থায় এক প্রকারে কাল যাপন করিতে পারে।

যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, যে স্থল বিশেষে বিধবা রমণীর পুনরায় বিবাহ সম্পূর্ণ যুক্তির অনুমোদিত; তখন অস্মদ্ সমাজে বিধবা বিবাহ এক কালে অপ্রচলিত হওয়ায়, এবং বিধবা মাত্রের অনুমরণ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানের নিয়ম থাকায় কি কি অনিষ্টোৎপাদিত হইয়া আসিতেছে, অতঃপর তাহার অনুশীলন করা যাইতেছে।

অগ্রে সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যের কথা উল্লেখ করিতেছি।

হিন্দু সমাজে নারীর একপাতিত্ব ধর্ম্মের সমাদর আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে সহমরণ ও অনুমরণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ফলতঃ নারী পতি বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অথবা অনতিবিলম্বে জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিলে তাহাকে ব্যভিচার দোষ স্পর্শ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কয়েকটী অনিষ্ট সংঘটন হয়। যথা—

১। পিতৃ বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃবিয়োগ প্রযুক্ত সন্তানের উভয় ক্ষতি যুগপৎ সহ্য করিতে হয়।

২। যে স্থলে মাতা শিশুসন্তান (দুগ্ধপোষ্য না হউক) রাখিয়া সহগমন করেন, সে স্থলে কথিত সন্তানের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ঘোরতর কষ্ট উপস্থিত হওয়া সম্ভব।

৩। মাতা সহমৃতা হইলে অনেক স্থলে পৈত্রিক বিষয়বিভব রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাঘাত ঘটে।

৪। বিধবা অনুগমন করিলে তাহা হইতে প্রজাবৃদ্ধির সম্ভাবনা সঙ্গে২ নষ্ট হয়। (এ বিষয়ে অনুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য তুল্য ফলদায়ক)

৫। বিধবার অনুমরণ অসাময়িক ও অস্বাভাবিক মৃত্যু, বলিতে হইবে; সুতরাং ইহা দ্বারা সংসারে প্রাকৃতিক স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় তুল্যসংখ্য-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, অর্থাৎ পৃথিবীতে স্ত্রীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া যায়।

৬। বিধবা সহমৃতা হইলে উহা হইতে সংসারের অন্যান্য উপকারের সম্ভাবনাও উৎসিন্ন হয়। সকলেই অবগত আছেন, বর্ত্তমান সমাজে বিধবা নারীদিগের শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা কত উপকার সাধিত হয়। শিশু সন্তানের লালন পালন, পীড়িতাবস্থার সেবা, গৃহকার্য্য প্রভৃতি বিধবা নারী হইতেই অনেক স্থলে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অতএব বিধবা অনুমরণ ব্রতাবলম্বন করিলে তাহা হইতে সমাজের কথিত উপকারের আর প্রত্যাশা কোথায় থাকে ?

সমাজে যত কাল এই অনুমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল ততকাল উল্লিখিত অনিষ্ট নিচয় উদ্ভব হইয়া আসিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এখনও পর্য্যন্ত তাহার কতক ফল আমরা ভোগ করিতেছি।

অপর, যে বিধবা নারীরা চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাঁহারা জীবনান্ত পর্য্যন্ত একপাতিত্ব ধর্ম্ম রক্ষা এবং মৃত পতিকে অহরহঃ স্মরণ করিয়া পতির প্রতি অনুপম প্রেমের চিহ্ন প্রদর্শন করেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে বিধবা-রমনী নিরত থাকিলে নিম্ন লিখিত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যথা

১। ব্রহ্মচারিণী বিধবা সন্তানোৎপাদনে বিরত থাকায় সমাজে প্রজাবৃদ্ধির বিঘ্ন বশতঃ অনিষ্টোদ্ভাবিত হয়।

এই ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমাজে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে২ অকাল মৃত্যুর, আতিশয্য, এবং

অসম ও বহু বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বিধবার সংখ্যা সমাজে অল্পই হইত (মহাভারতের নানা স্থানে বিধবার সংখ্যার বিরলতার কথা নির্দ্দেশিত দেখা যায়)। দ্বিতীয়তঃ কথিত অল্প সংখ্যা বিধবার মধ্যেও অনেকে ক্ষেত্রজ ও পৌনর্ভব পুত্র উৎপাদন করিত। সুতরাং যে অবশিষ্ট বিধবারা চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্পই। ইহাদিগের হইতে সমাজের প্রজাবৃদ্ধির যৎসামান্যই ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে অধুনাতন কালে বহুবিধ কারণে বিধবার, বিশেষতঃ বাল-বিধবার, সংখ্যা অতীব বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। এদিগে বিধবা মাত্রই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে বাধ্য, সুতরাং বিস্তর বিধবা নারী সন্তানোৎপাদন কার্য্যে বিরত থাকায় সমাজে প্রজাবৃদ্ধির বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। আর, দেখা যায়, উহাদিগের মধ্যে অনেকে অকাল গর্ভধারণ প্রভৃতি অত্যাচার কর্তৃক স্পৃষ্ট নহে বলিয়া সচরাচর সুস্থকায় ও সবলশরীর। অতএব ইহাদিগের হইতে সন্তানোদ্ভব হইলে অবশ্যই সুস্থকায় ও বলবান্ সন্তানই জন্মিতে পারে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, বর্ত্তমান সমাজে যে নারীরা প্রজাবর্দ্ধন ব্যাপারে নিয়োজিত আছে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বালিকা, বৃদ্ধা এবং রুগ্না। তাহাদিগের হইতে দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অল্পায়ুঃ সন্তান উদ্ভব হইয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করিতেছে। ইহাদিগেরই জন্য হিন্দুজাতি (বিশেষতঃ বাঙ্গালি) বল, সাহস প্রতিভা প্রভৃতি গুণে অন্যান্য জাতির নিকট হেয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে হিন্দু সমাজে বিধবা নারীরা আবহমান কাল ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মবতী হইয়া না থাকিলে (এবং পূর্ব্বোক্ত অনুমরণ ব্রত অবলম্বন না করিলে) কত বীর, কত মেধাবী, কত ধার্ম্মিক ও কত শূর উদিত হইত, এবং

তাহাদিগের বংশ এপর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে সমাজের কত হিতসাধিত হইত, তাহা কে অনুভব করিয়া উঠিবে? যদি আর্য্যকামিনী অম্বিকা ও অম্বালিকা চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহপাত করিয়া যাইতেন, তবে ক্ষত্রিয়রাজ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র কোথা হইতে সমুদ্ভূত হইতেন?

অনন্তর বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত থাকার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহ রীতি রহিত হওয়ায় বিধবামণ্ডলীতে ব্যভিচার দোষ ও তন্নিবন্ধন সমাজে ঘোরতর অনিষ্ট উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে। এবং অসম বিবাহের অনুষ্ঠান অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

ক। অধুনা সমাজে অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হেতু এবং অসম ও বহুবিবাহের কুৎসিত পদ্ধতি অত্যন্ত প্রচলিত থাকায় দিন২, বিধবা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে বালিকা ও যুবতী নারীই অধিক। বাল্য, অসম ও বহু-বিবাহিতা বিধবাদিগের মধ্যে পতি ভক্তি ও পতিপ্রেম প্রায়ই বিদ্যমান দেখা যায় না, এদিগে বর্ত্তমান ব্রহ্মচর্য্য-নিয়ম তাহাদিগকে কামপ্রবৃত্তি সংযম বিষয়ে তাদৃশ সহায়তাও করে না, সুতরাং সহজেই উহাদিগের অনেককে ব্যভিচার দোষ আক্রমণ করে। মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা আশ্চর্য্য বোধ হইবে না, যে কথিত ব্যভিচার দোষ হইতে অনেক বিধবা কেন অব্যাহত থাকিতে পারে না। দেখা যায়, লোকের প্রবৃত্তি ও অভাব অনুসারে চিন্তার বিষয় সকল মনে উদয় হয়, ঐ চিন্তা মনোরাজ্যে প্রগাঢ় রূপে কার্য্য করিলে তদ্-বিষয় সাধিকা কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়; তদনন্তর ঐ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বতঃই প্রয়াস হইয়া থাকে। যেমন নির্ধনের অর্থলিপ্সা এবং ধনাভাব প্রযুক্ত অর্থবিষয়িণী চিন্তা, তৎপরে

উহার আগম নিমিত্ত বানিজ্যাদির কল্পনা, তাহার পরে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা জন্মে, ইত্যাদি। এক্ষণে বিধবা যুবতিদিগের কিরূপ প্রবৃত্তি ও অভাব হওয়া সম্ভব, এবং তদ্দ্বারা তাহার কোন্ বিষয়ের চিন্তা, কল্পনা এবং পশ্চাৎ তল্লাভের চেষ্টা হইতে পারে? ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে ঈদৃশী নারীদিগের নৈসর্গিক নিয়মানুসারে কাম বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভাব বিদ্যমান থাকা নিতান্ত সম্ভব হইতেছে। অতএব তাহাদিগের পুরুষ-বিষয়িণী চিন্তা, তৎপরে তৎসমাগম কল্পনা, তদনন্তর তৎসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করা একান্ত সম্ভব হইতেছে। (দূরদর্শী মনু, বোধ হয়, বিধবা নারীকে সচ্চরিত্র রাখিবার জন্যই অন্য পুরুষের নাম পর্য্যন্তও করিতে নিষেধ করিয়াছেন) তবে মৃত স্বামীর প্রতি যে সকল বিধবার অটলা ভক্তি ও অকৃত্রিম প্রেম থাকে, এবং ধর্ম্মভয় ও বৈধব্য-নিয়ম পালনে যাহাদিগের বিলক্ষণ নিষ্ঠা থাকে, এবং যাহাদিগের পরপুরুষ সংগতির সুযোগ না ঘটে, তাহারাই ভীষণ ব্যভিচার হইতে রক্ষিত হইতে পারে। নতুবা তদ্বিপরীত অবস্থাপন্ন অপরাপর বিধবা রমণীর ব্যভিচার দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সমাজে বিধবা রমণীদিগের মধ্যে অনেকেই এই শেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূত। অধুনা বাল্য, অসম এবং বহু বিবাহ, তথা কৌলিন্য প্রথা নিবন্ধন অনেক বিধবার পতিভক্তি ও পতিপ্রেম দেখা যায় না। ইহারা ব্রহ্মচর্য্য নিয়মও সুচারু রূপে পালন করে না, বরং ব্যভিচারাখ্য দূষণে সতত লিপ্ত থাকে বলিয়া ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার দোষ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কোন২ যুবতী রমণীর রিরংসা প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ এত প্রবল, যে পুরুষ সংসর্গ ব্যতীত তাহারা কালক্ষেপ করিতে অশক্ত হয়। অতএব এই শ্রেণীর বিধবা রমণীকে

সংস্বভাবে রাখিতে চেষ্টা করা বৃথা। কেননা ইহারা যতই সুশাসিত বা সুরক্ষিত হউক না, অথবা যতই ব্রহ্মচর্য্য-নিয়ম পালন করুক না, পরপুরুষ সংসর্গ দ্বারা স্বকীয় প্রবল কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ না করিয়া থাকিতে পারে না।)

অপর, বর্ত্তমান কালে অনেক বিধবা যুবতীর তাদৃশ ধর্ম্ম জ্ঞান নাই। পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতি নিবন্ধন বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, কিম্বা ব্রহ্মচর্য্য পালনানন্তর দেহাবসান করিলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ও পতিলোক লাভ হইয়া থাকে, এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস বিধবাদিগের মধ্যে অনেকের এক্ষণে প্রায় আর লক্ষিত হয় না। বরঞ্চ উহাদিগের অন্তঃকরণে এরূপ কতক সংস্কার জন্মিয়াছে, যে পিতা মাতার বর নির্দ্ধারণ পক্ষে অবিবেকতা প্রযুক্ত অনেক স্থলে যুবতিদিগের বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়। অপিচ তাহারা অধুনা বুঝিতে পারিয়াছে, যে নারীর বৈধব্য অবস্থা শাস্ত্রানুসারে অপনীত হইতে পারে, কেবল দেশাচারই উহার প্রতিবন্ধক। যাহাহউক উল্লিখিত কারণে সমাজে যে বহু সংখ্যক বিধবা রমণী ব্যভিচার পথের পথীক হইয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ব্যভিচার দোষ সাধারণতঃ বহু অনিষ্টের আকর হইলেও ইহা হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে প্রবেশ করায় আরও বিশেষং অনিষ্ট উদ্ভাবিত করে। অন্যান্য সমাজে বিধবা নারীর গর্ভ এবং সন্তানোৎপাদিত হইলে তাহা নষ্ট না করিয়া নবপ্রসূত সন্তানকে কোন অনাথ-শিশু-আশ্রমে রাখিয়া আইসে, তথায় সে লালিত পালিত হইয়া মানুষ হয়। পক্ষান্তরে হিন্দুসমাজে বিধবা রমণীর গর্ভ হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে, এরূপ বিধবার আত্মীয় স্বজনেরা হয়ত বিধবাকে গর্ভস্দ্ধ হত্যা করে, নয় গর্ভপাত করিয়া ফেলে; আর গর্ভের বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে বিধবাকে

বাটী ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, নয় আপনারা জাত্যন্তরিত হইয়া অশেষ প্রকারে ঘৃণিত হইয়া থাকে। যাহাহউক এই ব্যভিচার হইতে মনুষ্যহত্যা, ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা, প্রভৃতি ঘোরতর পাপ এবং তদনুসাঙ্গিক ধন, ধর্ম্ম ও মান নাশাদি কতই অনর্থ ঘটিতেছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অপিচ এই দুশ্চারিত্রা নারীরা সমাজস্থা অপরাপর নারীদিগকে সতত ব্যভিচার বুদ্ধিপ্রদান করিয়া কতদূর অনিষ্ট সংঘটন করিতেছে, তাহাও বলা যায় না।

খ। বহুবিবাহ প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা হিন্দু সমাজে ঠিক তুল্য। অতএব সমাজে যেমন বহু সংখ্যক রমণী বিধবা আছে, সেই রূপ বহু সংখ্যক পুরুষও স্ত্রীশূন্য থাকা সম্ভব হইতেছে; কিন্তু হিন্দুসামাজিকগণের বিবাহ বিষয়ে যে রূপ অনুরাগ দেখা যায়, তাহাতে নিতান্ত বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীহীন না হইলে সস্ত্রীক থাকিতে কেহ ক্ষান্ত থাকে না, অপর, বিবাহ না করিবার প্রচুর কারণ থাকিলেও অতি অল্প পুরুষ অবিবাহিতাবস্থায় সমাজে বাস করে। সুতরাং অনেক স্থলে প্রৌঢ় ও যুবক এবং কোন২ স্থলে নির্লজ্জ বৃদ্ধের বালিকা কুমারীর পাণিগ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে মৃতপত্নীক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা কখনই অনূঢ়া বালিকার পাণিপীড়নে প্রবৃত্ত হইত না, সুতরাং অসম বিবাহ-জনিত বিস্তর অনিষ্টও সমাজে উদ্ভাবিত হইতে পারিত না।

অনন্তর বক্তব্য এই যে, যদি বিধবাগণ্ডলী হইতে ব্যভিচার দোষ এবং অসম বিবাহের কারণ উন্মূলিত, এবং তদ্দ্বারা প্রাগুক্ত বহুল অনিষ্ট হইতে সমাজকে রক্ষা করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়; এবং যদি সাধুশীলা ও সংযতেন্দ্রিয়া বিধবারমণীদিগকে সাধারণ বিধবা-

শ্রেণী হইতে পৃথক্ রাখা সামাজিকগণের গৌরবের বিষয় মনে হয়, আর যদি বুদ্ধিবিদ্যাবতী গৃহদক্ষা এবং উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবিশিষ্টা বিধবা নারী হইতে সন্তানোৎদ্ভব হওয়া বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অবনতির অবস্থায় প্রার্থনীয় বোধ হয়, তবে স্থল বিশেষে বিধবা নারীর পুনরুদ্বাহ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। সামাজিকগণ! কুসংস্কার ও কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থলে বিধবাদিগের বিবাহ দিয়া দেখ দেখি সমাজের কতদূর হিত সাধিত হয়? ভাল, একবার নিরপেক্ষ হইয়া চিন্তা করিয়া দেখ না, যে বিধবা নারী মাত্রকেই ব্রহ্মচর্য্যের কঠিন নিয়মে বদ্ধ করিয়া কি নৃশংসতার কার্য্য কর! এবং ঈশ্বরের বংশবিবর্দ্ধন ব্যাপারের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া কত পাপাচরণ কর। তোমরা সহজ জ্ঞান দ্বারা বুঝিতেছ, যে সধবা ও বিধবা উভয় প্রকার নারীই তুল্য উপাদানে বিনির্ম্মিত, উভয়েরই মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি এক, তবে কেন এক জনকে সাংসারিক তাবৎ সুখ ভোগ করিতে দেও এবং অন্যকে তাহা হইতে এক কালে বঞ্চিত কর। বিবেচনা কর, তুমি স্বীয় কন্যাকে কোন স্থবির বা পীড়িত অথবা কোন সৎপাত্রেই দান করিলে, কিন্তু অবিলম্বে তাহার বৈধব্যদশা উপস্থিত হইল; তুমি তৎক্ষণাৎ ঐ অবলাকে চির-ব্রহ্মচর্য্য-অনলে নিক্ষেপ করিলে। ইহাতে, জিজ্ঞাসা করি ঐ বালিকাটীর কি অপরাধ হইল, যে সে যাবজ্জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হইবে? ক্ষুধায় অন্ন ও তৃষ্ণায় বারি পাইবেক না? স্বীকার করি, যে বিধবা নারী কামরিপু দমন করিতে সক্ষম হইকে তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মানুযায়ী আহারাদি অনেক উপকারী হইতে পারে। ফলতঃ যাহারা রিরংসা বৃত্তিকে সংযত

করিতে অপারগ তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য-নিয়ম কতদূর সহায়তা করিতে পারে? এমত স্থলে ব্যভিচার এবং তদনুসাঙ্গিক পাপ রাশি কি রূপে নিবারিত হইতে পারিবে? সামাজিকগণের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে স্বীকার করেন, যে স্থলবিশেষে বিধবা বিবাহ একান্ত প্রয়োজনীয়। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় সামাজিক ব্যবহারে সকল স্থলেই বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করিতে অধিকারিণী হইলেও তৎ তৎ ধর্ম্মশাস্ত্র অজাতাপত্যা স্বল্প বয়স্কা বিধবারই বিবাহ হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।* এরূপ ব্যবস্থা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়াও প্রতীয়মান হয়। মনু বলিয়া গিয়াছেন, যে "প্রজানার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ" অর্থাৎ প্রজনন ক্রিয়ার জন্যই স্ত্রী জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব স্ত্রী সন্তানোৎপাদন করিয়া বিধবা হইলে তাহার আর পুনরায় বিবাহ করিবার প্রয়োজন কি? অন্য পক্ষে যে নারীর সন্তানোৎপাদন হইবার পূর্ব্বে বৈধব্য দশা ঘটিয়াছে, অথবা যে বিধবা যুবতী সন্তান বিহীন, তাহারই দ্বিতীয় পতিগ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। অপিচ বহু অনর্থকর ব্যভিচার দোষ নিবারণ জন্য স্বভাবতঃ প্রবল-রতিপ্রবৃত্তি-বিধবা নারীর বিবাহ হওয়া প্রার্থনীয় বোধ হয়; নতুবা সাধারণ রতিপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিধবা রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কেননা তাহা হইলে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যকে এককালে উপেক্ষা করিয়া রিরংসা বৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এমত হইলে হয়ত বহু-সন্তান-জননী প্রৌঢ়া রমণীরও বিবাহ দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিবে। বাস্তবিক রিরংসা বৃত্তির প্রযোজোগীতা কেবল যে বংশবর্দ্ধনের জন্য, তাহা পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণীই প্রমাণ দেয়। অত-

* See Bible, New Testament, and Sureh Bakaa.

এব প্রাকৃতিক নিয়মই অভিব্যক্ত করিতেছে, যে অনপত্যা বিধবারই পুরুষান্তর সংযোগ সুবিধেয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ পুনঃ প্রচলন বিষয়ে অনেক মহাত্মা চেষ্টা করিয়াছিলেন "জয়পুর রাজ্যের রাজা জয়সিংহ, কোটা রাজ্যের রাজা জালিম সিংহ, দক্ষিণাপথ-নিবাসী পরবর্দ্ধন নামক জায়গির্দ্দার, ইহাঁরা নিজ নিজ দেশে উল্লিখিত বিষয় প্রচলিত করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর প্রযত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, পশ্চিম প্রদেশীয় যোধপুরী ব্রাহ্মণ নামক ব্রাহ্মণ জাতীয়েরা স্বজাতি মধ্যে উল্লিখিত রীতি অবলম্বন করিয়াছেন" * এবং শুনা গিয়াছে রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও বিধবাবিবাহ এতদ্দেশে পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য আয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাঁরা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে মান্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এবিষয়ে একটী আইনও রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। যদিও লোকের মনে এক্ষণে প্রতীতি হইয়াছে, যে বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত, কিন্তু চিরকুসংস্কার বশতঃ এবং দেশাচার ভয়ে কেহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হয় না। কুসংস্কার ও দেশাচার এতদূর প্রবল, যে যদি কেহ বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান করে, তবে তাহাকে উক্ত বিবাহিতা বিধবার সহিত সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে, অথবা বিবাহিতা বিধবা নারীকে অচিরে পরিত্যাগ করিতে, বাধ্য হইতে হইবে। যাহাহউক এক্ষণে চিরকুসংস্কার ও দেশাচার ভয় পরিহার করিয়া সামাজিকগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত

---

* তত্ত্ববোধিনী, ১৪০ সংখ্যা, ১৭৭৬ শক।

হইয়াছে। বিবেচনা কর, তোমরা যদি এক্ষণে কোন আচার সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া যাও তবে ভবিষ্যতে তাহাই দেশাচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

(অনন্তর প্রস্তাবিত বিধবা বিবাহ কি নিয়মে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি। এবং বর্ত্তমান সমাজে বিধবা বিবাহে গোত্রোল্লেখ লইয়া ও দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান অসিদ্ধ বলিয়া যে তর্ক ও আপত্তি উপস্থিত আছে,) (যদিও তাহার মীমাংসা করা এস্থলে সম্ভাবিত নহে তথাপি) তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন হইতেছে।

বিধবার বিবাহ ব্রাহ্ম বা প্রাজাপত্য বিধানে নির্ব্বাহ হইতে গেলে কথিত প্রকার তর্ক বা আপত্তি উপস্থিত হওয়া সম্ভব। ফলতঃ এই বিবাহ তাদৃশ বিধানে না হইয়া গান্ধর্ব বিধানে সম্পাদিত হওয়া বিধেয়। শাস্ত্রোক্ত বিধবা-বিবাহ-বিধানও ইহা অনুমোদন করিতেছে। যখন বিধবার পরিণয় তাহার স্বেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, দ্বিতীয়তঃ উহা বিধবা-পরিণয়কারী পুরুষেরও ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সাপেক্ষ, তখন ইহা গান্ধর্ব বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করাই উচিত হইতেছে। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, যে বর কন্যার পরস্পর ইচ্ছা ও অনুরাগ বশতঃ পরস্পরের সহিত মিলনের নাম গান্ধর্ব বিবাহ। অতএব যখন এই গান্ধর্ব বিবাহের লক্ষণের সহিত প্রস্তাবিত বিধবা বিবাহের লক্ষণের বিশেষ পার্থক্য নাই, তখন উহা সেই রূপেই নিষ্পন্ন ও সিদ্ধ হইবার প্রতিবেধ কি? এই বিবাহ সম্পাদনে উভয় পক্ষীয় পিতা মাতার প্রয়োজনাভাব, কোন এক ব্যক্তির সাক্ষাতে, অভাবে অগ্নিমাত্র সাক্ষ্য করিয়াও বরপাত্রী মাল্য বিনিময় করিলে তাহাদিগের গান্ধর্ব বিধানে পরিণয় করা হয়।) ইহা মীমাংসিত হইয়াছে, যে "গান্ধর্ব্ব বিবাহে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অসবর্ণ বিবাহ।

যে বিবাহে দুই বিভিন্ন বর্ণের বরপাত্রী পরস্পর সংযোজিত হয়, তাহার নাম অসবর্ণ বিবাহ। হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রনালী প্রবর্ত্তিত ও বদ্ধমূল হইবার পরে এই বিবাহের নামকরণ হইয়াছে, উপলব্ধ হয়। যেহেতু তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ সমাজের আদিম অবস্থায়, যখন বর্ণ বিচার ছিল না, কোন আচার সম্বন্ধে সবর্ণ অসবর্ণ ভেদ থাকা সম্ভাবিত নহে। এই বর্ণ শব্দে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ মাত্র বুঝাইত, এক্ষণে উহা জাতিবাচক হইয়াছে। প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত ঋগ্বেদের প্রাচীনতর সূত্র সকলে বর্ণ ভেদের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও দুই এক স্থলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তাহা কোন রূপে কুলপরম্পরাগত বর্ণ-বিশেষ-প্রতিপাদক বলিয়া বোধ হয় না।* পুরাতন ইতিহাস মহাভারতে প্রকাশ, যে "বর্ণ সকলের প্রভেদ নাই; সকলেই ব্রাহ্মণ, প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন২ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে"।† স্থলান্তরে বর্ণিত হইয়াছে, "বিষয় ভোগে আসক্ত, উগ্র ও কোপনস্বভাব, সাহস-

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা, ৭৭ পৃ. দেখ।

† ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
মোক্ষধর্ম্ম

যে বিধবার বিবাহ গান্ধর্ব্ব বিধানে নিষ্পন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের সম্যক্ অভিপ্রেত ছিল। কেননা ধর্ম্ম প্রযোজক পরাশর মুনি নারীর প্রথম বিবাহে পিতা সম্প্রদান করিবে, ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু বিধবার বিবাহ-ব্যবস্থা কালে তাদৃশ নিয়ম না করিয়া কেবল "নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে" এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব নারীদিগের অন্য পতি বিধেয় বলিলে সহজেই নারীকর্তৃক অন্যপতি গ্রহণই বুঝা যায়।

উপরে যদিও প্রদর্শিত হইল, যে বিধবা রমণীদিগের স্থল বিশেষে পুনরায় বিবাহ হওয়া অত্যাবশ্যক; কিন্তু তদপেক্ষা নারীদিগের সাধারণতঃ অকাল বৈধব্যদশা না ঘটে এবং তন্নিমিত্ত পুনরুদ্বাহের প্রয়োজন আদৌ উপস্থিত না হয়, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। যেমন রোগ ধ্বংশ অপেক্ষা রোগ নিবারণ করা অপেক্ষাকৃত প্রশংসাপর, * সেইরূপ বৈধব্য ঘটিলে পুনরায় বিবাহানুষ্ঠান অপেক্ষা যুবতীর তাদৃশ অবস্থা না ঘটিতে পারে, এরূপ প্রতিকার সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর বলিতেই হইবে। রমণীর অকাল বৈধব্য নিবারণ করা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবীয় ক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া বোধ হইলেও, বাস্তবিক মনুষ্যের চেষ্টা তৎপক্ষে যথেষ্ট ফলোপধায়নী, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদিগের সামাজিকগণ যথোচিত যত্ন করিলে বর্ত্তমান সমাজের পুরুষমণ্ডলী হইতে প্রবল অকাল-মৃত্যু কি বহুঅংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না? না রমণীগণকে কুপাত্রে সম্প্রদান বশতঃ উহাদিগের অচিরে বৈধব্যদশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক খর্ব্ব হইতে পারে না? বোধ হয়, অবশ্যই হইতে পারে। ইহা হইলে সমাজে বিধবার সংখ্যা বিস্তর হ্রাস এবং তদনুসারে বিধবা বিবাহেরও প্রয়োজন অত্যন্ত লাঘব হইয়া পড়িবে।

* "Prevention is better than cure"

দম্পতীরই অনুষ্ঠেয় হইতেছে; তাহাতে পিতা মাতার কোন অপেক্ষা নাই।

অপর, যদি কন্যাকে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় একবার দান করিলে উহার পুনর্দ্দান অসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহাতেও প্রস্তাবিত বিধবা বিবাহে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা হইতে পারে না। কেননা কথিত উদ্বাহে পিতা প্রভৃতি বান্ধববর্গকর্ত্তৃক সম্প্রদান ক্রিয়ার এককালে প্রয়োজনাভাব হইতেছে। আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজে নারীদিগের বহির্গতায়াতের পদ্ধতি নাই, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক নিয়মাবলী বিধবার স্বয়ং পাত্র নির্ব্বাচন পক্ষেও অনুকূল নহে। অতএব এই বিবাহ নিষ্পাদনের জন্য কর্ত্তৃবর্গ বা আত্মীয় স্বজনেরা পুনঃ বিবাহেচ্ছু অথচ বিবাহ যোগ্যা বিধবার সম্মতি ক্রমে উপযুক্ত পাত্র নির্দ্ধারণ করিয়া আনুকূল্য করিলেই যথেষ্ট হইবে।

কেহ এই বলিয়াও আপত্তি উপস্থিত করিলে করিতে পারেন, যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেই প্রশস্ত; অতএব সাধারণ্যে উহার অনুষ্ঠান কি রূপে হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ বিধবার গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহই বা কি রূপে স্থির হইল? বাস্তবিক শাস্ত্রানুসারে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই ধর্ম্ম্য হইলেও অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক ইহার অনুষ্ঠান তাদৃশ দুষ্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান সামাজিক আচারেও দেখা যাইতেছে, যে আসুর বিবাহ শাস্ত্রানুসারে কেবল বৈশ্য ও শূদ্র জাতির অনুষ্ঠেয় হইলেও * ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোকই ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছে। অধিকন্তু, বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থাপকদিগের বিধান বিচার করিলে প্রতীয়মান হয়,

---

* চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যা রাজ্ঞোগান্ধর্ব্ব রাক্ষসৌ।
আসুরোবৈশ্যশূদ্রাণাং, পৈশাচঃ সর্ব্বগর্হিতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্য।

সম্প্রদান ক্রিয়া না করিলেও হয়, যেহেতু বর কন্যার মধ্যে যে মাল্য দানাদান তাহা সম্প্রদান ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে ধরা যাইতে পারে"।* অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে এই বিবাহে মন্ত্র বা গোত্রোল্লেখের, অথবা কন্যা সম্প্রদানীয় আচারাদির তাদৃশ প্রয়োজন নাই।

অস্মদ্দেশে যে জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ এক্ষণে আচরিত হইতেছে, তথায় বিধবা নারী মনোনীত পুরুষের সহিত মাল্য পরিবর্ত্ত করে। দক্ষিণাঞ্চল-মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশে বিধবার বিবাহকালে পুরোহিত উপস্থিত থাকেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে বর প্রথমতঃ একখানি অলঙ্কার (কঙ্কণ বা খাড়ু) বিবাহ্যা বিধবার হস্তে পরাইয়া দেয়, তৎপরে বরপাত্রীর পরস্পর মাল্য বিনিময় হয়। এই কালে পুরোহিত কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, যে "তুমি তোমার পূর্ব্ব স্বামীর গোত্র ত্যাগ করিয়া এই নূতন স্বামীর গোত্রে যাও"। এই কাল হইতে ঐ নববিবাহিতা বিধবা দ্বিতীয় স্বামীর গোত্রাবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়া কাণ্ড করিতে থাকে। বিবেচনা করিলে এরূপ গোত্র-পরিবর্ত্তন-নিয়ম যুক্তি বহির্ভূত বলা যায় না। অনূঢ়া কন্যা বিবাহের পরে যে রূপে পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া পতিগোত্র আশ্রয় করে, বিধবা নারীও সেইরূপে পূর্ব্ব স্বামীর গোত্র পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পতির গোত্র কেন না আশ্রয় করিতে পারিবে?

যদি বল, সকল প্রকার বিবাহ সিদ্ধির জন্য কুশণ্ডিকার আবশ্যক; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহেও কুশণ্ডিকার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে; যেহেতু উক্ত কার্য্য কেবল

---

* ব্যবস্থাদর্পণ ৬ অ. ১ প. দ্রষ্টব্য।

প্রিয়, স্বধর্ম্মচ্যুত রজোগুণ-বিশিষ্ট দ্বিজগণ ক্ষত্রিয় হইলেন।* আর, "যে সকল দ্বিজ রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত, পশুপালন ও কৃষি যাঁহাদিগের উপজীবিকা, যাঁহারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন"।† আর, "যে সকল দ্বিজ হিংসা ও মিথ্যা কর্ম্মে লুব্ধ, যাঁহারা জীবিকার নিমিত্ত সকল কর্ম্মই করেন, যাঁহারা তমোগুণ বিশিষ্ট ও শৌচাচার ভ্রষ্ট, তাঁহারা শূদ্র হইলেন"।‡

অপর, অনতি প্রাচীন বৈদিক সূত্র, মনুসংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মার দেহ বিশেষ হইতে ব্রাহ্মণাদি চতুষ্টয় বর্ণের উৎপত্তি-বিষয়ক এক অলৌকিক বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু উহা যে কল্পনা-প্রসূত, তাহা উল্লিখিত মনুসংহিতা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতে পারে; বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার প্রামাণ প্রয়োগে বিরত হইলাম ফলতঃ ইহা বোধ হয়, যে প্রাচীন আর্য্যরা সমাজ মধ্যে কোন্ বর্ণ কি রূপ স্থান লাভ করিবে তাহা অভিব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মার উত্তম হইতে অধম অঙ্গকে বর্ণ বিশেষের উৎপত্তি স্থান কল্পনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

যাহাহউক, উল্লিখিত বর্ণভেদ বিষয়ক উভয়বিধ মতের মধ্যে

---

* কাম-ভোগ-প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত-স্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
মোঃ ধঃ

† গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাবৈশ্যতাং গতাঃ॥
মোঃ ধঃ

‡ হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাংগতাঃ॥
মোঃ ধঃ

মহাভারতীয় মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইহা ইতিবৃত্ত দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে, যে আর্য্যরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। ইহাঁরা যখন প্রথম এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন তখন তাঁহা-দিগের মধ্যে জাতিভেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। ক্রমে সমাজ-বন্ধন ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে যাঁহার যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা ছিল তিনি সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি-লেন। কালে ইহাঁদিগের সন্তানেরা অনেক স্থলে পিতৃব্যবসা অনুকরণ করিতে লাগিলেন, যেহেতু পিতৃব্যবসা অনুকরণ করা মনুষ্যমাত্রের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। পরে ক্রমশঃ ব্যবসা বিশেষ বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতে লাগিল, এবং পরিশেষে তদ্বংশীয়েরা এক এক বর্ণ বা জাতি রূপে পরিগণিত হইল। এই রূপে হিন্দুসমাজে আদিম বর্ণ বা জাতিভেদ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হয়।*

উল্লিখিত বর্ণভেদ প্রণালী সমাজে কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা দুরূহ; তবে ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত প্রচারের কাল হইতে উহার প্রবর্ত্তন কাল এক প্রকারে গণনা করা যাইতে পারে; কারণ উহাতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি মাত্র বর্ণের কথা উল্লেখ দেখা যায়। মনুসংহিতায় উল্লিখিত চারি বর্ণ ব্যতীত অতিরিক্ত

---

* শূদ্র জাতিকে কেহ২ ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু ইহা পুরাতন ইতিবৃত্তের সহিত সর্ব্বত্র সঙ্গত হয় না।

কতকগুলি বর্ণেরও নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং মানবস্মৃতি প্রচারের পূর্ব্ব হইতে সমাজে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যায়, মানব-ধর্ম্ম প্রচারের কালে সমাজে জাতিভেদ প্রথা অনেকাংশে বদ্ধমূল হইয়া আসিলেও এক বর্ণের লোক বর্ণান্তরে মিলিত হইতে পারিত, * এবং এক বর্ণের লোকের অন্য বর্ণে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনও প্রচলিত ছিল। † আর যখন মনুসংহিতায় বহু সঙ্কর বা বহির্বর্ণের কেবল উল্লেখ মাত্র নহে, তাহাদিগের বহুবিধ বৃত্তি পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন মনুসংহিতা সৃষ্টির পূর্ব্বে সমাজে যে অসবর্ণ বিবাহ বিলক্ষণ অনুষ্ঠিত হইত, অথবা অন্য কথায়, বিবাহ কার্য্যে যে তাদৃশ বর্ণবিচার ছিল না, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। ‡ তবে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারের কাল অবধি এই বিবাহ নিন্দনীয় পরিগণিত হওয়ায়, স্মার্ত্তিক কালে ইহার অনুষ্ঠান পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়া থাকিবেক। তদনন্তর পৌরাণিক কালে অসবর্ণে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের সম্যক্ নিষেধ দৃষ্ট হয়; তদ্দ্বারা এই উপলব্ধি হয়, যে কথিত নিষেধ সমাজে

* শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ ১০ অ

* মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণাদিতে এক বর্ণের লোক [illegible] হইবার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট বর্ণের লোক কর্ম্ম দোষে অপকৃষ্ট বর্ণের হইয়া যাইত এবং অপকৃষ্ট লোক কার্য্যগুণে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হইত। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ইহা বাহুল্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। † মনু, অ. ৩। ১৩

‡ বেণ রাজা অসবর্ণ (অনুলোম ও প্রতিলোম) বিবাহ বাহুল্য রূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন; মনু সংহিতায় (৯ অ.) ইহার উল্লেখ আছে।

প্রতিপালিত হওয়ার কাল হইতে অসবর্ণ-বিবাহ পদ্ধতি রহিত হইয়া গিয়াছে। ইদানীং যদিও দুই এক স্থলে অসবর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত সাধারণ।*

এই অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় মত কি? এবং পুরাকালে ইহা সমাজে কি প্রকার স্থান লাভ করিয়াছিল, অতঃপর তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বর্ণ-বিভেদ-প্রণালী সমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপকেরা অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যাহাতে এক বর্ণ বর্ণান্তরের সহিত বিশিষ্ট রূপে সংসৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতীয়েরা পরস্পর পরিণয় সূত্রে সম্বন্ধ না হইতে পারে, এজন্য নানাবিধ নিয়ম ও দণ্ডবিধানও করিয়াছিলেন। ফলতঃ চির আচরিত কোন আচার সহসা রহিত করা কখনই সম্ভবপর হয় না, সুতরাং তাঁহারা বর্ণ ভেদের পরেও বহু কাল পর্য্যন্ত অন্যান্য চিরানুষ্ঠিত আচারের সহিত এই অসবর্ণ বিবাহও এক কালে নিবারণ করিতে সক্ষম হন নাই। বরং স্থল বিশেষে অগত্যা উহা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে

---

* আধুনিক ইতিবৃত্তে অবগত হওয়া যায় যে, অনতিকালপূর্ব্বে হিন্দু সম্রাটেরা (ক্ষত্রিয় ও রাজপুত জাতীয়) পারসিক্, গ্রীক এবং মোগল (যবন!) সম্রাটদিগের সহিত বৈবাহিক ব্যাপারে অবাধে লিপ্ত হইতেন। সেইহেতু ভারতের বর্ত্তমান কোন২ রাজবংশ যবন রক্ত-সংসৃষ্ট। ইদানীন্তন কালে তাদৃশ অসজাতীয় বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের ন্যায়, অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

অসবর্ণ-বিবাহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক অনুলোম. দ্বিতীয় প্রতিলোম। উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের সহিত অপকৃষ্ট জাতীয়া কন্যার যে বিবাহ, তাহা অনুলোম; এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের সহিত উৎকৃষ্ট জাতীয়া কন্যার যে পরিণয়, তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। শাস্ত্রকারেরা অনুলোম বিবাহ স্থলবিশেষে অনুমোদন এবং প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বত্র নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত বৈবাহিকী ব্যবস্থা সাধারণতঃ পুরুষের পক্ষেই ব্যবস্থাপিত বুঝিতে হয়! অতএব পুরুষের অনুলোম ক্রমে বিবাহ হইলে নারীর যে সুতরাং প্রতিলোম নিয়মে বিবাহ করা হয়, তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু নীচ জাতীয় পুরুষ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ করিলে, স্ত্রীর সুতরাং যে অনুলোম ক্রমে পতি হয়, তাহাতেই বিলক্ষণ নিন্দা আছে।

প্রাচীন ধর্ম্ম-প্রযোজক মনু বিবাহ ব্যবস্থা কালে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রী গ্রহণই প্রশস্ত, তদনন্তর কেহ কামপ্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ পরিণয়েচ্ছু হইলে তাহার অনুলোম ক্রমে ভার্য্যা হইবেক।* শূদ্রের অনুলোম ক্রমে কোন বর্ণ ছিল না, অতএব শূদ্রের পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তাহার অন্য ভার্য্যা বিধেয় নহে।† মনুর এই ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবস্থাপকেরা সাধারণতঃ অনুমোদন ও অনুসরণ করিয়া বিধান

* সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রশস্তা দার কর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
অ ৩। ১২

† শূদ্রস্যতু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে॥
অ ৯। ১৪৭

দিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ দক্ষ মুনি দ্বিজাতির শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ বিশেষ করিয়া নিবারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দ্বিজাতি বিপন্ন হইয়াও শূদ্রা কন্যা বিবাহ করিবে না। * অতএব শূদ্র জাতি মনুর, এবং বৈশ্য জাতি দক্ষের কাল হইতে অনুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ করিতে নিবারিত হইয়াছিল। সুতরাং কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা উহার অনুষ্ঠানে পূর্ব্বাবধি রত ছিলেন, জানা যাইতেছে। আর, দেখা যায়, শাস্ত্রকারেরা অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের অনুমোদন করিয়াও উহার সঙ্কোচ অনুষ্ঠান জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সবর্ণ বিবাহই প্রশস্ত ও প্রথম কল্প বলায়, † প্রথম বিবাহে অসবর্ণ বিবাহ এক কালে অপ্রশস্ত ও নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছে। পৈঠীনসী যদিও সবর্ণা কন্যার অভাবে অভাবতঃ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন ; ‡ কিন্তু শাতাতপ মুনি এমন স্থলে প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর পুনরায় সবর্ণা নারীর পাণিগ্রহণ করিতে বিধান দিয়াছেন। ‡‡

---

* আপদ্যপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রা ভার্য্যা দ্বিজন্মণা।
অস্যাং তস্য প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥
শঙ্খসংহিতা

† ভার্য্যাঃ স্বজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ। দায়ভাগধৃত, পৈঠীনসিবচন।

ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিকঃ।
বীরমিত্রোদয়ধৃত, যম বচন।

‡ অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ। অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ, বৈশ্যায়াম্বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে।
বীরমিত্রোদয়ধৃত পৈঠীনসি-বচন।

‡‡ প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক দেখ

এ দিকে প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ দেখা যায়। যাহাতে প্রতিলোম বিবাহ সমাজে অনুষ্ঠিত না হয়, এজন্য শাস্ত্রকারেরা অতীব কঠিন শাসন সকল প্রয়োগ করিয়াছিলেন।* ফলতঃ তাঁহারা যে তদ্দ্বারা কথিত উদ্দেশ্য সাধনে সহসা ও সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না; কেননা সমাজে প্রতিলোম বিবাহোৎপন্ন বহু সংখ্যক সঙ্কর জাতিই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

(ক) উল্লিখিত অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের মতে স্থল বিশেষে তাদৃশ দুষ্য নহে, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ যে সর্ব্বত্রই দুষ্য, ইহার কারণ কি?

দেখা যায়, শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের সংস্কার এই, যে পুরুষ বীজ স্বরূপ এবং স্ত্রী ক্ষেত্র রূপা; ক্ষেত্র ও বীজ সংযোগে সকল দেহীর উৎপত্তি হয়।† তাহাদিগের বর্ণ রূপাদি বীজানুরূপ হইয়া থাকে, তদনুসারে ক্ষেত্র ও বীজের মধ্যে বীজেরই প্রাধান্য উপলক্ষণীয়।‡ এই হেতু স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পুরুষেরই প্রাধান্য নির্ণীত হইয়াছে। আর যেরূপ ক্ষেত্রবীজের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা বিশেষে তদুভয়ের সংযোগোৎপন্ন বৃক্ষাদির উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ভাব প্রাপ্তি হয়, সেই রূপ স্ত্রী

---

* প্রতিলোম পরিণয়ং সর্ব্বথৈব নকার্য্যং। জীমূতবাহন, দায়ভাগ।
প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ। দক্ষ
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ। নারদ
অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ। ব্যাস
প্রতিলোমপ্রসূতো যস্তস্যাঃ পুত্রো ন রিক্থভাক্।
দায়ভাগধৃত, কাত্যায়ন বচন।

† ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজ সমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহীনাম্॥ মনু অ ৯ ৩৩

‡ বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্ব্বভূত প্রসূতির্হি বীজলক্ষণ লক্ষিতা॥ ঐ ৯। ৩৫

ও পুরুষের উত্তমাধমতা গুণ অনুসারে তাহাদিগের সংযোগোৎপন্ন সন্তানেরাও সেই সেই রূপ গুণ লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বীজ যেরূপ তদুপযুক্ত ক্ষেত্র হইলে উভয় সংযোগে বীজানুরূপই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। আর, উৎকৃষ্ট বীজ নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে মধ্যম, আর নিকৃষ্ট বীজ (নিকৃষ্ট ক্ষেত্রের ত কথা নাই) উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত হইলেও অপকৃষ্ট বৃক্ষ জন্মে।

বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্যরা এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী-পুং-সংযোগ বিধান করিয়াছিলেন। সেই হেতু তাঁহাদিগের কালে সকল বর্ণের সবর্ণা ভার্য্যাগ্রহণই শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের সংযোগে যে সন্তান উদ্ভূত হইত, তাহারা স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। আর অসবর্ণ বিবাহ সাধারণতঃ নিন্দনীয় ছিল। উচ্চ বর্ণের পুরুষ অধম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান জন্মিত সে পিতৃ সদৃশ বা মধ্যম অর্থাৎ পিতৃবর্ণাপেক্ষা হীন এবং মাতৃবর্ণাপেক্ষা কিছু উচ্চ বর্ণ লাভ করিত। আর হীন বর্ণ উচ্চ বর্ণের সহযোগেও অত্যন্ত নীচ বর্ণের উৎপত্তি হইত।*

যদিও দেখা যায়, যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অনুলোম বিবাহ অনুকল্প এবং স্থল বিশেষে মাত্র অনুমোদনীয়, আর বিলোম বিবাহ সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ; তথাপি পুরাতন সমাজে এতদুভয়ের অনুষ্ঠান বিলক্ষণ প্রচলিতা ছিল। অসবর্ণ বিবাহের শেষ নিষেধ পৌরাণিক কালে প্রচার হওয়ায় এবং বর্ত্তমান সমাজে তাদৃশ বিবাহ সম্যক্ অপ্রচলিত দেখিয়া ইহ প্রতীত হয় যে, ঐ পৌরাণিক নিষেধই বলবত্তর হইয়া ইদানীন্তন সমাজে অসবর্ণ (কি অনুলোম, কি প্রতিলোম) বিবাহ পদ্ধতি এককালে রহিত করিয়া দিয়াছে।

---

* মনু, ১০ অ.।

অতঃপর, কি নিমিত্ত চির আচরিত এই অসবর্ণ বিবাহ রীতি পৌরাণিক কালে একেবারে প্রতিষিদ্ধ এবং অপ্রচলিত হইয়া পড়িল, তাহার সম্ভাবিত কারণ নির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে। আর, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কথিত অসবর্ণ-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিলে কি ফল উদ্ভাবিত হইত, এবং অধুনা তাদৃশী বৈবাহিকী রীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজনীয় কি না, এবং যদি উহা প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তবে কোন২ স্থলে তাহার অনুষ্ঠান হইতে পারে, এ সকলেরও আলোচনা করা এস্থলে উচিত বোধ হইতেছে।

বর্ণভেদ প্রনালী সমাজে প্রচলিত হওয়া অবধি ধর্ম্ম-প্রয়োজক ঋষিরা ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন, যাহাতে সকল বর্ণ পৃথক২ রক্ষিত হয়; কিন্তু কতকগুলি চির প্রচলিত আচার ইহার প্রতিকূল থাকায় তাঁহাদিগের কথিত চেষ্টা অচিরে সফল হয় নাই। তজ্জন্য সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বর্ণ বিশেষের আচার ব্যবহার ঘটিত বহুবিধ বিধি, নিয়ম ও নিষেধ সংস্থাপন প্রয়োজন হইয়াছিল। উভয় পৃথক্ বর্ণকে একত্রীভূত করিতে বৈবাহিক আচার যেরূপ কার্য্যকারী, এমত আর কিছুই নহে। এজন্য শাস্ত্রকারেরা অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত না হইতে পারে ইহার উপযোগী নানাবিধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ পৌরাণিক কালে যখন বর্ণভেদ সংস্কার সমাজে অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল, তখন তৎকালিক ব্যবস্থাপকেরা অসবর্ণ বিবাহ এককালে রহিত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আদিত্যাদি উপপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যে লোক রক্ষার জন্য মনীষীগণ অসবর্ণা কন্যাগ্রহণ প্রভৃতি কতকগুলি আচার কলিতে আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতে এই উপলব্ধি হয়, যে কলিধর্ম্ম নিষেধ কালে অন্যান্য আচারের ন্যায় অসবর্ণ বিবাহও

প্রচলিত থাকা বশতঃ সমাজে অত্যন্ত অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছিল। এবং তন্নিমিত্ত সমাজিকগণেরও উক্ত আচার হইতে বিরত হওন পক্ষে বিলক্ষণ প্রবৃত্তিও হইয়া আসিয়াছিল। নতুবা তাদৃশ চির-আচরিত আচার এককালে এবং সত্বরে উৎসিন্ন হওয়া সম্ভাবিত বোধ হয় না। আমাদিগের উল্লিখিত অনুমিতি কতদূর সঙ্গত তাহা নিম্নে বিবেচনা করা যাইতেছে। যথা—

(প্রথমতঃ) বর্ণভেদের পরেও বহুকাল সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকায় আদিম বর্ণের হ্রাস এবং বহির্বর্ণের বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান কালে আদিম শূদ্র ও বৈশ্য বর্ণ যে বিরল হইয়া গিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, বোধ হয়, কেবল অসবর্ণ বিবাহের বহু প্রচলন। বিবেচনা কর, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সবর্ণাবিবাহের পরে বৈশ্য ও শূদ্র জাতিতে বিবাহ করিলে তাহাদিগের কোন হানি হইত না; পক্ষান্তরে বৈশ্য ও শূদ্রকে প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা জাত্যন্তরিত হইতে হইত। অতএব এরূপ ব্যবহার চলিলে কত কাল এই শেষোক্ত জাতিরা জীবিত থাকিতে পারে? অপিচ কালক্রমে উল্লিখিত বহির্বর্ণের মধ্যেও আবার অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব এইরূপে পৌরাণিক কালের পূর্ব্বেই সমাজে শিষ্ট বিনিন্দিত বহু সঙ্করবর্ণ এবং সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন যবনাধিকার কালে যবন সম্রাটগণ হিন্দুরাজ-পরিবার হইতে কতক সংখ্যক কন্যা গ্রহণ করায় ক্ষত্রিয় ও রাজপুত কুল কলঙ্কিত ও কিয়দংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

(দ্বিতীয়তঃ) শাস্ত্রে অসবর্ণা স্ত্রী ভর্ত্তার শরীর শুশ্রূষা ও অগ্নিপরিচর্য্যা প্রভৃতি কার্য্য করিতে নিবারিত থাকিলেও তাহা কার্য্যে ততদূর

প্রতিপালিত হইত, এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ যখন কলিতে লোকের শক্তিহীনতা বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য যখন গৃহস্থের অনেক প্রকার পুত্র করিতে নিষেধ হইল, তখন অসবর্ণা স্ত্রী ও তৎপ্রসূত সন্তানদিগকে সামাজিকগণ যে পূর্ব্বাবধি যথোচিত নিয়মে রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কখন সম্ভব বোধ হয় না। বরং বোধ হয়, এই কালে সমাজে আহার ব্যবহার বিষয়ে সবর্ণ-অসবর্ণ-ভেদ রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বিবেচনা কর, যখন এক গৃহস্থের সবর্ণ অসবর্ণ পুত্রগণ একগৃহে থাকা সম্ভব ছিল, এবং যখন তাহারা আশৈশব একত্রে লালিত পালিত হওয়া প্রযুক্ত বয়ঃস্থ হইলে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ ও সৌভাত্র অবশ্যই জন্মিত, তখন কি রূপে তাহাদিগের মধ্যে আহার ব্যবহারের বিচার থাকা সম্ভব হইতে পারে? তদ্ভিন্ন অসবর্ণা স্ত্রী গৃহে নিয়ত থাকিলে তাহার কখন না কখন পাক পরিচর্য্যা করা কি সম্ভব হয় না? প্রত্যুতঃ অনুমান হয়, পুরা কালে দ্বিজাতির শূদ্র-পক্ক-অন্ন-ভক্ষণ-রীতি বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। নতুবা কালধর্ম্ম নিষেধে শূদ্রের পাক করা অন্ন দ্বিজাতির অভক্ষণীয় বলিবার উদ্দেশ্য কি? ইত্যাদি।

কথিত সঙ্কর ও সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি সমূহ হইতে হিন্দু সমাজের পূর্ব্ব শৃঙ্খলা ও ধর্ম্মশাসন ব্যতিক্রান্ত, এবং অন্ন বিচারের ত্রুটি দ্বারা শাস্ত্রানুমত জাতিভেদ নিয়ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বিলক্ষন বোধ হইতেছে। অতএব এই সকল অসবর্ণ বিবাহ-প্রসূত ব্যাপার কালক্রমে (পৌরাণিক কালে) সামাজিকগণের নিকট যে অনিষ্ট জনক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

অপর, যদি অসবর্ণবিবাহ (বর্ত্তমান জাতিভেদ নিয়মের সহিত) এ কাল

পর্য্যন্ত আচরিত হইতে থাকিত তাহা হইলে সকল আদিম বর্ণ (ব্রাহ্মণও) আরও বিরল হইয়া পড়িত। কেননা দেখা যায়, ইহা যত কাল প্রচলিত ছিল তত কালের মধ্যেই শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষাত্রিয় এই আদিম জাতিত্রয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা এপর্য্যন্ত (আরও ৭। ৮ শত বৎসর) চলিয়া আসিলে প্রায় কোন মূল বর্ণের অমিশ্রণ অবস্থায় থাকা সম্ভব হইত না। সুতরাং ইহাতে এই ফল হইত, যে বর্ত্তমান কএক প্রকার জাতির স্থলে অগণ্য জাতি উৎপন্ন হইত। আর দেখা যায়, সমাজের লোক যতই বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, ততই জাতীয় একতা লোপ পাইতে থাকে। বরং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের সঞ্চার হয়। বর্ত্তমান সমাজই ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। অতএব হিন্দু জাতি যদি অসবর্ণ বিবাহের পরম্পরা অনুষ্ঠান বশতঃ আরও বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইত, তাহা হইলে জাতীয় ভাবের এক্ষণে যাহা কিছু চিহ্ন আছে তাহাও আর থাকিত না; দ্বিতীয়তঃ সামাজিক লোকদিগের বর্ত্তমান রীতিতে বৈবাহিক কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া আরও দুর্ঘট হইয়া উঠিত।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসবর্ণ বিবাহ পুনঃ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না? এক্ষণে এই বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে।

সামাজিকগণের বাসস্থান ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা, তথা কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত প্রযুক্ত কালক্রমে সমাজে অসবর্ণ বিবাহের নিষেধ ক্রমশঃ কঠিনতার সহিত পালিত হইয়া আসিয়াছে। অধুনা সবর্ণের মধ্যেও যে বৈবাহিক কার্য্য স্থলবিশেষে অসবর্ণ বিবাহের ন্যায় পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কেবল ঐ কঠিনতার চরম ফল মাত্র। কলির আদিতে (পৌরাণিক কালের প্রারম্ভে) অসবর্ণে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন যে নিষিদ্ধ হয়, তাহার মর্ম্ম এই উপলব্ধি

হয়, যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, ইহারা স্ব২ বর্ণ বা জাতি ব্যতীত জাত্যন্তরে বিবাহ না করে; নতুবা এক এক জাতির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে পারিবে না, এরূপ উক্ত নিষেধের অর্থ কখন বোধ হয় না। অধুনা হিন্দু সমাজে প্রায় সকল জাতির মধ্যেই একাধিক শ্রেণী বা সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায় বা শ্রেণীদিগের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আচার নানা কারণে অননুষ্ঠেয় হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তের অনুরোধে এস্থলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুইটী জাতির কথা উল্লেখ করিতেছি। যথা— ব্রাহ্মণ জাতিতে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কান্যকুব্জ, উৎকল, মধ্য ও সপ্তশতী ইত্যাদি শ্রেণী আছে। কায়স্থদিগের মধ্যেও উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, ও পাশ্চাত্য (যাহাকে লালা বলে) ইত্যাদি শ্রেণীআছে। এই উভয় প্রধান জাতি মধ্যে কথিত শ্রেণী সকলের পরস্পর বৈবাহিক ব্যবহার প্রচলিত নাই। অধিক কি, ইহাদিগের মধ্যে অনেক স্থলে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত অপ্রচলিত। এই সকল শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্ববাসস্থান ভেদ প্রযুক্ত পরস্পারের আচার ব্যবহারগত পার্থক্য থাকিলেও ইহাদিগের জাত্যাংশে কোন প্রভেদ নাই। বারেন্দ্র ও রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ ইহারা কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশোদ্ভব হইলেও ইহারা বহুকাল বিভিন্ন দেশস্থ হইয়া পরস্পর এত দূর অন্তর হইয়া পড়িয়াছে, যে ইহারা আপনাদিগকে পৃথক্ বর্ণ বা জাতির ন্যায় দেখে। আবার এই সকল শ্রেণী কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত বশতঃ কুলীন মৌলিক, বংশজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ অন্তঃশ্রেণীতে পুনঃ বিভক্ত হইয়াছে। অনেক স্থলে ইহাদিগের মধ্যেও বিবাহ বিষয়ে অসবর্ণতা ভাব পরি-

লক্ষিত হয়। যথা— শুদ্ধ মৌলিক সাধ্য মৌলিকের (বায়ত্তরিয়া) সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করা দোষাবহ বিবেচনা করেন, পক্ষান্তরে কুলীনেরা মৌলিকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলে অনেক স্থলে কুলভ্রষ্ট ও সমাজে অগৌরান্বিত হইয়া পড়েন, ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বেদ ও বেদ শাখার অবলম্বী ভেদে ব্রাহ্মণেরা ভিন্ন২ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, যথা সামবেদী, যজুর্ব্বেদী, ঋগ্বেদী ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কোন বাধা ছিল না। স্বজাতি শ্রোত্রিয় বর কোন মহৎ শ্রোত্রিয় কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিবে এই মাত্র শাস্ত্রীয় শাসন দেখা যায়।* পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় শব্দে বেদাধ্যেতা বুঝাইত, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে উহা ব্রাহ্মণদিগের একটী শ্রেণী পরিচায়ক হইয়াছে। যাহা হউক যখন স্বজাতিতে বৈবাহিক ক্রিয়া করিবে এই মাত্র শাস্ত্রে উক্তি আছে, তখন প্রত্যেক জাতির শ্রেণী বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হওয়া যে শাস্ত্রাভিপ্রেত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইদানীং স্বজাতির মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন সম্প্রাদায়িকের সহিত যে বৈবাহিক ব্যাপারে লিপ্ত হন না, তাহাতে শাস্ত্রীয় ভিত্তি কিছু মাত্র দেখা যায় না। পরন্তু এইরূপ ব্যবহার ধারাবাহিক চলিয়া আসায় সমাজে কএকটী বিপত্তি উদ্ভূত হইতেছে। তদ্যথা—

১। পৃথিবীতে অথবা হিন্দু জাতি সাধারণ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় তুল্য বলিয়া, ব্রাহ্মণাদি জাতির প্রত্যেক শ্রেণীতে ও তদন্তর্গত ক্ষুদ্র২ সম্প্রদায়েও যে স্ত্রী পুরুষ সমান সংখ্যায় থাকিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। এই হেতু দেখা যায়, এক শ্রেণীতে (যেমন রাঢ়ী)

---

* যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা দেখ।

পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহ হয় না, অন্য শ্রেণীতে (যেমন বৈদিক) কন্যার অভাবে অনেক লোক দার পরিগ্রহ করিতে পারে না।

২। কোন সম্প্রদায়ে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যায় তাদৃশ ইতরবিশেষ না থাকিলেও কৌলীন্য নিয়ম দ্বারা উহাতে বহু অন্তঃশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, এবং এই অন্তঃশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্ব্বত্র স্থাপিত হয় না। এই হেতু বর্ত্তমান সমাজে অনেক কুলীন কন্যার উপযুক্ত পাত্রাভাবে আপ্রৌঢ়, আবৃদ্ধ, অথবা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিবাহ ঘটিতেছে না; ওদিগে অনেক মৌলিক বা বংশজের চির-কৌমারাবস্থায় কাল কাটিয়া যাইতেছে। এই সকল হইতেই পণ দানাদানের কুপ্রথা, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে ব্যভিচার দোষ এবং অসম বিবাহের অবশ্য প্রয়োজোগিতা জন্মিয়াছে। এবং ইহাদিগের আনুসঙ্গিক বহু অনর্থ উদ্ভূত হইয়া সমাজে বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পরিতাপের বিষয়, সামাজিকগণ কর্ত্তৃক বরং কুলীন বা বংশজ কন্যার ব্যভিচার, পুরুষের অবিবাহাবস্থায় লাম্পট্য, গর্ভাবস্থায় বা সূতিকাগারে বৈবাহিক সম্বন্ধ অবধারণ, বহু বিবাহ, এবং অশীতিবর্ষ বয়স্কের সহিত বালিকার পরিণয় প্রভৃতি কার্য্য প্রশ্রিত হইতেছে, তথাপি এক শ্রেণীর বা এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সম্বন্ধাবধারণ করিতে অনুমোদিত নহে। ইহা অপেক্ষা কুসংস্কারপূর্ণ অসবর্ণতা ভাবের নিকৃষ্ট ফল আর কি হইতে পারে?

যখন অসবর্ণ বিবাহ সম্যক্ অপ্রচলিত নিবন্ধন সমাজে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক) উল্লিখিত বহুবিধ অনিষ্টোদ্ভূত হইয়া আসিয়াছে; পক্ষান্তরে সবর্ণ বিবাহের অগত্যা পুরুষ-পরম্পরা অনুষ্ঠান প্রযুক্ত হিন্দু জাতির (বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়) দৈহিক অবনতি উদ্ভ-

রোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তখন অধুনা অসবর্ণে (এমন কি, অসজাতি—হিন্দুব্যতীত অন্যান্য বলিষ্ঠ জাতিতেও) বিবাহ সম্পাদন এবং তদনন্তর বংশ বিস্তার করা নিতান্ত প্রার্থনীয়। বোধ হয়, চিন্তাশীল এবং বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যেরূপ গঠন এবং উহাতে জাতিভেদ রীতি এক্ষণও যেরূপ প্রবল দেখা যায়, তাহাতে পুরাতন অসবর্ণ—অনুলোম বা প্রতিলোম (অথবা অসজাতি) বিবাহ প্রথা এক্ষণে সহসা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। অধিকন্তু সমাজের এমন অবস্থায় ইহা প্রবর্ত্তিত হইলে, স্থলবিশেষে কিঞ্চিন্মাত্র অসুবিধাও ঘটিতে পারে। কেননা অস্মদ্ সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা পুরুষ-পরম্পরা ব্যবসাবিশেষ অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের রমণীরাও আপনত পিতৃ-জাতি-ব্যবসা আবাল্য শিক্ষা করিয়া থাকে, এবং বিবাহান্তে স্বামীর ব্যবসা বা জীবিকার্জ্জনের সহায়তা করে। অতএব যদি এক ব্যবসায়ীর কন্যা ভিন্ন ব্যবসায়ীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হয়, তবে উহাদিগের পরস্পরের সহায়তা লাভের আপাততঃ কতক ব্যাঘাত হইতে পারে। (ঐরূপ, এক জাতির লোক অন্য জাতির সহিত বিবাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে, উভয়ের আচার ব্যবহারগত বিসদৃশতা বশতঃ কিছু কালের জন্য পরস্পরের কিছু অসুবিধা ঘটা সম্ভব) ফলতঃ কথিত অসুবিধা অধস্তন পুরুষে ক্রমশঃ অননুভূত হইয়া যাইতে পারে। যাহাহউক এক্ষণে অসবর্ণ (ও অসজাতি) বিবাহ সমাজে অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বোক্ত সামান্য অনিষ্ট ব্যতীত অনেক প্রকার শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যায়।

দেখা যায়, আজ কাল নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক স্বকীয়

পৈতৃক-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসা অবলম্বন, এবং ঐ অবলম্বিত ব্যবসার উচিত সভ্যভব্যতা লাভ করিয়াছে। ইহারা চিরহীনভাব-স্বশ্রেণীতে বিবাহ করিতে বড় কষ্ট বোধ করে। অতএব এই সমব্যবসায়ী বিভিন্ন শ্রেণী (যেমন তেলি, তাম্বলি, নাপিত, সৎগোপ, স্বর্ণ-বণিক, তাঁতি ইত্যাদি) মধ্যে পরস্পর পরিণয় সম্বন্ধ ঘটিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

অপিচ, অধুনা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং কোন২ শ্রেণীর নবশাখ সমাজে প্রায় তুল্যাবস্থ। ইহাদিগের আচার ব্যবহারেও তাদৃশ বিসদৃশতা দৃষ্ট হয় না। আর যদিও এই সকল জাতির পুরুষের ব্যবসাগত কোন ২ স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহাদিগের স্ত্রী মণ্ডলীতে কোন বিষয়ের অনৈক্য লক্ষিত হয় না। উল্লিখিত সকল জাতির অবলারা অন্যান্য গৃহ-কার্য্য ও ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ে প্রায় এক রূপই শিক্ষা পাইয়া থাকে। উহাদিগের কর্ত্তৃক পুরুষদিগের গৃহস্থালীর তুল্যরূপই সহায়তা লাভ হয়। অতএব এই সকল জাতি মধ্যে স্থল-বিশেষে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্বোক্ত কোন অসুবিধার সম্ভাবনা নাই, বরং তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদ্ভব হইতে পারে। *

ফলতঃ সমাজে জাতিভেদ প্রণালী ও তৎসম্বন্ধীয় কুসংস্কার সাধারণতঃ যে রূপ বদ্ধমূল দেখা যায়, তাহাতে উল্লিখিত অসবর্ণ বা অসজাতি বিবাহ, যথেষ্ট হিতজনক হইলেও, সাধারণ্যে অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া এক্ষণে দুরাশা। অতএব তৎসদৃশ অথচ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থোচিত ও হিন্দু শাস্ত্রের অনুমত একটী বিবাহ ব্যবস্থা এস্থলে প্রস্তাবিত হইতেছে। যথা—

---

* পূর্ব্ব বঙ্গের কোন২ স্থানে বৈদ্য ও কায়স্থ এবং শৌণ্ডিক ও কায়স্থ জাতিতে পরস্পর বিবাহ প্রচলিত আছে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতি মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্তঃশ্রেণী বিভাগ উঠিয়া গিয়া পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। যেমন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কান্যকুব্জ ও রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী, কায়স্থ জাতির মধ্যে ঐরূপ কান্যকুব্জ, রাঢ়ী (উত্তর ও দক্ষিণ), বঙ্গজ, বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী এবং তদন্তর্গত সম্প্রদায় নিচয় মধ্যে পরস্পর কন্যা দানাদান প্রচলিত হউক। এই প্রকার অন্যান্য জাতির মধ্যেও শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হউক।

এই প্রকার বিবাহ যদিও কাহারং আপাততঃ অসবর্ণ বিবাহের ন্যায় বোধ হইবে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা সেরূপ নহে। কেননা উল্লিখিত শ্রেণী সকলের মূলবর্ণ এক। পুনরায় বলি, শাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহেরই নিষেধ দৃষ্ট হয়, নতুবা বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহ কার্য্য অবৈধ, ইহা কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। এই প্রকার বিবাহে কি ফল উদ্ভাবিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া সম্ভব। তাহার উত্তরে আমরা সংক্ষেপে এই বলিতে পারি, যে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অভাবতঃ সম্প্রদায় ও অন্তঃশ্রেণী-নির্ব্বিশেষে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও কালক্রমে হিন্দুজাতির বর্ত্তমান দৈহিক দৌর্ব্বল্য অনেকাংশে নিরাকৃত হইবে, এবং বর্ত্তমান সম্প্রদায় ও শ্রেণী বিভেদ প্রযুক্ত পরস্পর বিদ্বেষভাব অপনীত হইয়া জাতীয়ভাব অপেক্ষাকৃত বহু অংশে পরিপুষ্ট হইতে পারিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ব্যবস্থা।

যে অনুষ্ঠান দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পর "জায়াপতি" সম্বন্ধ-সূত্রে সংবদ্ধ হয়, তাহাকে বিবাহ বলা যায়। এই জায়াপতি বা দাম্পত্য সম্বন্ধ সমাজের সভ্যতার অবস্থাতেই প্রচলিত হইয়া থাকিবেক; কেননা সমাজের আদিম বা অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যগণ সংস্কারপরবশ থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সংযোগ পশ্বাদির ন্যায় নির্ব্বাহিত হওয়াই সম্ভাবিত। এমন কি, সমাজের অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায়ও উল্লিখিত পশ্বাচার চলিয়া আসিয়াছিল, ইতিবৃত্ত ইহা সপ্রমাণ করিতেছে।

পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্য জাতির মধ্যে আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে যে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব বৈবাহিক নিয়ম এই সমাজেই অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। আর্য্য জাতির প্রাচীন সামাজিক আচার ব্যবহার পরিচায়ক যদিও কোন বিশেষ গ্রন্থ নাই, তথাপি উহাদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সমুচ্চয় পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সম্বন্ধীয় তথ্য জানা যাইতে পারে। বিদ্যমান বৈদিক স্তোত্র

ও উপাখ্যান, পুরাতনকাব্য—মহাভারত ও রামায়ণ এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি গ্রন্থে, এমন কি, কেবল মানবস্মৃতি ও মহাভারতেই, বিবাহ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও বিভিন্ন কালে বৈবাহিকাচার কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা এক প্রকার স্থির হইতে পারে। উল্লিখিত মহাভারত ও মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন বেদ-প্রমান-বৈবাহিকাচারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এতদুভয় গ্রন্থের বৈবাহিক সম্বন্ধীয় বর্ণনাও সেইরূপ অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণাদিতে প্রমানবৎ পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব কথিত মহাভারত ও মানবস্মৃতি অবলম্বন করিলেই বৈদিক কাল হইতে পৌরাণিক কাল পর্য্যন্ত বৈবাহিকাচারের আকার ও অবস্থা অনায়াসে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ এই উদ্দেশ্যে আমরা এস্থলে মহাভারত ও মনুসংহিতা অবলম্বন করিলাম।

মনু সংহিতায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই নাম ভেদে অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ আছে। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ মনু এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ব্রাহ্ম বিবাহ—বস্ত্র, অর্চ্চনা, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক অধীতবেদ ও আচারপূত পাত্রে যে কন্যাদান।*

---

* আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
৩।২৭

দৈব বিবাহ—যজ্ঞেব্রতী হইয়া ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছে ঈদৃশ পাত্রে বস্ত্র অলঙ্কার ভূষিত করিয়া যে কন্যাদান।*

আর্ষ বিবাহ—ধর্ম্মার্থে বরের নিকট হইতে এক বা দুই গো যুগল গ্রহণ করিয়া বিধি পূর্ব্বক যে কন্যাদান।†

প্রাজাপত্য বিবাহ—উভয়ে এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর বাক্যদ্বারা এই নিয়ম করিয়া (বরকে) অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যাদান।‡

আসুর বিবাহ—স্বেচ্ছানুসারে কন্যার কর্ত্তৃপক্ষকে এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ।‡

গান্ধর্ব্ব বিবাহ—পরস্পর ইচ্ছা ও অনুরাগ বশতঃ বর ও কন্যা উভয়ের যে মিলন।¶

---

* যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥
৩।২৮

† একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষোধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥
৩।২৯

‡ সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যোবিধিঃস্মৃতঃ॥
৩।৩০

‡ জ্ঞাতিভ্যোদ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরোধর্ম্ম উচ্যতে॥
৩।৩১

¶ ইচ্ছয়াঽন্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়োমৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥
৩।৩২

রাক্ষস বিবাহ—কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বলপূর্ব্বক বিলাপকারিণী রোদনপরায়ণা কন্যার যে হরণ।*

পৈশাচ বিবাহ—নির্জ্জন প্রদেশে সুপ্তা, মত্তা বা অসাবধানা কন্যাকে যে সম্ভোগ করা। (এই বিবাহ নিরতিশয় পাপকর ও সর্ব্ব বিবাহের অধম)।†

এই অষ্টবিধ বিবাহ ব্যতীত, অথবা মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত, স্বয়ম্বরাখ্য এক প্রকার বিবাহের উল্লেখ ও তাহার বহুল দৃষ্টান্ত মহাভারত গ্রন্থে পাওয়া যায়।‡

এই স্বয়ংবর বিবাহ দ্বিপ্রকার। ১ পিতাকর্ত্তৃক আহূত বহু যোগ্য পাত্র মধ্যে কন্যার মনোমত রূপগুণবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরন করা।‡ ২ কন্যার যে বিষয়ে পণ থাকে বিবাহার্থী তদ্বিষয়ে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহার

---

* হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসোবিধিরুচ্যতে॥
৩।৩৩

† সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহোযত্রোপগচ্ছতি॥
স পাপিষ্ঠোবিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥
৩।৩৪

‡ মনুসংহিতায়ও স্বয়ম্বরের নির্দ্দেশ আছে কিন্তু তাহা বক্ষ্যমান স্বয়ম্বর হইতে বিভিন্ন প্রকার, অতএব তদ্বিষয় স্থলান্তরে বিবৃত হইবে।

‡ ইন্দুমতীর সহিত অজয় এবং দময়ন্তীর সহিত নলের বিবাহ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

ভার্য্যাত্ব স্বীকার করা। * উভয় আকারের স্বয়ংবর বিবাহ গান্ধর্ব্ব বিবাহের রূপান্তর বা বিশুদ্ধাকার বলিলেও বলা যায়।

উল্লিখিত নয় প্রকার বিবাহের যে লক্ষণ বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারা কোন্২ প্রকারের বিবাহ কোন্২ কালে ও কি প্রকার সমাজে প্রচলিত থাকা সম্ভাবিত, প্রথমতঃ তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১। আর্য্য সমাজের আদিম অবস্থা হইতে বৈদিক কালের প্রারম্ভ গণনা করা যায়। এই কালে সামাজিকগণ সরল স্বভাব এবং অনেকাংশে জীবসংস্কারের † অধীন ছিলেন। অতএব ইহাদিগের মধ্যে অনেক স্থলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ পশ্বাদির ন্যায় স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত থাকা বিলক্ষণ সম্ভাবিত। অতএব এই কালে সাধারণতঃ গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকা সঙ্গত বোধ হয়। ‡

২। বৈদিক সমাজের যখন দ্বিতীয়াবস্থা তখন আর্য্য সামাজিকগন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর লোক নিরীহ জীবনে কৃষি ও গবাদি পালন এবং সৃষ্টির আদি কারণ নির্ণয়ে নিযুক্ত থাকিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ভারতের আদিম অধিবাসী-দিগের সহিত সতত যুদ্ধ বিগ্রহে নিরত থাকিয়া প্রথম শ্রেণীর লোক ও আপনাদিগকে রক্ষা এবং ভারতে আর্য্যাধিকার বিস্তার করিতেন। এই কালে সমাজের প্রথম শ্রেণীতে আর্ষ ও

* । রামচন্দ্রের সহিত সীতার এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ ইহার দৃষ্টান্ত।

† Animal Instinct.

‡ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ ইহার উদাহরণস্থল।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভাবিত। কারণ—

প্রথম শ্রেণীর লোক এই কালে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। স্ত্রী জাতির উপর পুরুষ জাতির প্রভুতা পরিচালনের সূত্রপাত এখন হইতে হইয়াছিল। এই হেতু পিতা কন্যার বিবাহভার অনেক স্থলে স্বহস্তে লইতে লাগিলেন। গৃহস্থদিগের এই সময়ে সম্বলের মধ্যে গোধন থাকাই বিলক্ষণ সম্ভাবিত; অতএব কন্যার পিতাকে এক বা দুই যোড়া গরু প্রদান করিয়া তাহাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করা অনেক স্থলে সঙ্গত বিবেচনা হয়। বিশেষতঃ দেখা যায়, এই কালে বেদের চর্চ্চা প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং আর্য বিবাহে বিবাহা-র্থীর গোদান সক্ষমতা ভিন্ন অন্য কোনও গুণযুক্ত হওয়ার প্রয়ো-জন ছিল না।

অপর, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বাহুবল প্রয়োগ দ্বারা যেমন পরকীয় অধিকার ও সম্পত্তি লাভে তৎপর ছিল, কাম-প্রবৃত্তি চরিতা-র্থের জন্যও সেইরূপ বল প্রয়োগ করিয়া অনেক স্থলে কন্যা হরণ করিত। তন্মধ্যে যাহাদিগের স্ত্রীপরিরক্ষণ ও ভরণ পোষ-ণের সাহস এবং ক্ষমতা থাকিত, তাহারা গান্ধর্ব্ব নিয়ম অপেক্ষা যুদ্ধহরণ দ্বারা স্ত্রী সংগ্রহ করা অধিকতর উচিত বিবেচনা করিত; অর্থাৎ তাহারা রাক্ষস বিবাহের অনুষ্ঠান করিত। অপর যাহারা তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিল না, কিম্বা স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার স্বকীয় স্কন্ধে লইতে অনিচ্ছু বা অপারগ ছিল, তাহারা কাম প্রশমনার্থ গোপনে বা ছল কৌশলে স্ত্রী-সংসর্গ করিত। এই

নীচাশয়েরা তদ্দ্বারা পৈশাচ বিবাহের অনুষ্ঠান করিত। *

৩। তদনন্তর আর্য্য সমাজে সভ্যতার আরম্ভ। এখন বৈদিক কালের প্রৌঢ়াবস্থা। সমাজের উন্নতিসাধন ও শৃঙ্খলা স্থাপন জন্য সামাজিকগণ এই কালে বিশেষ২ ব্যবসা ও উপজীবিকা কল্পনা ও অবলম্বন পূর্ব্বক বিভিন্ন শ্রেণীতে বদ্ধ হয়েন। প্রথম শ্রেণীতে ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ক্ষত্রিয়েরা শাস্ত্রচর্চ্চা ও রাজ্যরক্ষা; তৃতীয় শ্রেণীতে বৈশ্যেরা শাস্ত্রচর্চ্চা, বাণিজ্য ও কৃষি; চতুর্থ বা শেষ শ্রেণীতে শূদ্রেরা দ্বিজসেবা ও শিল্পাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উন্নত সমাজে ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রজাপতির কল্পনাও, বোধ হয়, এই সময়ে হইয়াছিল। পুরুষের ন্যায় স্ত্রী জাতিও সাধারণত ধর্ম্মচিন্তন ও ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, কিন্তু তাহাদিগের বিবাহ বিষয়ে স্বতন্ত্রতা পূর্ব্বাপেক্ষা কতক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। এই হেতু, বোধ হয়, পিতা "উভয়ে (বর কন্যা) এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর" নিয়ম করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে

---

* সমর ব্যবসায়ীরা কখনই প্রায় ধর্ম্মনীতির অধীন নহে। প্রাচীন কালে আমাদিগের যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মশাসন দ্বারা যে সম্যক্ অনুশাসিত হইত, এমত বোধ হয় না। কেননা দেখা যায়, যথেচ্ছা বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ, বিজিতের স্ত্রীকে স্ত্রীত্বে নিয়োগ করণ, বহুদার গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য তাহাদিগেরই অভ্যস্ত ছিল।

অবগত হওয়া যাইতেছে, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ইদানীং কতকগুলি দুর্বৃত্ত পৈশাচ রীতিতে সঙ্গম করিয়া থাকে। †

† বঙ্গ দেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের রিপোর্ট, সোমপ্রকাশ, ২৯ কার্ত্তিক, ১২৮৩।

বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং কোনং যাজ্ঞিকেরা ঋত্বিকগণকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত প্রথম প্রকার বিবাহ (প্রাজাপত্য) অনেকাংশে ব্রাহ্মণ, এবং স্থলবিশেষে উন্নত ক্ষত্রিয় মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভাবিত। আর শেষ প্রকার বিবাহ (দৈব) যৎসামান্য স্থলেই আচরিত হইত; কেননা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সতত এবং সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তত সম্ভবপর নহে। অপর, বৈদিক কালের এই অবস্থায় রাজন্যেরা বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চা দ্বারা দুর্দ্দান্ত সমরোপজীবী সাধারণ ক্ষত্রিয় হইতে বিশিষ্টতা লাভ করিয়া ছিলেন। ইঁহারা স্বং কন্যাগণকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ নির্ব্বাহ করিতে অনুমোদন না করিয়া উহার রূপান্তর অথচ সভ্যোচিত স্বয়ম্বর প্রথায় বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই স্বয়ম্বরা রীতি কেবল ক্ষত্রিয় জাতিতেই বদ্ধমূল ছিল, জানা যায়।*

অপর সমাজের এই সভ্যতার অবস্থায় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে আসুর বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল, অনুমিত হয়। ইহারা পুরুষ-পরম্পরাবলম্বিত ব্যবসার দ্বারা এক্ষণে ধন সঞ্চয় করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাদিগের পক্ষে বিবাহার্থ কন্যাকে ও কন্যার পিতাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করা বিচিত্র নহে। এই বিবাহ রীতি আদিম আর্ষ বিবাহের অনুরূপ বোধ হয়। ধনবান্ বৈশ্য ও শূদ্রেরা আর্ষ বিবাহের গোদান স্থলে অর্থপ্রদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবে।

---

* "স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ম্বর বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত"।

মহাভারত, স্বয়ম্বর পর্ব্বাধ্যায়।

৪। বৈদিক কালের চরমাবস্থায় এবং স্মার্ত্তিক কালের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাচর্চ্চা ও সভ্যতা বৃদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছিল। এই কালের বিবাহ-ব্যবহার-সম্বন্ধীয় পরিচয় দিতে মানবস্মৃতিই সমধিক উপযোগী। মনু দ্বিজাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের, বিবাহের পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন সমাপন করা প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিবাহার্থীর একান্ত পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণেও বেদ লাভ করা অত্যাবশ্যক। এদিগে মনুক্ত ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণে দেখা যায়, যে বরের বেদজ্ঞান প্রয়োজনীয়। অতএব ইহা প্রতীত হইতেছে যে, কথিত সন্ধিকালে ব্রাহ্ম বিবাহের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মনু ব্রাহ্মাদি অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে যখন বিধি নিষেধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তখন স্মার্ত্তিক কালের আরম্ভে উল্লিখিত অষ্টবিধ বিবাহেরই অনুষ্ঠান অল্পাধিক প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ, তিনি স্থলান্তরে পিত্রাদিকর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা ঋতুমতী হইয়া বর্ষত্রয় প্রতীক্ষা করত তদন্তে স্বজাতি বরকে স্বয়ং বিবাহ করিবে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা যদিও এক প্রকার স্বয়ম্বর বটে, এবং হয়ত কখন২ ইহার অনুষ্ঠানও হইয়া থাকিবেক; কিন্তু মহাভারতোক্ত ও বৈদিক-কাল-প্রচলিত স্বয়ম্বর হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই শেষোক্ত স্বয়ম্বর প্রথার কথা মনুসংহিতা বা অপর কোন স্মৃতিতে উল্লেখ দেখা যায় না; অতএব ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বৈদিক কালের চরমাবস্থায় কথিত স্বয়ম্বর রীতি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। *

* বৈদিক উপাখ্যানে স্বয়ম্বরের উল্লেখ দেখা যায়। অশ্বিনী-কুমার ও ভিমদ ঋষির বিবাহ এইরূপ বিধানে হইয়াছিল।

৫। অনন্তর স্মার্ত্তিক কালের মধ্যাবস্থা। উল্লিখিত অষ্টবিধ বিবাহ সম্বন্ধে মনু যেরূপ বিধি নিষেধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই পর্য্যালোচনা করিলে এই কালের প্রচলিত বিবাহ ব্যাপারের অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। * তদ্যথা—

মনুর সাধারণ বিধি এই, যে আনুপূর্ব্ব ক্রমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য, আসুর, ও গান্ধর্ব্ব, এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম জনক; আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম্য, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ এই তিন প্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক। তাঁহার বিশেষ বিধি এই, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মাদি ছয়টী বিবাহের বিধি থাকিলেও প্রথম চারিটী বিশেষ প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ এই চারিটী বিধি থাকিলেও রাক্ষস বিবাহ তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত, এবং বৈশ্য ও শূদ্রের আসুর, গান্ধর্ব, পৈশাচ এই তিনটী বিধি থাকিলেও শুদ্ধ আসুর বিবাহই তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত। †

মনু স্থানান্তরে বলিতেছেন, যে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই পাঁচটীর মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস বিবাহই, যাহারা যাহাতে অধিকারী তাহাদিগের পক্ষে, ধর্ম্ম্য, আসুর ও পৈশাচ এই দুইটী অধর্ম্ম্য। ‡ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্যান্য ধর্ম্মজনক কয়েক প্রকার বিবাহের সদ্ভাব সত্ত্বে আসুর বিবাহ, এবং ঐরূপ বৈশ্য

---

* স্মার্ত্তিক কালে অন্যান্য স্মৃতি প্রচলিত থাকিলেও মানবস্মৃতি তাহাদিগের আদর্শ এবং সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়।

† ৩ অ. ২৩।২৪ ‡ ৩ অ. ২৫।

শূদ্রের আসুর গান্ধর্ব্বের প্রাপ্তি সত্বে পৈশাচ বিবাহ, বিহিত নহে।

এদিগে মনু প্রকার ভেদে বিবাহের দোষগুণ নির্ব্বাচন কালে ব্রাহ্মাদি চতুর্ব্বিধ বিবাহ প্রশস্ত এবং গান্ধর্ব্বাদি চারি প্রকার বিবাহ নিন্দনীয় বলিয়াছেন; অতএব ইহা জানা যাইতেছে যে, স্মার্ত্তিক কালে সমাজে উল্লিখিত অষ্টবিধ বিবাহই অল্পাধিক প্রচলিত ছিল। ফলতঃ নিন্দিত চতুর্ব্বিধ বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এত অধিক প্রচলিত ছিল, যে তাহা মনু ঘৃণিত নির্দ্দেশ করিয়াও শ্রেণী বিশেষের পক্ষে ধর্ম্মজনক বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিশ্র বিবাহও (যেমন গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস) অপ্রচলিত ছিল না। পরন্তু প্রশংসিত চতুর্ব্বিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই বাহুল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইত; ইহা উপলব্ধি হইতেছে।

৬। অপর, স্মার্ত্তিক কালের চরমাবস্থায় এবং পৌরাণিক কালের প্রারম্ভে সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাবধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বেদচর্চ্চা ও বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের লাঘবতা উপস্থিত হয়। এদিগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিতে পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটন হওয়ায় অনেক ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং ক্ষত্রিয়কুলও নির্ম্মূল-প্রায় হইয়া উঠে। এই কালে রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মশাসন প্রভৃতি কার্য্যের ভার অধিকাংশে ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই ন্যস্ত হয়। এই কালে বৈশ্য ও শূদ্রদিগের সামাজিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত হইয়াছিল। সমাজের এমন অবস্থায় আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহের অনুষ্ঠান হ্রাস বা বিরল হইয়া পড়িয়াছিল; পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, বোধ হয়।

৭। পৌরাণিক কালের মধ্যাবস্থা এবং বর্ত্তমান কালের প্রচলিত বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ প্রভেদ না থাকিতে পারে। কেননা এই স্বল্প কাল মধ্যে সামাজিক আচার সম্বন্ধে কোন মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমত বোধ হয় না; অতএব এস্থলে কেবল বর্ত্তমান কালের বৈবাহিকাচারের বিষয়ই নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে সচরাচর দুই আকারের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যদিও ইহাদিগের পরস্পর অনুষ্ঠানগত বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহারা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। একটীতে পুরাতন ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহের মিশ্রছায়া, দ্বিতীয়টীতে আসুর বিবাহের বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই হেতু আমরা প্রথমটীকে আদর্শ-ব্রাহ্ম-প্রাজাপত্য, দ্বিতীয়টীকে বিকৃত-আসুর বলিয়া অভিধান করিতেছি।

(১) আদর্শ-ব্রাহ্ম-প্রাজাপত্য। বেদপাঠে লব্ধাধিকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি বর্ত্তমান সমাজে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণেরাই জীবিত দেখা যায়; কিন্তু ইঁহারা বহুদিবস হইতে বেদচর্চ্চা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য এক্ষণে গৃহীত-বেদ ও কৃতচর্য্য বরপ্রাপ্তি হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। সুতরাং পুরাতন ব্রাহ্ম বিবাহের যথানুষ্ঠান অধুনা অঘটনীয় হইয়াছে, বলিতে হইবে। অপর, এক্ষণে হিন্দু সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে নিয়ম করিয়া পূর্ব্ববৎ বিবাহের আর অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু এই উভয়বিধ বিবাহের মিশ্র ছায়াবৎ এক প্রকার বিবাহ সমাজ মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। তাহার কোন উপযুক্ত নাম না থাকায় আমরা তাহাকেই আদর্শ-ব্রাহ্ম-প্রাজাপত্য আখ্যা প্রদান করিতেছি। এই বিবাহের

অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মরীত্যনুসারে বরকে অর্চ্চনাদি করা হইয়া থাকে। এদিগে আবার সম্প্রদাতা কামস্তুতি পাঠ কালে কন্যা জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে "তোমারা ধর্ম্ম প্রতিপালন কর"। ইত্যাদি

২। বিকৃত-আসুর বিবাহ। অধুনা পুরাকালের ন্যায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কন্যাকে ও কন্যার পিতাকে (বর পক্ষ হইতে) যথা-সামর্থ্য পণ দান করিলে আর বিবাহ ঘটে না। কন্যাকর্ত্তার দাওয়া মতে বরপক্ষকে পণ দান করিতে হয়। অনেক স্থলে আবার ইহার বিপরীত অবস্থাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তথায় কন্যাকর্ত্তা বর বা বরপক্ষকে পণ দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সমাজে শ্রেণী ও অন্তঃশ্রেণী বিভাগ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এবং কৌলিন্য রীতির প্রাদুর্ভব বশতঃ এই বিবাহ শ্রেণীসাধারণ্যে অল্পাধিক প্রচলিত দেখা যায়। সামাজিক শাসন ও কৌলিক প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিকগণ এই রীতিতে আপনাপন কন্যাপুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া অনেকে দরিদ্র, সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। পরিতাপের বিষয়, যে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে পণদানযুক্ত বিবাহ অতীব গর্হিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়, তাহাদিগেরই ব্যবহারে অধুনা ইহা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদিত ও আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে; ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে।

এই উভয়বিধ বিবাহ ব্যতীত কোন২ জঙ্গল প্রদেশে (গো মহিষাদি পণ দিয়া) আর্ষ, এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বিধবা বিবাহ স্থলে গান্ধর্ব্ব বিবাহেরও অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে।

অতঃপর বিবেচনা করা প্রয়োজন হইতেছে যে, ইদানীন্তন

কালে সমাজের অবস্থা যেরূপ পরিবর্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কথিত প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ও তাহার অনুষ্ঠান যথোপযুক্ত বটে কি না, যদি উপযুক্ত স্থির না হয়, তবে তাহার কিরূপ পরিবর্তন বা সংস্কার হওয়া উচিত ?

ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, দেশ কাল পাত্রের সঙ্গে২ সামাজিক আচার ব্যবহারও পরিবর্তন নিয়মের অধীন। কালে২ মনুষ্যগণের আকৃতি প্রকৃতি তথা সামাজিক অবস্থা যেরূপ পরিবর্তিত হইতে থাকে উহাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় রীতিতেও সেইরূপ পরিবর্তন সংঘটন হয়। আদিম কালে এই আর্য্যভূমির ও আর্য্য জাতির এবং আর্য্য আচার ব্যবহারের যেরূপ অবস্থা ছিল, তৎপরবর্ত্তী কালে সেরূপ থাকে নাই এবং এক্ষণেও তাদৃশ অবস্থা লক্ষিত হইতেছে না ; পরিণামেও আবার বর্তমান ভাব থাকিবে না। বৈবাহিক আচার বিষয়েও আমরা ঠিক ঐরূপ পরিবর্তন দেখিতে পাই।

হিন্দু সমাজের আদিম অবধি সভ্যতম অবস্থায় নীচ হইতে উচ্চতম সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে যে সকল আকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে সমাজের ও সামাজিকগণের অবস্থা বিপর্য্যয় হওয়ায় তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের বিবাহ একবারেই অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছে। অপর কয়েক প্রকারের (যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) বিবাহ এক্ষণে বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদ্বারা সমাজের যে বহুল অনিষ্ট উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব সমাজের বর্তমান অবস্থায় বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সংস্কার কি প্রকারের হওয়া উচিত, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য

হইতেছে।

সমাজে বেদচর্চ্চা ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের রীতি বহুকাল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে সে কাল বা সমাজের সে অবস্থা নাই, যে উহাদিগের পুনরায় প্রবর্ত্তনা সম্ভব বা প্রয়োজন হইতে পারে। অতএব প্রচলিত বিকৃত ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহকে উহাদিগের পুরাতন আকারে পরিণত করা দুঃসাধ্য এবং নিষ্প্রয়োজন হইতেছে। এক্ষণে কেবল উল্লিখিত বিবাহের সদুদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে বিবাহ নিয়ম সংস্থাপন করিলে সর্ব্বতঃ ভাল হইতে পারে। আর, কন্যাগণকে গবাদি জন্তু বা জড় বস্তুর ন্যায় বিবেচনা করিবার আর কাল নাই। তথাপি এখনও কি হিন্দু-কন্যা পিতা প্রভৃতির স্বেচ্ছানুসারে যে সে পাত্রে বিক্রীত ও প্রদত্ত হইতে থাকিবে? অন্যান্য বিষয়ে যতদূর না হউক, বিবাহ কার্য্যে নারীদিগের কিছু স্বাধীনতা থাকা উচিত, বোধ হয়। কেননা তাহা হইলে কন্যার উপর পিতা প্রভৃতির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা অন্যাথ্য রূপে পরিচালিত, এবং তন্নিবন্ধন তাহাদিগের অপাত্রে পরিণয় সংঘটন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। অপিচ, বিবাহের প্রচলিত পণ দানাদান ও ধনাপব্যয় প্রথা উঠিয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা সকলেই অবগত আছেন, যে কদর্য্য পণ-নিয়ম উপযুক্ত বরপাত্রী সম্মিলনের সতত বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ পণদানে সামান্য লোকের ত কথা নাই, সঙ্গতিশালী লোকেরও ক্লেশানুভব হইয়া থাকে। যেহেতু বিবাহে যে শুল্ক বা পণ প্রদত্ত হয় তাহা বরপাত্রীরা দেখিতে পায় না, উহা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনেরাই আত্মসাৎ করিয়া লয়। অস্মদ্ সমাজে পণ ব্যতীত বিবাহোপলক্ষে যে বিস্তর ধনাপব্যয় হইয়া থাকে, তাহাও আর অনুমোদনীয় নহে। শুনা যায়, কোনং স্থলে বিবাহ-ব্যয় সঙ্কোচ

করিবার আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান সমাজে এই ব্যয় সংক্ষেপ করা যে সর্ব্বতোভাবে উচিত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় এই সঙ্গে চির প্রচলিত যৌতুক-দান নিয়মের সংস্কার হইলে সমাজের আরো যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে। ইদানীন্তন বর পাত্রীকে যৌতুক দান অতি সামান্যাকারে এবং সচরাচর কুটুম্ব বান্ধব কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয়। ইহাতে নব পরিণীত দম্পতী যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা যৎসামান্য, এবং সঞ্চয়ের উপযুক্ত নহে। আমরা বলি ইহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক বিবাহে উভয় পক্ষ বা অন্যতর পক্ষ হইতে যথা সম্ভব সম্পত্তি (অর্থাৎ যাহাতে যাহার সুবিধা হয়) যৌতুক স্বরূপে দেওয়া হউক। আর এই সম্পত্তি সহজে ব্যয় বা অপচয় না করিয়া উহার রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রত্যেক দম্পতী বিশেষ যত্ন করুন। এরূপ যৌতুক নিয়ম চলিলে, ব্যবসায়ীর মূল ধনের ন্যায়, প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু না কিছু ধন সঞ্চিত থাকিতে পারে, তাহা সাংসারিক বিপদে বিলক্ষণ সহায় হইতে পারিবে। দেখা যায়, হিন্দু সমাজে (অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর ব্যতীত) স্ত্রীজাতি কখন উপার্জ্জনক্ষম নহে সুতরাং তাহারা সংসার নির্ব্বাহের ভার লইতে পারে না। পক্ষান্তরে পুরুষ জাতিই অর্থোপার্জ্জন এবং সংসারের যাবতীয় ভার বহন করিয়া থাকে। এইহেতু অস্মদ্ সমাজের কোন স্বল্প-বিত্ত বা দুঃখজীবী গৃহস্থ যদি পীড়িত বা মৃত হয় তবে তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনের অর্থাভাব বশতঃ যারপর নাই কষ্টভোগ করিতে হয়! কিন্তু যদি ঐ রমণীর যৌতুকলব্ধ কিছু সঞ্চিত ধন থাকে তবে তাহা সাংসারিক কষ্ট নিবারণ পক্ষে তখন কতদূর না সহায় হইতে পারে?

প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির কেবল উল্লিখিত রূপ সংস্কার হওয়াই

প্রচুর নহে, ঐ সঙ্গে বৈবাহিক মন্ত্রেরও সংস্কার বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ মন্ত্র গুলি সংস্কৃত ভাষায় থাকায় বরকন্যা বা সম্প্রদাতা তাহার অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যে সকল বাক্য দ্বারা স্ত্রী পুরুষ যাবজ্জীবনের জন্য দাম্পত্য-শৃঙ্খলে পরস্পর বদ্ধ হয়, তাহার মর্ম্ম তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের কথা! অপরন্তু, পণ গ্রহণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কন্যাকে বিক্রয় করিয়া বিবাহ কালে সম্প্রদানের মন্ত্র পাঠ, বরকে দুরন্ত পাষণ্ড জানিয়াও তাহাকে সাধু, এবং বিকলাঙ্গ ও পীড়িত দেখিয়াও সর্ব্বাবয়বপূর্ণ ও অরোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি বর্ত্তমান সমাজে অনুমোদিত হওয়া উচিত? আমরা বিবেচনা করি, বর্ত্তমান দেশকালপাত্রানুযায়ী এক্ষণে বিবাহের যেরূপ আকার তদনুরূপ মন্ত্রও অবধারিত হওয়া প্রার্থনীয়। ইহাতে প্রচলিত মন্ত্রের যে সংস্কার আবশ্যক করে তাহা অবশ্য করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ ঐ মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় হইলেও তাহার অনুবাদ প্রচলিত ভাষায় হওয়া উচিত। কেননা তদ্দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য ও দাম্পত্য-কর্ত্তব্য বরপাত্রী উভয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে, আর কন্যা কর্ত্তাও বুঝিবেন, তিনি কিরূপ গুরুতর কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অতঃপর বরপাত্রী নির্দ্ধারণ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন হইতেছে।

বর্ত্তমান সমাজে বরপাত্রী যে রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে তাহা অতীব শোচনীয়। বিবহনীয় স্ত্রী পুরুষ নিতান্ত শিশু হইলে ত কথা নাই, তাহা না হইলেও তাহাদিগের আপনাপন স্বামীভার্য্যা মনোনীত করিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই। সম্প্রতি যদিও কোন২ স্থলে স্বয়ং বর কর্তৃক ভার্য্যা মনোনীতের কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু কন্যাকে স্বকীয় বর মনোনীত করিতে কখন শুনা যায় না।

সচরাচর দেখা যায়, ঘটক কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি (নিঃস্বার্থ নহে) স্বতঃ বা নিযুক্ত হইয়া বিবহনীয় বর কন্যার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করে। কর্ত্তপক্ষদিগের এই প্রস্তাব সঙ্গত ও সুবিধা-জনক বোধ হইলে তাঁহারা বর পাত্রীর কোষ্ঠীর বিচার করিয়া দেখেন। এই বিচার অনুকূল হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে অলঙ্কার, দান-সামগ্রী ও অপরাপর ব্যয় সম্বন্ধে একটী অঙ্গীকার হইয়া থাকে। কুলীন দিগের মধ্যে বিবাহ কোষ্ঠী-গণনা সাপেক্ষ নহে; কেবল পণ অবধারিত হইলেই সম্বন্ধ স্থির হয়। যাহাহউক সাধারণতঃ পাত্র কন্যার কোষ্ঠীর মেল, উভয় পক্ষের অলঙ্কারাদি আদান প্রদান এবং পণের অঙ্গীকার ধার্য্য হইলে বর পাত্রী দেখার প্রস্তাব হয়। অনেক স্থলে গৃহস্থ কোন আত্মীয় লোকদ্বারা এবং স্থল বিশেষে স্বয়ং বর পাত্রী দেখিয়া থাকেন. (কুলীনদিগের পাত্র কন্যা দেখার তত প্রয়োজন হয় না)। ইহাতে বরের বিদ্যা ও রূপ এবং পাত্রীর কেবল রূপ সামান্যাকারে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। এই রূপে পাত্র পাত্রী মনোনীত হইলে পরস্পর সম্বন্ধ অবধারিত হয়। যাহাহউক প্রচলিত রীতিতে বরপাত্রী নির্ব্বাচন করিলে অনেক স্থলেই যে সুযোগ্য মিলন সংঘটন হয় না এবং তদ্দ্বারা যে বিস্তর অনিষ্ট উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। অতএব এক্ষণে কি প্রকার উপায় অবলম্বিত হইলে বর পাত্রীর সুযোগ্য মিলন ঘটে এবং অযোগ্য-মিলন-সম্ভূত অনিষ্ট রাশি হইতে সমাজ অব্যাহত থাকিতে পারে তাহার যথাসাধ্য প্রস্তাব করা যাইতেছে।

ইহা বলা বাহুল্য, যে বরপাত্রীর সুযোগ্য মিলন উহাদিগের নির্ব্বাচনের উপরেই বিস্তর নির্ভর করিয়া থাকে। এই নির্ব্বাচন কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর। ইহাতে বরপাত্রী ও বরপাত্রীর বংশ সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঐ জ্ঞাতব্য বিষয় কি কি এবং তাহা কাহা কর্ত্তৃক জানা যাইবে নিম্নে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১। বরপাত্রীর বংশ সম্বন্ধীয় বিষয়।

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরপাত্রীর বংশচরিত পরীক্ষিত হওয়া উচিত। মনুষ্য সদ্বংশ সম্ভূত হইলে তাহার ভাব যেরূপ উৎকৃষ্ট হয়, অসদ্বংশ সম্ভূত হইলে তাহার প্রকৃতি সেই রূপই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বরকন্যা উভয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা বিদ্যা, খ্যাতি ও সৌজন্যাদি গুণযুক্ত কি না, অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। উহাদিগের বংশে দীর্ঘ বা অল্পায়ুষ্কতার প্রমাণ পাওয়া গেলে উহাদিগেরও দীর্ঘ বা অল্পায়ুর সম্ভাবনা সাধারণতঃ অনুভব করা যাইতে পারে। বংশে কোন সঞ্চারী রোগ (যেমন অর্শ, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, উপদংশ, শ্বাস, উন্মাদ, মৃগী, বহুমূত্র ইত্যাদি) থাকিলে তাহা তদ্বংশোদ্ভূত সন্তানকে সচরাচর আক্রমণ করিয়া থাকে। এই হেতু কেবল পিতামাতার নহে, পিতামহ মাতামহের, অথবা পিতৃমাতৃ বংশের অপর কাহারও কোন সঞ্চারী রোগ আছে কি না অনুসন্ধান করা বিধেয়। বর ও কন্যার উভয় বংশে একই প্রকার সঞ্চারী রোগ থাকিলে উহাদিগের ভাবী সন্তানগণ তদ্রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পিতা মাতা সম্বন্ধে যে কয়েকটী বিশেষ অনুসন্ধেয় বিষয় আছে, তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(ক) মাতৃভাব স্ত্রীদিগের অধিকতর বর্ত্তে, এজন্য কন্যা নির্ব্বাচন কার্য্যে মাতার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি পরীক্ষা করিবে। মাতা ৫।৭ অথবা ১২ বৎসর অন্তরে গর্ব্ভধারণ করিলে, কিম্বা তাহার মধ্যে২ গর্ব্ভস্রাব হইলে কন্যারও ঐরূপ নিয়মে গর্ব্ভসঞ্চার অথবা গর্ব্ভস্রাব হইতে পারে। মাতা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইলে কন্যাও সেইরূপ স্বল্প বয়সে ঋতুমতী হইতে পারে। ঐরূপ মাতা দুশ্চরিত্রা ও কলহপ্রিয়া হইলে কন্যারও তৎপ্রকৃতি লাভ করা একান্ত সম্ভব। অতএব কন্যা নির্ব্বাচনে কেবল

তাহার পিতার বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রকৃতি দেখিয়াই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সমাজে কন্যার মাতৃক স্বাস্থ্য ও স্বভাব অনুসন্ধান করিবার রীতি নাই, কিন্তু তাদৃশী পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কন্যার মাতৃ সম্বন্ধীয় বিষয় কোন সুবুদ্ধিমতী, বিশ্বাসপাত্রী এবং বহুদর্শিনী নারী দ্বারা অবগত হইবে।

(খ) অপর, পিতৃভাব পুত্র সন্তানে অপেক্ষাকৃত অধিক বর্ত্তে, এজন্য কন্যাপক্ষীয়েরা বরের পিতৃ সম্বন্ধীয় দোষগুণ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিবেন। যদি বরের পিতাকে আপন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত বা প্রণয়-শূন্য জানা যায় তবে তৎপুত্রেরও বিবহনীয় ভার্য্যার প্রতি স্বল্পানুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা। পিতা লম্পট ও পান-দোষরত হইলে পুত্রও লম্পট, পান-দোষরত এবং চোর হইতে পারে। বরের পিতার উল্লিখিত গুরুতর দোষ আছে কি না, কন্যা কর্ত্তা যত্ন পূর্ব্বক অবগত হইবেন।

এক্ষণে কি প্রকার বংশের বরপাত্রী পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ সূত্রে সংযোজিত হইবে, তাহাই বিচার্য্য হইতেছে।

সাধারণতঃ বরকন্যার উভয় কুলে কোন প্রকার (পূর্ব্বোল্লিখিত) দোষ না থাকাই প্রার্থনীয়, ফলতঃ দোষ বিরহিত কুল প্রাপ্ত হওয়া সচরাচর দুর্ঘট। পক্ষান্তরে দোষ বিশিষ্ট কুলের পুত্র কন্যার যে আদৌ বিবাহ হওয়া উচিত নহে, এমতও নহে। তবে দোষাংশ যত কম হয় ততই মঙ্গল, এবং এক কুলে যে দোষ থাকে অন্য কুলে সে দোষ না থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, যে হিন্দু সমাজে স্বকীয় বংশে বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার রীতি নাই: এমন কি, মাতৃবংশেরও পঞ্চম

পুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে পরিত্যক্ত হয়। এই সুনিয়ম দ্বারা কুলজ দোষ (ব্যাধি প্রভৃতি) গুণিত হইয়া দম্পতী ও সন্তানদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। ফলতঃ তুল্য প্রকার দোষযুক্ত উভয় কুলে সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে স্বগোত্র বা স্ববংশে বিবাহের ন্যায় অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর। বিদ্যা, বিত্ত, আয়ু, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় লইয়া বংশ সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে বংশে উল্লিখিত বিষয় সকলের উৎকর্ষতা বিদ্যমান থাকে তাহা উৎকৃষ্ট, যেখানে উহাদিগের সমতা থাকে তাহা মধ্যম, আর যে কুলে কথিত বিষয়ের অপকর্ষতা বর্ত্তমান থাকে তাহা নিকৃষ্ট কুল বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এই উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট কুলের (বরপাত্রীর) পরস্পর যে মিলন তাহা উৎকৃষ্ট এবং সকলের বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট ও মধ্যম কুলের ঐরূপ যে মিলন তাহা মধ্যম এবং তাদৃশ দোষাবহ নহে। কিন্তু অধম কুলের সহিত উৎকৃষ্ট বা মধ্যম কুলের যে মিলন তাহা অধম; আর অধমে ও অধমে যে মিলন তাহা নিতান্ত মন্দ। এই শেষোক্ত দ্বিপ্রকার মিলন নিন্দনীয় এবং বহু অনিষ্টজনক। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে বরকন্যার মধ্যে বরের বংশ অনেক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া উচিত।

২। বরপাত্রী সম্বন্ধীয় বিষয়—

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উভয়পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে অর্থ-সঙ্গতি অথবা একান্ত পক্ষে বরের জীবিকা উপার্জ্জনের ক্ষমতাও থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহা ভিন্ন পরীক্ষিতব্য অপরাপর বিষয় এই, যথা—স্বাস্থ্য,

অবয়ব, ধাতু, সৌন্দর্য্য, বয়স্, চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম। প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা নিম্নে পৃথক্ রূপে করা যাইতেছে।

ক। স্বাস্থ্য।

বরকন্যা উভয়েই স্বাস্থ্য বিশিষ্ট হওয়া উচিত। সংসার আশ্রমে দম্পতীর স্বাস্থ্যসুখ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দম্পতী অরোগী হইলে কেবল তাহারাই যে সুখী হয়, এমত নহে, তাহাদিগের হইতে উৎপন্ন সন্তানেরা স্বাস্থ্য বিশিষ্ট হইয়া পরিবারবর্গের, সুতরাং সমাজ সাধারণের ও সুখের কারণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। দেহ ও মনের যাহা প্রকৃতাবস্থা তাহাই স্বাস্থ্য, আর ইহার বিপরীত অবস্থাই অস্বাস্থ্য বা পীড়া। *

---

* স্বাস্থ্য বা প্রকৃত অবস্থা এবং তদ্বিপরীত অস্বাস্থ্য বা বিকৃত অবস্থা কাহাকে বলে তাহা সকলের অন্ততঃ স্থূলতঃ অবগত হওয়া উচিত। অতএব স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের লক্ষণ নিম্নে ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। যথা—

প্রকৃত বা সুস্থাবস্থার লক্ষণ।

ক। আত্ম-নিয়োগ-সমর্থতা—পরস্পর বিপরীত অবস্থাতে (যেমন শৈত্য হইতে উষ্ণতা, এবং উষ্ণতা হইতে শৈত্য) অক্লেশে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারা।

খ। কষ্ট-সহতা—ক্লান্তি ব্যতিরেকে দৈহিক ও মানসিক বহু শ্রম করিবার ক্ষমতা থাকা, অথবা তাদৃশ শ্রম-কার্য্যে ক্লান্তি হইলেও ঐ ক্লান্তি শীঘ্র দূর করিতে পারা।

গ। আত্ম-বশতা—ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে আয়ত্ত রাখা, যেমন ক্রোধকে ইচ্ছা করিলে উদ্দীপন বা সংযমন করিতে পারা। ইত্যাদি

ঘ। দূষিত বা বিষ দ্রব্যের প্রভাব হইতে অব্যাহত থাকিতে পারা। কোন বিষ দেহে প্রবেশ করিলে (যেমন স্মল পক্স, টাইফইড, কলরা প্রভৃতির বিষ), তাহাকে নিঃস্রাবক যন্ত্র দ্বারা দেহ হইতে শীঘ্র বহির্গত করিতে পারা।

বর কন্যা অন্যান্য বিষয়ে গুণান্বিত হইয়াও যদি স্বাস্থ্যগুণ-হীন হয় তবে তাঁহাদিগের আদর নাই। যেরূপ কবিবর বররুচি বলিয়াছেন, যে একমাত্র দারিদ্র-দোষ (মনুষ্যের) গুণরাশি নাশ করে; সেইরূপ, আমরা বলি, মনুষ্যের অস্বাস্থ্য-দোষ তাহার দৈহিক ও মানসিক বহুবিধ গুণকে হতাদর করিয়া ফেলে। এই অস্বাস্থ্য দোষ বা রোগ ত্রিবিধ। ১ সাধ্য বা প্রাতিকার্য্য, ২ অসাধ্য বা অচিকিৎস্য, ৩ যাপ্য। অসাধ্য-রোগযুক্ত ব্যক্তির পরিণয় ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ক্লেশদায়ক অচিকিৎস্য এবং প্রগাঢ় যাপ্য পীড়া সত্বেও বরপাত্রীর বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ ইহাদিগের পরিণয় সুখের বিষয় না হইয়া বহুবিধ অনিষ্টজনকই হইয়া থাকে।

অপ্রাকৃত বা অসুস্থাবস্থার লক্ষণ।

ক। দৈহিক অঙ্গহীনতা ও বিকৃতি, অতিস্থূলতা, কৃশতা, কঙ্কাল বা তদাবকের নির্ম্মাণ দোষ।

খ। আত্মনিয়োগে অক্ষমতা—সামান্য কারণে, যেমন ভক্ষ্য, পরিধেয় বা বায়ু পরিবর্ত্তনে অথবা অভ্যাসের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলে, শারীরিক বা মানসিক অসুখ উপস্থিত হওয়া।

গ। কষ্টসহনে অপারগতা—সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তির উদ্ভব, এবং ঐ ক্লান্তি বহু বিলম্বে অপনীত হওয়া।

ঘ। অনায়ত্ত-ইন্দ্রিয়-বৃত্তি—সামান্য কারণেই ক্রোধ, শোক বা দুঃখ প্রভৃতি উপস্থিত হওয়া।

ঙ। বিষ বা দূষিত দ্রব্যের প্রভাব নিবারণে অক্ষমতা। রক্ত পরিপাক (Sanguification) এবং নিঃস্রাব যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ সংক্রামক, ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য বিষ প্রভাবে পূতিত হওয়া।

অপর, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে চিরকৌমার্য্য নিয়ম পালিত হয় না, * বরং বিবাহানুরাগ সাধারণ্যে নিতান্ত প্রবল দেখা যায়। নারী কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, বা উন্মাদাদি রোগগ্রস্তা হইলেও তাহার বিবাহ কোন না কোন উপায়ে নির্ব্বাহিত হয়। উল্লিখিত রোগগ্রস্তা নারীদিগের বিবাহ সহজে হওয়া কঠিন, এজন্য কন্যা নির্ব্বাচন কালে কন্যা পক্ষীয়েরা অনেকস্থলে প্রতারণা পূর্ব্বক কোন দোষহীনা কন্যা দেখাইয়া, কিম্বা বরপক্ষকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া সম্বন্ধ অবধারণ করে। পুরুষেরও পরিণয়ব্যাপার প্রায় এই রূপে নিষ্পন্ন হয়; কঠিন২ রোগগ্রস্ত হইয়াও পুরুষেরা অসঙ্কুচিতচিত্তে দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বিবাহের সম্বন্ধকালে কোথা বা প্রতারণা করিয়া রোগাদির বিষয় কন্যাপক্ষীয়ের নিকট গোপন রাখে, কোথা বা অর্থ দিয়া উহাদিগকে সন্তুষ্ট করে। যাহাহউক অধুনা ঈদৃশী কুরীতির এক কালে উচ্ছেদ হওয়াই প্রার্থনীয়।

স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য-পরিজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা বরপাত্রীর স্বাস্থ্য অবগত হইবে।

খ। অবয়ব।

দৈহিক অবয়ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। অবয়বগত কোন দোষ, সহজাতই হউক অথবা জন্মিবার পরেই (কোন রোগ বশতঃ) হউক, বিদ্যমান থাকিলে অঙ্গ-সৌষ্টব ও শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার হানি করিয়া থাকে। যেমন পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ, মূক প্রভৃতির দেখা যায়।

---

* কেবল কুলীন ও বংশজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলিন্য কুসংস্কার বশতঃ কোন২ নর নারীর চিরজীবনে বিবাহ সংঘটন হয় না।

এজন্য বরকন্যার অবয়বগত কোন দোষ আছে কি না পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। উহাদিগের উভয়ের, কি একের, আবয়বিক কোন বিকৃতিভাব না থাকিলেই ভাল। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগের এককালে বিবাহ হওয়া উচিত নহে, এরূপ নয়। কেননা যদিও কোন হীনাঙ্গ বা বিকলেন্দ্রিয় কন্যাবরের সহিত কোন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বা অবিকৃতইন্দ্রিয় বরপাত্রীর পরস্পর পরিণয় সংঘটন হওয়া অসুখের বিষয় হইতে পারে, ফলতঃ এবম্বিধ দম্পতী হইতে যে সকল সন্তান জন্মে তাহাদিগের তাদৃশ হানি হয় না। ডাক্তার আর্থর মিচেল (Dr. Arthar Michell) বলেন যে, যদি কোন বধির-মূক কোন শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি বিশিষ্টের সহিত বিবাহিত হয় তবে তাহার ১৩৫ শের মধ্যে ১ টী বধিরমূক সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু বধির-মূক ব্যক্তিরা পরস্পর বিবাহিত হইলে তাহাদের ২০ শের মধ্যে একটী ঐরূপ সন্তান হইতে পারে।* অতএব ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে বর কন্যার মধ্যে একের অবয়বগত যে দোষ থাকে অপরের সেরূপ দোষ না থাকাই উচিত।

অপর, দৈহিক অবয়বে কোথায় অতিরিক্ত অঙ্গ, কোথায় বা অল্পাঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অপেক্ষা অভাব গুরুতর দোষ; অঙ্গুল্যাদি সামান্য প্রত্যঙ্গের অভাব বা আধিক্য বিশেষ ক্ষতিজনক নহে, কিন্তু কোন প্রধান অঙ্গের হীনতা অতীব দোষাবহ। বরপাত্রী নির্ব্বাচন কালে অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিবার পরে উহাদিগের জননেন্দ্রিয়ের পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। কেননা উক্ত যন্ত্রের কোন অংশের অভাব বা

* Vide—The Lancet, 16th March—1872, P 383.

অপর কোন গুরুতর দোষ থাকিলে বিবাহের উদ্দেশ্য এক কালেই নিষ্ফল হইয়া যাইতে পারে। অতএব পাত্র কন্যার অবয়ব পরীক্ষার সঙ্গে জননেন্দ্রিয়েরও পরীক্ষা করা উচিত। বর্ত্তমান সমাজে বরকন্যা "দেখা"র যে এক সামান্য পদ্ধতি আছে তাহাতে উহাদিগের জননেন্দ্রিয়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার কোন উপায় নাই। দেখা যায়, পুরাকালে অধিকাঙ্গ বা অল্পাঙ্গ বিশিষ্ট কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ, এবং বরের পুংস্ত্ব পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল (মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতা দেখ); কিন্তু কি নিমিত্ত তাদৃশ সুন্দর নিয়ম দুর্ভাগ্য ক্রমে ইদানীং বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বলা যায় না। বৈবাহিক সম্বন্ধাবধারণে বরকন্যার জননেন্দ্রিয়ের অবস্থা যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়, বর্ত্তমান সামাজিকগণকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ বা উদাসীন দেখা যায়। প্রাচীনকালে যখন পুরুষ ক্লীব হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না, কেননা তেমনস্থলে স্ত্রী বিধিমতে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন অথবা পত্যন্তর অবলম্বন করিতে পারিত, তখনও বরের পুরুষত্বের বিষয় যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে সমাজে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন বা স্ত্রীর পুরুষান্তর অবলম্বনের নিয়ম নাই, পক্ষান্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানচর্চ্চা ও সভ্যতার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি বরের পুরুষত্বের বিষয় কেহ অনুসন্ধান করে না। কন্যার জননেন্দ্রিয়ের পরীক্ষা করিবার রীতি পূর্ব্বে ছিল কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; ফলতঃ "সর্ব্বাবয়ব সম্পন্না" কন্যাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা থাকায়, বোধ হয় পুরাকালে কোন উপায়ে কন্যার জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যাবয়ব পরিদর্শন

করা হইত। কিম্বা, তৎকালে স্ত্রী রুগ্না বা বন্ধ্যা বলিয়া বিবেচিত হইলে যখন ভর্ত্তা অনায়াসে ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে পারিত, তখন হয়ত কন্যার কোন বিশেষরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ক পরীক্ষা আদৌ প্রয়োজনই ছিল না। যাহাহউক ইদানীং সমাজের অবস্থা বিভিন্ন, বিশেষতঃ যখন অধিবেদন অনুষ্ঠান অসুখ ও ক্ষতিজনক বিবেচিত হইতেছে, অন্যপক্ষে স্ত্রীর পুরুষান্তর গ্রহণের রীতি প্রচলিত নাই, তখন দাম্পত্য-সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ (বরপাত্রী) উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

স্ত্রী পুরুষের জ্ঞানেন্দ্রিক অবস্থা সুযোগ্য শারীরবিদ্যাবিৎ ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া ব্যতীত নিশ্চয় হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সমাজে তাদৃশী পরীক্ষার সুযোগ সর্ব্বত্র হওয়া সম্ভাবিত নহে। আর হিন্দু-মহিলাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ লজ্জা এবং তৎপক্ষে সামাজিকগণের প্রশ্রয় নারী সম্বন্ধীয় কথিত পরীক্ষার বিরোধী হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অধিকন্তু যখন বিবাহান্তে নারীর জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় গুরুতর দোষ বা পীড়া প্রকাশিত হইলে অধিবেদনের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তখন রমণীদিগের সামান্যাকারে পরীক্ষা করিলেই চলিতে পারে। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রস্তাবিত পরীক্ষা সুচারু মতে নির্ব্বাহিত হওয়াই আবশ্যক। তদ্ যথা—

স্ত্রী সম্বন্ধে—পশ্চাৎ উক্ত হইবে যে কন্যার ১৩।১৪ বৎসর বয়ক্রমে পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া উচিৎ। এই বয়সে অস্মদ্দেশে বালিকাদিগের সচরাচর নবযৌবন-সুলভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবৃদ্ধি, স্তনোদ্ভেদ, রজঃস্রাব এবং কণ্ঠস্বরের কিঞ্চিৎ

স্থূলতা উপস্থিত হয়। অতএব বিবহনীয়া নারীর উল্লিখিত চিহ্ন সকল বিদ্যমান দেখিলে তাহার জননেন্দ্রিয়ের নির্দ্দোষিতা স্থূলতঃ অনুমান করা যাইতে পারে।

পুরুষ সম্বন্ধে—যে যুবারদৈহিক অবয়ব ও কণ্ঠস্বর স্ত্রী জাতির অনুরূপ, এবং যাহার মুখলোম (দাড়ী, গোঁপ) অনুদ্গত বা স্বল্প ও সামান্য বর্দ্ধিত তাহার জননেন্দ্রিয়ের গুরুতর দোষ থাকা অনুমিত হয়। ফলতঃ বৃষণ ও শিশ্নের স্বাভাবিক গঠন-এবং ক্রিয়া-গত কোন দোষ না থাকিলে তাহার জননশক্তি বিষয়ে সন্দেহ জন্মে না। অতএব বরের জ্ঞানেন্দ্রিক অবস্থা কোন শারীরবিদ্যা-নিপুণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইবে। এস্থলে ক্লীব নির্ণয়ন সম্বন্ধে কাত্যায়ন যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখ না করা অন্যায়। উক্ত মহাত্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে "যাহার মূত্র ফেনিল নয়, বিষ্ঠা জলে মগ্ন হয় এবং শিশ্ন উদ্রেক ও শুক্র হীন হয় সে ষণ্ড অর্থাৎ ক্লীব"।* ইহার মধ্যে বিষ্ঠা জলে নিমজ্জিত না হওয়া যে ক্লীবত্বের অন্যতম লক্ষণ তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না।

গ। ধাতু (Temperaments)।

শরীর ও মনের নির্ম্মাণগত-প্রকৃতি যাহা অভ্যাস পরিবর্ত্তন বা বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাকে ধাতু বলে। এই ধাতু সাধারণতঃ চারি নামে সংজ্ঞিত হয়। যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ বা মেদ ও শোণিত। সর্ব্বদেহে ধাতু সকল বিদ্যমান থাকিলেও কোন দেহেই ইহাদিগের সামঞ্জস্য অবস্থা লক্ষিত হয় না।

---

* ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি।
মেঢ্রশ্চোন্মাদ শুক্রাভ্যাং হীনং ক্লীবঃ স উচ্যতে॥ উদাহতত্ত্ব ধৃত।

সচরাচর কোন একটী, কখন বা দুইটী প্রবল ভাবে থাকে। এই-হেতু শারীরতত্ত্বজ্ঞেরা যে দেহে যে ধাতু প্রবল দেখেন সেই দেহীকে সেই ধাতুর লোক বা সেই ধাতু-প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে মনুষ্য সকল সাধারণতঃ বায়ু-প্রধান, * পিত্ত-প্রধান, † কফ বা মেদ-প্রধান, ‡ ও শোনিত প্রধান; ‡ স্থলবিশেষে উভয়াত্মক—যেমন বায়ু-শোনিত, ¶ বায়ু-কফ + ইত্যাদি ধাতুর হইয়া থাকে।

এই বিভিন্ন প্রকার ধাতু অনুসারে লোকের বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখা যায়, এবং তদনুসারে বিভিন্ন প্রকার পীড়াও ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। যথা—

১। বায়ু-প্রধান ধাতুর লোকের—

শরীর কৃশ এবং তাহার দীর্ঘতা মধ্যবিধ (এই ধাতুর নারী-গণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাঙ্গিনী কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অনেক অল্প); মস্তক শরীরের তুলনায় বৃহৎ; করোটী মুখমণ্ডলের তুলনায় অপরিমিত; বর্ণ ফেকাসে এবং রক্তহীন; চক্ষু গাঢ়কৃষ্ণ-বর্ণ; কুন্তল স্থূল এবং কাল; মুখমণ্ডল চঞ্চল; ত্বক্ প্রবল স্পর্শা-নুভব বিশিষ্ট; মাংশপেশী শীর্ণ ও কঠিন; অঙ্গসঞ্চালন সচ-রাচর ত্বরান্বিত এবং বিকম্পিত, ইহা গতি ও লিপি কার্য্যে পরিচিত। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার অসামঞ্জস্যতা বশতঃ মস্তক উষ্ণ, হস্তপদতল শীতল, কাহার বা মস্তক ও গাত্র শীতল, হস্ত পদাদি উষ্ণ। কামপ্রবৃত্তির প্রবলতা এবং রিপুচয়ের

* Nervous, † Bilious, ‡ Phlegmatic or Lymphatic, ‡ Sanguine, ¶ Lympho-Sanguine + Nervo-Phlegmatic.

অবশীভূততা এই ধাতু-প্রকৃতির বিশেষ চিহ্ন।

এই ধাতুপ্রধান ব্যক্তির ন্যায়ান্যায় বিচারে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, কিন্তু স্বকীয় ন্যায়বিচারে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কঠিনতানুভব। চিরজীবন চপলতাময়, অর্থাৎ সকল কার্য্যে ব্যস্তসমস্ত; সমপ্রকৃতি ও সমাভ্যাসীর সহিত অনৈক্যভাব; বেদনার অত্যনুভব; বিপরীত অবস্থা (যেমন শৈত্য ও উত্তপ্ততা) কষ্টে নিবারণ বা হ্রা করিতে পারা। অন্যান্য ধাতুর লোকের যত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই শরীর ও মন শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কিন্তু এই ধাতুর লোকের বয়োবৃদ্ধি হইলেও উহারা বিলক্ষণ কর্ম্মঠ থাকে। ইহা-দিগের অজীর্ণদোষ, কোষ্টবদ্ধ, উদরাময়, উদরবেদনা ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হয়। আর ইহারা শীরঃপীড়া নিউর‍্যালজিয়া, ইরিশি-পেলাস্ নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, উন্মাদ ইত্যাদি পীড়া প্রবণ থাকে।

২। পিত্ত-প্রধান ধাতুর লোকের—

দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখমণ্ডল সুগঠিত; মাংশপেশী কঠিন; বর্ণ কাল; রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া উত্তম। ইহারা স্থিরস্বভাব ও উৎ-সাহী, এবং শারীরিক ও মানসিক বহু পরিশ্রমক্ষম হয়।

এই ধাতুর লোকেরা অজীর্ণ, যকৃৎসম্বন্ধীয় (পিত্তদুষ্ট) পীড়া, হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস্, অর্শ ইত্যাদি রোগ প্রবণ হয়।

৩। কফ বা মেদ-প্রধান ধাতুর লোকের—

দেহ অত্যন্ত স্থূল; মস্তক বৃহৎ; দীর্ঘাস্থি সকলের অগ্রভাগ স্থূল; মনিবন্ধ ও গুল্‌ফ স্থূল; তদ্ভিন্ন শরীরের অপরাপর সন্ধিস্থল বৃহৎ ও স্থূল। এই ধাতুর লোকেরা চিত্রকরদিগের মতে সৌষ্ঠ-বাঙ্গ নহে। ইহাদিগের সচরাচর ভুঁড়ি বা নোদ থাকে। ত্বক্ কোমল; বর্ণ পরিষ্কার; নেত্র ভাসমান, পিঙ্গল বা ধুসরবর্ণ;

কুন্তল ও লোমরাজী সুপ্রচুর, সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন; মাংশপেশী শিথিল, কোমল, এবং অসম্পুষ্ট; ওষ্ঠাধর স্থূলতর এবং বিবর্ণ (রক্তহীন); মুখমণ্ডল বড়; বদন বিরস ও ভারি; দন্ত অস্বচ্ছ-শুভ্র। এই শ্রেণীর লোকের যৌবন বিলম্বে উদিত হয়। চিন্তা-শক্তি মৃদু, বাক্‌পটুতা স্বল্প, স্মৃতিশক্তি উত্তম, বিবেকশক্তি প্রচুর, বিচার ন্যায়ানুগত, প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার জ্ঞান-ও উৎসাহ-জ্ঞাপক। এই ধাতুর ব্যক্তিগণ সচরাচর ক্ষীণ-পিতৃ-মাতৃ-সম্ভূত এবং স্বল্পায়ুষ্ক। ইহাদিগের মানসিক ভাব শারীরিক অবস্থা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। শরীর যে পরিমাণে স্থূল তদুপযোগী কঠিন নহে (যাহাকে ইতর ভাষায় ঢোসা বলে)।

এই ধাতুর লোকের সামান্য কারণে পীড়া হয়। দৌর্ব্বল্য, শোথ, হাইড্রোসিল (একসীরা) এলিফ্যান্টিয়েসিস—গোদ, কুরণ্ড; ইত্যাদি রোগ ইহাদিগকে সচরাচর আক্রমণ করে। আর ইহা-দিগের মধ্যে অনেকেই যক্ষ্মা, স্ক্রুফিউলা, বাত ইত্যাদি রোগে মৃত হয়।

। ৪ শোণিত-প্রধান ধাতুর লোকের—

মস্তক দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র; মুখমণ্ডল চতুষ্কোণ বা চেপটা; ললাট বিস্তৃত এবং কাহার২ পশ্চাৎদিগে হেলায়মান; বক্ষঃ দীর্ঘ, গম্ভীর এবং সুবিস্তৃত; দণ্ডায়মান হইলে নাভি উদরের সমতলে থাকে (অর্থাৎ ভুঁড়ি থাকে না); সার্ব্বাঙ্গিক মেদ স্বল্প; শরীর সুপুষ্ট, রক্তপূর্ণ এবং লাবণ্যময়; বর্ণ উজ্জ্বল; কেশ সূক্ষ্ম ও কুঞ্চিত; চর্ম্ম চোস্ত ও কঠিন, তন্মধ্য দিয়া দেহস্থ মাংশপেশী পরিদৃশ্যমান; নাড়ী পূর্ণা ও বলবতী; দন্ত সুদৃঢ় ও হরিদ্রাভ। ইহাদিগের পান ভোজনে বিশেষ পটুতা; পরিপাক ও সমীকরণ-শক্তি

যথেষ্ট; শ্রম-সমর্থ প্রচুর; মানসিকবৃত্তি অনুগ্র; বিবেচনা ও বুদ্ধি সহজ। ইহারা সহিষ্ণু, সন্তোষচিত্ত, লোকানুরক্ত, বাক্‌পটু, সরলভাষী ও সাহসী। এই শ্রেণীর লোক কোন এক কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিতে, অথবা ঘরে বসিয়া কাল কাটাইতে, ভাল বাসে না। ইহাদিগের স্নেহ ও প্রণয় অস্থির এবং ক্ষণিক।

এই ধাতুর লোকেরা প্রদাহ, প্লুরেসি, গাউট, প্রদাহজ্বর, রক্তস্রাব, হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলের ব্যাধি (এনিউরিজম), সংন্যাস ইত্যাদি পীড়া-প্রবণ হয়।

অপর, যেখানে উভয়াত্মক ধাতু তথায় মিশ্রলক্ষণ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু বিভিন্ন ধাতুর গুণ জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় সচরাচর প্রকাশ পায়। যেমন, বায়ু-কফ-প্রধান ধাতুর বাল্য ও বার্দ্ধক্যে বায়ুর, এবং তরুণ ও সমকালে কফের লক্ষণ উদিত হয়। ইত্যাদি।*

ধাতু-প্রকৃতি সচরাচর জনক জননী হইতে সন্তানেরা প্রাপ্ত হয়। এই ধাতু-প্রকৃতির উপরেই যখন মনুষ্যের দৈহিক ও মানসিক ভাব সম্যক্ নির্ভর করে, তখন দম্পতী ও তাহাদিগের ভাবী সন্তানের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিবাহ কালে বরপাত্রীর ধাতু বিচার করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় বিবহনীয় স্ত্রী পুরুষ এক ধাতুর হওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ উভয়েই মেদ বা বায়ু-প্রধান ধাতুর হইলে বহু অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা আছে।

কোন ধাতুজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বরপাত্রীর ধাতু-মিলন স্থির করিয়া লইবে।

---

* এই ধাতু সম্বন্ধীয় বিবরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত।

ঘ। সৌন্দর্য্য।

সমাজের অধঃশ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সৌন্দর্য্য লইয়া বিশেষ বিচার নাই, উহা কেবল উচ্চশ্রেণীস্থ এবং ধনবান্ লোকদিগের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে, তাহা সূত্রবদ্ধ করা দুরূহ; কেননা সচরাচর দেখা যায়, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ব্যক্তি বিশেষের সংস্কারের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। যেমন—কেহ আয়তনয়ন, কেহ আরক্ত ও সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধর, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ বা সুদীর্ঘ নাসাকে 'সৌন্দর্য্যাধার' বলিয়া স্থির করে। উহাদিগের নিকটে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দোষ উপেক্ষণীয়। এইহেতু সৌন্দর্য্যাবধারণ-কার্য্য বরপাত্রীর নিজের উপরেই ন্যাস্ত রাখা ভাল। কিন্তু যখন এক মাত্র সৌন্দর্য্যমেলের উপর নির্ভর করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত নহে, দ্বিতীয়তঃ যে বয়সে বিবাহ প্রস্তাবিত হইতেছে, সে বয়সে বরকন্যাদিগকে সৌন্দর্য্য নির্ণয়ে নিয়োগ করিলে, যখন তাহাদিগের (বিশেষতঃ কন্যাগণের) অদূরদর্শীতা ও অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেক স্থলে প্রতারিত হইবারও সম্ভাবনা আছে, তখন বরপাত্রীর রুচি পরিজ্ঞাত হইয়া কর্তৃপক্ষীয়েরা সৌন্দর্য্য নির্ণয় করিলে, এবং ঐ নির্ণয়ে উহাদিগের (বরপাত্রীর) অনুমোদন প্রতীক্ষিত হইলে সর্ব্বতঃ ভাল হইতে পারে।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রচলিত ব্যবহার এই যে, বর কুলীন, বিদ্বান্ বা ধনবান্ হইলে তাহার সৌন্দর্য্যের বিষয়ে বিশেষ প্রশ্ন উত্থিত হয় না। পক্ষান্তরে কন্যার অন্যান্য গুণের পরিচয় লওয়ার পূর্ব্বে সাধারণতঃ তাহার সৌন্দর্য্যেরই অনুসন্ধান হইয়া থাকে। এরূপ পদ্ধতি, বোধ হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের পক্ষপাতমূলক বিধান হইতে অনেকটা সমুৎপন্ন হইয়াছে। কেননা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে

"অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, অকৃতদার, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যাদান করিবে"।* অন্যপক্ষে বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি "বুদ্ধিমতী, সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, অরোগিণী", † কিম্বা "সুমুখী, শোভনাঙ্গী, সুকেশা, মনোহরা, সুনেত্রা, সুভগা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।‡ ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে শাস্ত্র-কর্ত্তারা পুরুষকে সৌন্দর্য্যশালিনী ও মনোহারিণী ভার্য্যা সংগ্রহ করিতে ক্ষমতা দিতেছেন, কিন্তু নারীকে আপন মনোমত রূপবিশিষ্ট বর লাভ করিতে কোন সুযোগ দিতেছেন না। কিন্তু দেখা যায়, ব্যক্তি মাত্রেই স্বভাবতঃ সুরূপের পক্ষপাতী; তবে হিন্দুমহিলারা কি প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত যে তাহারা সুরূপ ও কুরূপ তুল্যভাবে দেখিবে? আমাদিগের বিবেচনায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উভয়ের মনোমত সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা দম্পতী আপনাপন সৌন্দর্য্যে পরস্পর আকৃষ্ট হইলে তাহাদিগের মধ্যে দাম্পত্য-প্রণয় অতি সহজেই সঞ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে দম্পতীর

---

* শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া।
উদ্বাহতত্ত্ব-ধৃত বৌধায়ন বচন।

† বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত।
আশ্বলায়নীয় গৃহ্য-সূত্র ১।৫।৩

‡ কুলজাং সুমুখীং স্বঙ্গীং সুকেশাঞ্চ মনোহরাম্।
সুনেত্রাং সুভগাং কন্যাং নিরীক্ষ্য বরয়েদ্বুধঃ॥
আশ্বলায়ন-স্মৃতি,
বিবাহ প্রকরণ।

মধ্যে স্ত্রী কুরূপা হইলে সে যেমন পুরুষের প্রীতিপ্রদায়িনী হয় না, পুরুষও ঐরূপ রূপহীন হইলে সে কখন স্ত্রীর চিত্তহারক হইতে পারে না। সুতরাং এমনস্থলে দাম্পত্য-প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। এস্থলে বরপাত্রীকে ২টী কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ১ তাহাদিগের আপনাপন সৌন্দর্য্যের অনুরূপ বা উপযুক্ত সৌন্দর্য্য বাসনা করা উচিত। ২ স্বাস্থ্য ও সৎস্বভাব বাহ্য-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অনেক মূল্যবান্।

ঙ। চরিত্র।

দম্পতী বিশুদ্ধ চরিত্রের হওয়া অতীব প্রার্থনীয়। দাম্পত্য-প্রণয় যে আমরণকাল অক্ষত থাকিয়া বহুল সুখ প্রদান করে, স্ত্রী পুরুষের নির্ম্মল স্বভাবই তাহার ভিত্তি। দম্পতীর মধ্যে উভয়েই অসচ্চরিত্র হইলে বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় হয়, তদপেক্ষা অন্যতরের সৎস্বভাব হওয়াও ভাল। সমাজে প্রিয়দর্শিতা ও লোকপ্রিয়তা মনুষ্যের সৎস্বভাবের পরিচায়ক। বোধ হয়, এই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বরের লোকপ্রিয়তার প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাহউক প্রতিবাসী মণ্ডলীতে বর কন্যার প্রিয়বাদিতা বা দুর্মুখতা, নিরীহতা বা অত্যাচারিতা, বিনয়ীভাব কি অবিনয়ীভাব ইত্যাদি অবগত হওয়া গেলে, এবং তৎসহ ধাতুপ্রকৃতি এবং পিতৃমাতৃ চরিত্র একত্রে বিচার করিলে উহাদিগের চরিত্র এক প্রকার নির্ণয় করা যাইতে পারে।

কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত হইলে স্বয়ং অথবা কোন বহুদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা বরপাত্রীর চরিত্র অবগত হইবে।

চাছ। বিদ্যা ও বুদ্ধি।

একাধারে বিদ্যা ও বুদ্ধি উভযেরই বিদ্যমানতা অতীব আদরণীয়,

কিন্তু উভয়ের অভাব অপেক্ষা কেবল-বুদ্ধি থাকা অনেক ভাল। অধুনা সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পুরুষের বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকা যত আবশ্যক, স্ত্রীর তত দূর নহে। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা বিবাহ্যা নারীর বুদ্ধিমতী হওয়াই প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন। বাস্তবিক দেখাও যাইতেছে যে, কেবল-বিদ্যাবতী স্ত্রী সচরাচর সুগৃহিণী হইতে পারেন না; একথা সভ্যতম ইংরেজ জাতিও ইদানীং স্বীকার করেন। অতএব কন্যার কিছু বিদ্যা থাকে ভালই, কিন্তু তাহার বুদ্ধি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। গৃহস্থাশ্রমে বুদ্ধিবিহীনা স্ত্রী হইতে স্বামীর ও পরিবারবর্গের যেরূপ অসুখ ও অহিত উপস্থিত হয়, বুদ্ধিমতী নারী হইতে উহাদিগের সেইরূপ আনন্দ ও হিত লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বুদ্ধিমতী ভার্য্যা হইতে গৃহস্থ সাংসারিক অনেক বিষয়ে সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারে। পুরুষের বিদ্যা থাকার অধিকতর আবশ্যকতা এই যে, সে তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।

কোন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদ্বারা বরকন্যার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় লইবে।

জ। ধর্ম্ম।

স্ত্রী পুরুষ একত্রে ধর্ম্মাচরণ করিবে বলিয়া উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বোধ হয়, এই জন্যই স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী হইয়াছে। স্বামীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যেরূপ নারীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও সেইরূপ হইবার অনেক সম্ভাবনা থাকিলেও, অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। ইহার উপযুক্ত কারণও আছে। অস্মদ্ সমাজে অবিবাহিতা বালিকাদিগের ধর্ম্মভাব সচরাচর পিতৃবংশাবলম্বিত ধর্ম্মের অনুরূপই হয়, কিন্তু

বালক বা যুবকদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ গুণে বা দোষে অনেক স্থলে সেরূপ দেখা যায় না। পিতা আস্তিক, পুত্র নাস্তিক, পিতা পৌত্তলিক, পুত্র ব্রাহ্ম, এরূপ দৃষ্টান্ত সমাজে এক্ষণে বিস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু এদিগে বিবাহ কালে বরের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিষয় কিছু মাত্র অবগত হইবার রীতি নাই। অধিকন্তু যে বয়সে বিবাহ ঘটে তখন তাহার ধর্ম্মভাবের স্থৈর্য্যোৎপত্তি হয় না। এইহেতু ইদানীং অনেক স্থলে পুরুষকে বিবাহান্তে বিধর্ম্মাবলম্বী হইতে দেখা যায়। দম্পতী মধ্যে বিসদৃশ ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নানা অসুখের নিদান হইয়া থাকে। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, কোন হিন্দু যুবক বিবাহান্তে খ্রীষ্ট বা সানুষ্ঠানব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাহার স্ত্রীকে হয়ত পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ বিধর্ম্মী স্বামীর অনুসরণ করিতে হয়, নতুবা বিধবা তুল্য চির-দুঃখে পিতৃ বা শ্বশুর-গৃহে কাল যাপন করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইত্যাদি। অতএব আমাদিগের মতে বৈবাহিক সম্বন্ধাব-ধারণ কালে কন্যাবংশের অবলম্বিত ধর্ম্ম বরের (পরিণত বয়স্ক) অবলম্বিত ধর্ম্মের সহিত ঐক্য বা অনুরূপ স্থির করিবে। এরূপ হইলে দম্পতী মধ্যে ধর্ম্মোন্নতি হইবে এবং বিসদৃশ ধর্ম্ম ও তদুৎপন্ন অনিষ্ট বিরল হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

বিবাহ-সম্বন্ধাবধারণ কালে বর ও কন্যার ধর্ম্মভাব এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন উপযুক্ত লোক দ্বারা অবগত হইবেন।

ঝ। বয়স্।

বৈবাহিক সম্বন্ধাবধারণে বরপাত্রীর উপযুক্ত বয়স্ নির্ব্বাচন

করা অতীব আবশ্যক। যেহেতু সামাজিক সুখ দুঃখ এবং বিবাহের উদ্দেশ্য সফল বিফল ইত্যাদি গুরুতর বিষয় সমস্ত বৈবাহিক বয়োনিয়মের উপর বিস্তর নির্ভর করিয়া থাকে। কোন্ বয়সে ও পরস্পর কত বয়োব্যবধ্যানে স্ত্রী পুরুষ পরিণয়-সূত্রে সম্বন্ধ হইবে তাহা শাস্ত্রকারেরা নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। কথিত শাস্ত্রোক্ত বয়োনিয়ম ও তাহার উপযোগিতার বিষয় এই পুস্তকের অসম-বিবাহ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ তাহা বর্ত্তমান দেশ কাল পাত্রের উপযোগী বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যে আর্য্য ব্যবস্থাপকেরা পূর্ব্বতন সামাজিক প্রয়োজন এবং আপনাদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুসারে উল্লিখিত বয়োনিয়ম অবধারণ করিয়াছিলেন। পুরাতন সমাজে প্রজাবৃদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধির নিমিত্ত নারীদিগকে আবাল্য সন্তানোৎপাদন কার্য্যে নিয়োজিত করা অবশ্যই আবশ্যক হইয়াছিল। এদিগে শাস্ত্রকারদিগের বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান ও অসম্পূর্ণ ছিল। মনু ক্ষেত্র ও বীজ ক্রমান্বয়ে নারী ও পুরুষের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষেত্র ও বীজের মধ্যে বীজই প্রধান, যেহেতু ক্ষেত্রবীজসহযোগে যাহা সম্ভূত হয় তাহাতে বীজলক্ষণই লক্ষিত হইয়া থাকে। সেইরূপ নারী ও পুরুষের মধ্যে পুরুষই প্রধান, কেননা নারী ক্ষেত্ররূপা এবং পুরুষ বীজস্বরূপ।* এই বুদ্ধিতেই, বোধ হয়, ব্যবস্থাপকেরা পুরুষের পরিণত বয়সে বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনের এত আব-

* মনু, ৯ অ. ৩৫।৩৩ শ্লোক.

শ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং নারীদিগের বিবাহ ও গর্ভধা-রণের জন্য পরিণত বয়স প্রতীক্ষা করা প্রয়োজনীয় বোধ করেন নাই। যাহাহউক এই বয়োনিয়ম তখনকার প্রকৃতি-শাসিত সমাজে তাদৃশ অনিষ্টোদ্ভব করিতে পারে নাই। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনে সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে শাস্ত্রীয় শাসন শ্লথ হইয়া পড়িল, শাস্ত্রোক্ত বৈবাহিক বয়োনিয়ম সমাজে অনাদৃত হইতে লাগিল, এবং পূর্ব্বপ্রচলিত আচার ব্যবহারও উপেক্ষিত হইল। তখন বাল্য-ও অসম-বিবাহ স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সমাজকে অবনতির পথে প্রক্ষিপ্ত করিল; এক্ষণে উহা অবনতির পরা-কাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছে। যদি আমরা এক বার অনুসন্ধান করিয়া দেখি, যে সেই শৌর্য্য-বীর্য্য-শালী আর্য্যদিগের বংশে এক্ষণে এত দুর্ব্বল সন্তান কেন জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহা হইলে জানিতে পারিব, যে উহা প্রধানতঃ বৈবাহিক বয়োনিয়মের কালপরম্পরা ব্যভিচারের অবশ্যম্ভাবিত ফল। অতএব বর্ত্তমান সমাজিকগণের শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য নিরাকরণের জন্য বৈবাহিক উপযুক্ত বয়স্ নির্দ্ধারণ না করিয়া অন্যান্য সহস্র চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই হেতু আমরা এস্থলে স্ত্রী পুরুষের উপযুক্ত বৈবাহিক বয়োনিয়ম অবধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, * যে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তানো-ৎপাদন। আর সেই সন্তান দীর্ঘজীবী, স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ হইবে, ইহাও যখন ঐ উদ্দেশ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, তখন স্ত্রী পুরুষের যে বয়সে বিবাহ ঘটিলে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সংসা-

* প্রথম খণ্ডের ৮৮ পৃঃ দেখ।

ধিত হয়, সেই বয়সই যে বিবাহ পক্ষে উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। কথিত কাল অবধারণ করিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা বিজ্ঞানের মত গ্রাহ্য ।

বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, অপরিণত ও বৃদ্ধ বয়সে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান দীর্ঘায়ু ও বলিষ্ঠ হয় না। * সুতরাং পূর্ণ-যৌবন, হইতে বৃদ্ধত্বের পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত সন্তান প্রজননের উপযুক্ত সময় তাহা সহজেই স্থির হইতেছে। অস্মদ্দেশে নারীদিগের ১৬ বৎসর বয়সে এবং পুরুষদিগের ২৫ বৎসর বয়সে পূর্ণযৌবন উপস্থিত হয়, আর উহাদিগের বৃদ্ধত্বের প্রারম্ভ ক্রমান্বয়ে ৩৫ ও ৪৫ বৎসর বয়সে হইয়া থাকে। † অতএব এই মধ্যকাল আমাদিগের বিবেচনায় সন্তানোৎপাদন পক্ষে প্রশস্ত ।

আর, আর্য্য-শারীর-বিজ্ঞানজ্ঞ মাননীয় ধন্বন্তরি স্থির করিয়াছেন যে, "পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর এবং নারী ষোড়শ বর্ষীয়া হইলে, স্ত্রী পুরুষে তুল্যবীর্য্য হয়" ‡ কিন্তু তিনি উপদেশ দিয়াছেন, পুরুষের "পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স হইলে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিবে। তাহাতে পিতার ন্যায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা বিশিষ্ট সন্তান জন্মে"। ‡ ইহার পরেই তিনি নির্দ্দেশ

---

* বাল্য ও অসম বিবাহে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

† বঙ্গদেশে স্ত্রী পুরুষের বৃদ্ধত্ব অনেকস্থলে আরো পূর্ব্ব হইতে প্রারম্ভ হইতে দেখা যায় ।

‡ পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে ।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ * * * * * * ॥

‡ অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ। পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতি। সুশ্রুত ।

করিতেছেন যে "অপ্রাপ্ত ষোড়শবর্ষীয়া নারী অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতি-বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সহযোগে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান গর্ভমৃত, অল্পায়ুঃ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়; অতএব অত্যন্ত বালিকাবস্থাতে গর্ভাধান করাইবে না"। * ইহার মতে নারীর দ্বাদশোর্দ্ধে বর্ষে রজোদর্শন হয়। এই সমস্ত মত একত্রে বিচার করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভগবান্ ধন্বন্তরি তাঁহার কালের প্রচলিত সামাজিক প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া যদিও বার বৎসর বয়সে অর্থাৎ রজোযোগের অব্যবহিত প্রাক্কালে নারীর বিবাহ দিবার মত দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে তাহার গর্ভোৎপত্তি না হয় তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান করিয়া গিয়াছেন। †

* উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥ জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥ সুশ্রুত

† ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, যে নারী বাল্য কালে পিতার, এবং যৌবনে পতির বশে থাকিবে। ‡ এই বাল্য কালের পরিমাণ ষোল বৎসর পর্য্যন্ত, তদন্তর যৌবন কাল গণ্য করা যায়। ‡‡ এই সময়েই স্বামী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে কথিত শাস্ত্রানুসারে তাহাকে

‡ বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। মনু ৫, অ.
রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতিরেব তাং। গারুড় ৯, অ.

‡‡ আষোড়শাদ্ভবেৎ বালস্তরুণস্তত উচ্যতে। বৃদ্ধস্যাৎ সপ্ততে-রূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরং॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্মৃতি।
উনষোড়শ বর্ষস্তু নরোবালো নিগদ্যতে। সুশ্রুত।
বালেতি গীয়তে নারী যাবৎ ষোড়শ বৎসরং।
তস্মাৎ পরঞ্চ তরুণী যাবদ্দ্বাত্রিংশতং ভবেৎ॥ ভাবপ্রকাশ।

অপিচ, পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞানবেত্তা সুবিখ্যাত য়্যাক্টন সাহেব (তাঁহার জননেন্দ্রিয়-বিষয়ক পুস্তকে, ৮৫।৮৬পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, যে "স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবক মাত্রেই ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে স্বকীয় অবস্থা দার পালনে অনুকূল হইলে বিবাহ করিবে"। স্থলান্তরে তিনি বলেন, যে "পরিণত বয়স্ক পুরুষ ও তাহার স্ত্রীর বয়সের অন্তরাল সাধারণতঃ ১০ বৎসর হওয়া আবশ্যক। কেননা তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই জনন ক্ষমতা এক সময়েই নিবৃত্ত হইতে পারে। পরন্তু যদি কেহ তরুণ বয়সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে তবে ১৫।১৬ বৎসরের বালিকাকে পরিণয় না করিয়া তাহার 'আপন বয়সের কথঞ্চিৎ সন্নিহিত-বয়স্কা নারীকে মনোনীত করা কর্ত্তব্য"।

এক্ষণে উল্লিখিত আর্য্য ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, যে পুরুষের বৈবাহিক কাল সম্বন্ধে (অন্যূন ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে) কোন মতদ্বৈধ নাই, নারীর বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিছু ভিন্ন মত আছে। অর্থাৎ ধন্বন্তরি বার বৎসর এবং য়্যাক্টন ষোড়শোর্দ্ধ বর্ষ নারীদিগের পরিণয় কাল বলিতেছেন। এই মতবিরোধ, বোধ হয়, দেশ ও সামা-

---

নিন্দনীয় হইতে হয়। অপর, অদত্তা কন্যা ঋতুমতী হইয়া স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে তিন বৎসর অর্থাৎ ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বোধ হয়, যে পুরাকালে বিবাহান্তেও সাধারণতঃ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত রমণীর স্বামী সহবাসে থাকিবার রীতি ছিল না। এক্ষণেও মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে, ততদূর না হউক, যাবৎ কন্যা রজোদর্শন না করে তাবৎ সে শশুরালয়ে প্রেরিত বা স্বামী সংসর্গে নিয়োজিত হয় না।

জিক অবস্থা ভেদে ঘটিয়া থাকিবে। ফলতঃ উহাদিগের সন্তানোৎপাদন ষোল বৎসরের পরে সংঘটন হয় ইহা উভয় বৈজ্ঞানিকেরই অভিপ্রেত। অতএব যদি উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে অন্যূন নারীর ১৬ এবং পুরুষের ২৫ বৎসর অথবা উহার অনতি পূর্ব্ব কাল হইতে বিবাহের কাল গণ্য করা উচিত। যদি বল উক্ত কালের বহু পূর্ব্বে (যেমন, ধন্বন্তরির মতে নারীর বার বৎসরে) বিবাহ হইবার বাধা কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সন্তানোৎপাদনোপযুক্ত কালের পূর্ব্বে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষের পরস্পর পৃথক্ রূপে বাস করা (বিশেষতঃ বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে, যেখানে বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত), অথবা অকালে সন্তান প্রজননে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই সঙ্গত বা মঙ্গলজনক হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত বিজ্ঞানানুমত বৈবাহিক বয়োনিয়ম সর্ব্বত্র হিতজনক হইলেও অস্মদ্ সমাজে নানা কারণে ইদানীং অনাদৃত দেখা যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ নিয়ম সহসা প্রচলিত হওয়াও সহজ বোধ হয় না। কেননা বহু দিন বাল্যবিবাহের প্রচলন, বিলাসাভ্যাস এবং ব্রহ্মচর্য্যের (পুরুষের পক্ষে) নিয়ম ভঙ্গ প্রযুক্ত অধুনা সামাজিকগণের, কি স্ত্রীর, কি পুরুষের, অকালে কামেন্দ্রিয় উত্তেজিত এবং তন্নিবন্ধন উহাদিগকে অকালে ইন্দ্রিয়সেবায় প্রবৃত্ত দেখা যায়। এক্ষণে যদি সহসা নারীদিগকে ষোড়শ বর্ষ এবং পুরুষগণকে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা যায়, তাহা হইলে স্থলবিশেষে ব্যভিচারের আশঙ্কা হইলে হইতে পারে। যদিও কালে তাদৃশী আশঙ্কা সামাজিক-গণের মন হইতে আপনা আপনিই তিরোহিত হইতে পারিবে, কিন্তু

যত দিন তাহা না হইতেছে তত দিনের জন্য একটী অভিনব বৈবাহিক বয়োনিয়ম অবধারিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রন্থকারের বিবেচনায় নারীর ন্যূনকল্পে ১৩।১৪ বৎসর এবং পুরুষের ২৩।২৪ বৎসর বয়সে পরিণয়ের কাল হওয়া উচিত। দম্পতী মধ্যে বয়সের ব্যবধান সাধারণতঃ দশ বৎসর থাকা বাঞ্ছনীয়। এরূপ নিয়মে বিবাহ নির্ব্বাহিত হইলে অধিকাংশ স্থলেই উপযুক্ত কালে সন্তানোৎপন্ন হওয়ায় সামাজিকগণের বর্ত্তমান দৈহিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ দুরীভূত হইতে থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইহাতে বাল-বিধবার, বিশেষতঃ অনপত্য বিধবার, সংখ্যা বিস্তর হ্রাসহইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান সমাজে লোকের বাল্য-বিবাহে প্রবৃত্তি যেরূপ প্রবল দেখা যায়, তাহাতে প্রস্তাবিত বয়োনিয়মও যে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, তাহার প্রত্যাশা অল্প; বিশেষতঃ নারীদিগের বৈবাহিক বয়স্ সম্বন্ধে অনেকস্থলে আপত্তি উপস্থিত হইতেই পারিবে। প্রথমতঃ যে বয়সে তাহাদিগের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করা হইল, সে সময়ে তাহারা অনেকে প্রাপ্ত-রজস্কা হইবে। অবিবাহিতা রমণীর রজোদর্শন হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ও সামাজিক রীতির বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ সামাজিকগণ ইহা অনায়াসে বলিতে পারেন, যে তত অধিক কাল নারীকে অনূঢ়া রাখিলে ব্যভিচার ও তদানুসঙ্গিক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

প্রথম আপত্তির উত্তরে আমরা এই বলিব যে, বিবাহের পূর্ব্বে নারীর রাজোযোগ ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও বর্ত্তমান সামাজিক আচারের যে এত বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবল ধর্ম্ম প্রণেতা ও সামাজিকগণের অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত।

রমণী ঋতুমতী হইলেই সে গর্ভধারণ করিতে পারে; সত্য; কিন্তু যেমন শিশুর দন্তোদ্ভেদ ও চর্ব্বণ ক্ষমতা হইলেই তাহাকে কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া উচিত হয় না, কেননা তখনও তাহার পরিপাক ও সমীকরণ শক্তি যথোপযুক্ত প্রবল হইতে বিলম্ব থাকে, সেইরূপ নারী ঋতুমতী ও যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলেই তাহাকে গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা হইতে পারে না, কেননা তৎকালে (১৬ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত) তাহার সুগর্ভধারণোপযোগী দৈহিক সমৃদ্ধি লাভ হয় না। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে (অভাবতঃ ২।৩ বৎসর) নারীদিগের রজোযোগ হিতকর ভিন্ন অনিষ্টজনক নহে।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রজঃস্রাব হইলে যদিও নারীদিগের প্রাকৃতিক নিয়মে পুরুষ-সঙ্গতির প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু উহাদিগের বাল্যাবস্থায় তাদৃশী প্রবৃত্তি এত প্রবল হয় না, যে তাহা সহজে চরিতার্থতা লাভে উন্মুখ হইবে। দেখ, এ দেশের মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান কন্যারা বয়স্থা না হইলে সচরাচর পাত্রস্থা হয় না; কৈ তাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে কয়টী নারীকে ব্যভিচার দোষ স্পর্শ করে? অধিকন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজের বহু সংখ্যক সধবা ও বিধবা যুবতীরা পিত্রালয়ে যে রূপে ব্যভিচার দোষ হইতে অব্যাহত থাকিয়া কালক্ষেপ করে, অনূঢ়া বালিকারা ১৩।১৪ বৎসর (অথবা ষোড়শ বর্ষ) বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কি সে রূপে থাকিতে পারিবে না?

উপরে বরপাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা এক প্রকার বলা হইল। এক্ষণে কোন্ ২ ব্যক্তির পরিণয়

ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া উচিত এবং কাহার বা উচিত নহে, তৎসম্বন্ধে ২।৩ টী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। ব্যক্তিমাত্রেরই যথোপযুক্ত কালে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হওয়া আপাততঃ উচিত বোধ হইলেও, বাস্তবিক সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। প্রথমতঃ জননশক্তি-বিরহিত এবং উৎকট রোগগ্রস্ত পুরুষদিগের, আর ঐ রূপ গর্ভধারণ-শক্তিহীন এবং রুগ্না নারীদিগের পরিণয় সংঘটন হওয়া অনুচিত। যেহেতু ইহাদিগের বিবাহে সন্তানোৎপাদন, অথবা উৎপাদিত সন্তান বলিষ্ঠ, নিরাময় এবং দীর্ঘায়ু হইবে না। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-পুত্র-ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তির পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়া অবিধেয়। কেননা তদ্দ্বারা সমাজে দারিদ্র্য-দুঃখ বিস্তৃতি ও তৎসঙ্গে বহু অনিষ্ট উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে স্বাস্থ্য ও উৎপাদিকা-শক্তি সম্পন্ন অথচ ক্ষমবান্ ব্যক্তিগণের যথা সময়ে পরিণয় সংঘটন হওয়া প্রার্থনীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা সমাজের বহুবিধ সুখ ও উন্নতি লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৫	৮	মহিৰ্ষিরা	মহর্ষিরা
ঐ	ঐ	সুত্রে	সূত্রে
৬	৬	কিম্বা	কিম্বা
ঐ।১৭	১২।২৬	ত্যাজ্য	ত্যাজ্য
ঐ	১৯	পূর্ব্বপতিকে	পূর্ব্বপতিকে
৭	১৬	পুরুষের	পুরুষের
৮	১১	কবিকল্পণানিঃসৃত	কবিকল্পনানিঃসৃত
ঐ	২২	হবরা	হধরাঃ
ঐ	২৪	ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিণী	ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনী
১১	১০	সন্তানোৎপন্ন	সন্তান উৎপন্ন
ঐ।৮৪।৯৪।৯৫;	২৩-২৪।২৪।১১।১৮	একপাতিত্ব	একপতিত্ব
১২	২৩	সম্বরে	সম্বরে
১৩	১০	এই	সেই
ঐ	১৩	মেলবন্ধের	মেলবন্ধের
ঐ	২১	সামজের	সমাজের
১৪	২৫	উপনিবেসীরা	উপনিবেশীরা
১৬	২৫	পুর্ব্বোল্লিখিত	পূর্ব্বোল্লিখিত
১৯	১২	জাগ্রত	জাগ্রৎ
২১	১৫	অনিষ্ঠের	অনিষ্টের
২৩	১৫	প্রর্থনা	প্রার্থনা
ঐ।৫৭	১৯,২৬।২০	কল্লুক	কল্লূক
২৪	৮	পুত্রোৎপন্ন	পুত্রোৎপত্তি
৩৩	১৭	একাধিকরহ	একাধিক
৩৪	১১	আনিত	আনীত
ঐ	১৩	প্রত্তীষ্ঠা	প্রতিষ্ঠা
৩৫	২১	বিশেষ	বিশেষ
৩৬।৬৪	৪।১৮	গৃহিত	গৃহীত

	১১	আছেন	আছে
	১৪	প্রবন্ধে	প্রবন্ধ
		বহুদোষত্বা	বহুদোষত্বা
৩৭।৯১।৯৫, ২।১৩।৮		শারিরীক	শারীরিক
ঐ	১৮	বিরূদ্ধ	বিরুদ্ধ
ঐ।৫৯।৬৫।৮৩।১০৭, ১৯।১৫।৯।১৯।১২		ধ্বংশ	ধ্বংস
ঐ	১৯	উপজীবীকা	উপাজীবিকা
ঐ	২২	প্রকৃতি	প্রকৃতি
৩৮	৪	পাণিগৃহিতা	পাণিগৃহীতা
ঐ।১২৩	১০—১১।১৩	আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
ঐ	১৪	দুর্ব্যাবহার	দুর্ব্যবহার
ঐ	২৩	সুক্ষেভ্যোঽপি	সূক্ষ্মেভ্যোঽপি
ঐ	ঐ	বিশেষতঃ	বিশেষতঃ
৪০	৫	প্রলোভান	প্রলোভন
ঐ	৬	কাঙ্ক্ষণী	কাঙ্ক্ষিণী
ঐ	১৬	শরিরী	শরীরা
ঐ	২০	গৃহীতাদিগের	গৃহীতাদিগের
৪৩।১৬৮	৪।২৫	শশুবালয়	শ্বশুরালয়
ঐ	৫	নয়	হয়
ঐ	৫-৬।৮	শশুবের	শ্বশুরের
৪৪	৪	নার্য্যোচিত	নারীজন-সুলভ
ঐ।৪৫।৪৬।১২৮, ১৮।১৯।২।৭,৯		প্রমান	প্রমাণ
ঐ	২৪	হইয়াছ	হইয়াছে
৪৫	ঐ	প্রা	প্রাণ
৪৬	১৫	বিদুবীত	বিদূরিত
ঐ	২১	দণ্ডণীয়	দণ্ডনীয়
৪৮	৫	পরিগননীয়	পরিগণনীয়
৫০	৩	নিদ্দিষ্ট	নির্দ্দিষ্ট
৫২	১৩	উঠীয়া	উঠিয়া
ঐ।৫৭।৫৯।৬৩	২৬।১৫।২৬।৪	লক্ষ্য	লক্ষ

৫৫	১৬	নযজ্ঞ	নৃযজ্ঞ
ঐ	১৪	সৈকার্য্যার্থে	সৌকর্য্যার্থে
৫৮	২৪	পারষ্কর	পারস্কর
৫৯।৯০	৩,১৮,২১।১৭	সংসারিক	সাংসারিক
৫৯	৪	নার্য্যোচিত	নারী-জনোচিত
ঐ	১৩	অতিথীসৎকার	অতিথিসৎকার
৬০	২৩	শশ্রা	শশ্রূ
৬১	৯	গৃকস্থরা	গৃহস্থেরা
ঐ	২২	হতু	হেতু
৬২	১৫	ইপ্‌সিত	ঈপ্‌সিত
ঐ	২১	চতুবর্ষাবধি	চতুর্বর্ষাবধি
ঐ	২৩	পুত্রান্	পুত্রাণ্
৬৩	২৪	হত্বা	হত্বা
৬৪	৭	উপর্য পরি ভর্য্যাকে	উপর্য্যুপরি ভার্য্যাকে
৬৫	২	সঙ্কচিত	সঙ্কুচিত
ঐ	৯	বৈমুখ	বিমুখ
ঐ	১২	দূববস্থা	দুরবস্থা
৬৬	১৪	নিতম্বদেশ	নিতম্বদেশ
ঐ	২১	প্রত্যেঙ্গের	প্রত্যঙ্গের
ঐ	২৩	ভবিষোত্তর	ভবিষ্যোত্তর
ঐ।৬৮	২৩।৩	তত্ব	তত্ত্ব
৬৭	১৮	অদিবেত্তৃ	অধিবেত্তৃ
ঐ	২০	তাহতে	তাহাতে
৬৮	১৫	পরিত্যাজ্য	পরিত্যাজ্য
ঐ	২৩	কামানামুপভোগেন	কামানামুপভোগেন
৬৯	৯	ব্যাভিচ্যারিণী	ব্যভিচারিণী
ঐ	১৬	দুষ্ক্রিযাশক্ত	দুষ্ক্রিয়াসক্ত
ঐ।১৭১	১৫,১৯,২৩।১৮	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
৭০।৯৬	৮,১১,১৮।১৮,১৯	রূগ্ন রূগ্না	রুগ্ন রুগ্না
৭১	১২	ব্যাভিচারিতা	ব্যভিচারিতা

৭২।১৩০	৩।১৩	পতিত্বে	পতিত্বে
ঐ।১০২	৮।৬	মহম্মাদীয়	মহম্মদীয়
৭৪	৯	প্রাচীনতম ইতি-বৃত্ত ঋক্ বেদের	প্রাচীন ইতি বৃত্ত কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের
ঐ	৯	কিঞ্চিৎ	কিঞ্চিৎ
ঐ	১০	পাণিগ্রহনাভিলাষী	পাণিগ্রহণাভিলাষী
ঐ	২১	নার্যাভি	নার্য্যভি
৭৫	৬	মুনসংহিতা	মনুসংহিতা
ঐ	১২	কিঞ্চিতুন	কিঞ্চিদূর্ন
ঐ	২৪	তাহার	তাহা
৭৬	৮	যাজ্ঞ্যবক্ল্য	যাজ্ঞবল্ক্য
ঐ	১৪	শাস্ত্রসম্মত	শাস্ত্রসম্মত
ঐ	২০	কয়িয়া	করিয়া
৮২	১৯	শঙ্কুচিত	সঙ্কুচিত
৮৩	২৫	ত্যাজ্যা	ত্যজ্যা
৮৪	১২	প্রসংশা	প্রশংসা
ঐ	২১	সমর্থ	সামর্থ্য
৮৫	২৬	উৎপন্ন	উৎপাদন
৮৭	১০	দুইবেল	দুইবেলা
ঐ	১৬	বিশয়াশক্তি	বিষয়াসক্তি
ঐ	২২।২৪	যোতিনাঞ্চ	যতিনাঞ্চ
ঐ	২৩	দ্বিসিম্নমন্নকং	দ্বিস্স্বিম্নমন্নকং
৮৮	৫—৬	মুসলান	মুসলমান
ঐ	৮	অতিথীকে	অতিথিকে
৮৯	১৬	জন্মান্তীণ	জন্মান্তরীণ
৯০	১৭	জননাদি	জননাদি
৯১	২৩	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি
৯২	৮	বলিয়	বলিয়া
ঐ	১৬	ভ্রতৃ	ভ্রাতৃ
ঐ	২৫	পুত্ত্রানাং	পুত্ত্রাণাং

৯২		স্বতন্ত্রতা-	স্বতন্ত্রতাং-
৯৩।৯৮।৯৯	২২।৩।১২	যুবতিদিগের	যুবতীদিগের
৯৪	৭—৮	অনিষ্টোৎপাদিত	অনিষ্টোৎপত্তি
৯৫।১৭৮	৭।৫	উৎসিন্ন	উৎসন্ন
ঐ।১২২	২০।১৫	অনুমাত্র	অণুমাত্র
ঐ	২৩	অনিষ্টোদ্ভাবিত	অনিষ্টোদ্ভব
৯৬	১০	ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান	ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান
৯৭	৯	অনিবায্য	অনিবার্য্য
ঐ	২৫	অর্থলিস্পা	অর্থলিপ্সা
৯৮	২	বানিজ্যাদির	বাণিজ্যাদির
ঐ	১২	কবিাযছেন	করিয়াছেন
ঐ	২১	ব্যাভিচারাক্ষ্য দুষণে	ব্যভিচারাখ্য দূষণে
৯৯	১৬	পথীক	পথিক
ঐ	২০	সন্তানোৎপাদিত	সন্তান উৎপন্ন
ঐ	২৪	সুদ্ধ	শুদ্ধ
১০০।১০২।	৫।২০	তদনুসাঙ্গিক	তদানুষঙ্গিক
ঐ	৬	দুশ্চারিত্রা	দুশ্চরিত্রা
১০২	২২	প্রয়োজ্জোগীতা	উপযোগিতা
১০৩	১৬	বিযয়ে	বিষয়ে
১০৪	২৩	সাক্ষ্য	সাক্ষী
১০৫	১১	আঙ্গানুসারে	আজ্ঞানুসারে
১০৬।১১৫	১৯।৯	দুষ্য	দূষ্য
ঐ।১৩৬	২০।৭	আসূর	আসুর
১০৭	১৮	ফলোপধায়নী	ফলোপধায়িনী
১০৮।১১৭	৪।১০	প্রনালী	প্রণালী
ঐ	১৯	ব্রহ্ম	ব্রাহ্ম
১০৯	১৩	প্রামাণ	প্রমাণ
১১১	৩	আসি	আসিতে
ঐ	১৯	ক্ষত্রিয়াজাতমেবস্তু	ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবস্তু
ঐ	২২	অপকষ্ট	অপকৃষ্ট

১১১।১৬৭	১৫-১৬।১৭	তদন্তর	তদনন্তর
ঐ	২১	দ্বিজাতিনাং	দ্বিজাতীনাং
১১৪	১২	পৈঠীনসী	পৈঠীনসি
ঐ	১৭	দ্বিজম্মনা	দ্বিজম্মনা
১১৫	২৫	দেহীনাম্	দেহিনাম্
১১৬	২১	ইহ	ইহা
১১৮।১৬৫	৩।১৬	সমাজিকগণের	সামাজিকগণের
১২১	১৮	জাত্যাংশে	জাত্যংশে
ঐ	১৯	রাডী	বাটী
১২২	৫	অগৌরান্বিত	অগৌরবান্বিত
ঐ	১৫	নম্পাদিত	সম্পাদিত
ঐ	১৬	সম্প্রাদায়িকের	সাম্প্রদায়িকের
১২৩	৮	আপ্রেচ্য আবৃদ্ধ	আপ্রৌঢ্য, আবার্দ্ধক্য
ঐ	১২	প্রযোজ্যোগিতা	প্রয়োজন
ঐ	১৮	প্রশ্রত	প্রশ্রয়িত
ঐ	২৩	আনষ্টোদ্ভূত	অনিষ্ট উদ্ভূত
১২৪	১৬	জীবীকার্জ্জনের	জীবিকার্জ্জনের
১২৫	১৪	গৃহস্থালীর	গৃহস্থলীর
১২৯	২	ঋত্বিকের	ঋত্বিকের
১৩০	২৪	অজয	অজেব
১৩৪	২৫	পর্ব্বধ্যায	পর্ব্বাধ্যায
১৩৫	৭	পবিমানেও	পরিমাণেও
১৩৬	৭	প্রজাপত্য	প্রাজাপত্য
১৩৭	১৬	লাঘবতা	লাঘব
১৩৯।১৫০	১৩।২৩	কৌলন্য	কৌলীন্য
১৪০	২২	ইহাদ্বারা	ইহা দ্বারা
১৪১	১৮	ধনাপধ্যয়	ধনাপব্যয়
১৪৯	২৫	সক্রামক	সংক্রামক
১৫০	২১	অঙ্গসৌষ্টব	অঙ্গসৌষ্ঠব
১৫১	৫	বলিয়া	থাকিলে যে